অবসর-সরোজিনী

(কাব্য)

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

"অপি মে জড়তাবাণী স্তুবন্ত্যস্তি ন চ পণ্ডিতাঃ।
কেন না দীয়তে হর্ষাদস্ফুটং শুকভাষিতং॥"

রামলীলোদয়।

কলিকাতা

ঠন্ঠনিয়া, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, আলবার্ট যন্ত্রে
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

বৈশাখ,—১২৮৩

ভূমিকা।

অবসর সরোজিনী প্রকাশিত হইল। অবসরক্রমে যে সকল কবিতা রচিত হইয়াছে, সেই সকলের কতকগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইল। কবিতাগুলি অবসরক্রমে লিখিত বলিয়া এই পুস্তকখানির উল্লিখিত নাম দেওয়া গেল। এই গ্রন্থের অন্তর্গত অনেক গুলি কবিতা পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্য্য-দর্শন, মধ্যস্থ, তমোলুক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, সাধারণী, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি ঐ সেই পত্রের সম্পাদক মহোদয়গণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ইতঃপূর্ব্বে আমি কাব্যানুরাগী পাঠকমণ্ডলীর নিকটে মদীয় কয়েকখানি সামান্য কাব্যগ্রন্থ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিয়াছি। আমার সৌভাগ্যক্রমে সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়গণ এবং পাঠকবৃন্দ সেইগুলির প্রতি কতকটা আদর ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন জানিয়া, আবার এইখানি তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রদান করিলাম। কিন্তু জানি না, ইহা তাঁহাদিগের নয়ন চুম্বকে কি পরিমাণে আকর্ষিত হইবে। তবে এইমাত্র ভরসা যে, অবসর সরোজিনী আমার নিতান্ত আদর ও যত্নের ধন, যদ্যপি তাঁহারা এই আভানটুকুও

বুঝিতে পারিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার প্রতি কিঞ্চিৎ সহৃদয়তা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১২৮৩

সূচিপত্রিকা।

অবসর-সরোজিনী

কাব্য।

—oo—

ভিখারিণী।

১

ধীরি ধীরি যায়, ফিরি ফিরি চায়,
কে রে ও রমণী ধূলিমাখা গায়,
কাঁপে থর থর, ব্যাকুলা ক্ষুধায়,
দু পা না যাইতে বসিয়া পড়ে ?
বদন-কমল মলিন হয়েছে,
না জানি অবলা কি জ্বালা সয়েছে,
প্রমাণ তাহার নিশান রয়েছে—
ঐ দেখ জল নয়নে পড়ে !

২

রুখু কেশভার, খড়ি উঠে গায়,
শত গ্রন্থি দেওয়া আঁচল মাথায়.

ট'লে ট'লে চলে, ঠেকাঠেকি পায়,
ভাঙ্গা লাঠিখানি রয়েছে করে।
ফেরে দ্বারে দ্বারে, তথাপি উহারে
নিদয় সবাই, করে না দয়া রে,
দয়া কি নাই রে জগত-মাঝারে?
দয়া কি নাই রে পামর নরে?

৩

দুখারে দুখারে দীনা ভিখারিণী,
সহায়বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে।
হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে
চেয়ে দেখি কেহ যাতনা মোচনে
আগুসর নয়, ছি ছি, কি সরম।
মানব জাতির এই কি ধরম
বেদে, বাইবেলে, কোরাণে বলে?

৪

যদি দয়া-ধন থাকিত জগতে,
এ নারী কি আজো কাঁদে পথে পথে?
কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
আজো কি ইহার ভাসিয়া যায়?
এ ছার জগতে দয়া মায়া নাই,

এ নহে জগত—নরকের ঠাঁই।
যেই দিকে চাই, দয়া লেশ নাই,
সেই রে নিদয়, নিরখি যায়!

৫

ঐ শুন কাণে ঐ উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে!
নীরস কঠিন পাষাণ বিদরে,
তবুও মানব করে না দয়া।
ধিক্ নরকুলে। দয়া ধর্ম্ম ভুলে,
অধর্ম্ম পতাকা আকাশেতে তুলে,
বৃথা অহঙ্কারে ঘুরে মরে ফুলে,
নিদয় হৃদয় বিহীন মায়া!

৬

ঐ শুন কাণে ঐ উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে;—
"হায় রে বিধাতা! অনাথা উপরে
একেবারে তুই হইলি বাম।
বিমুখ বিধাতা! কুমুখী লেখনী
তোমার, জেনেছে এবে কাঙ্গালিনী,
করিয়া আমারে পথ-ভিখারিণী,
বাড়ালি নিঠুর, নিঠুর নাম।

৭

"কি পাপে পাপিনী নিকটে তোমার ?
কি পাপে হরিলি সকলি আমার ?
কি পাপে খোদিলি দুখের পাথার ?
কি পাপে করিলি এ হেন দশা ?
কি পাপে কাড়িলি রাজসিংহাসন ?
কি পাপে পোড়ালি সোণার ভবন ?
কি পাপে ভাঙ্গিলি সুখের স্বপন ?
কি পাপে কাঙ্গালী সবলা যোষা ?

৮

"কে আছে ?—কাহারে ডাকিব এবার ?
যাতনা মোচনে যতন কাহার ?
কঠিন হৃদয় নিরখি সবার,
ভিখারিণী পানে কেউ না চায় ?
থাকিতে আমার – নাই রে আমার,
লুঠিল ডাকাতে রতন অপার,
তাড়াইল দূরে করিয়া প্রহার,
অসির নিশানা এখনো গায়।

৯

"এখনো বেদনা হৃদয়ে রয়েছে,
দস্যুদল মোরে যে জ্বালা দিয়েছে,
অবলা রমণী কতই সয়েছে—

সহিছে—সহিবে জনম মত ?
এ জনমে আর এ ঘোর বেদনা
যাবে না—যাবে না—কখনো যাবে না !
সুখের সে দিন কপালে হবে না।
চিরকাল তবে হয়েছে গত !

১০

"একদা আমার ছিল যে সুদিন,
ছিল কত সুত সমরপ্রবীণ,
হইত অরাতি ভীরুতামলিন
শুনিলে যাদের অসির নাদ।
সে সব সুতের সময়ে আমার
আছিল গরিমা ধরণী-মাঝার,
মাননীয়া আমি ছিলাম সবার,
হায়, বিধি, তায় সাধিলি বাদ।

১১

"এখনো তো মোর শত শত ছেলে,
কিন্তু কেহ নয় কেন রে সেকেলে ?
মনে করে যদি পারে অবহেলে
এ দুখ আমার করিতে নাশ,
যে উদরে হলো জনম তাদের,
সে গর্ভে জনম নহে কি এদের ?

পারে না কি এরা দুখিনী মায়ের
পূরণ করিতে মনের আশ ?

১২

" মনে যদি করে, এখনি তা পারে,
মনে যদি করে, আবার আমারে
পারে করিবারে ধরণী-মাঝারে
আগেকার মত চির-সুখিনী।
কিন্তু কারো, হায়, নাহি সে যতন।
একটিও নয় তাদের মতন,
কপালের দোষে সে সুখ-ঘটন
হ'ল না—রহিব চির দুখিনী।

১৩

" দিবা নিশি করি বিষাদে রোদন,
তবুও এদের স্বভাব কেমন,
দুখিনী মায়ের অশ্রু বিমোচন
করিতে কারই বাসনা নাই।
থাকিতে ইহারা, ডাকাতে আমারে
কাঙ্গালিনী ক'রে দুখের পাথারে
দিল রে ভাসায়ে! কব তা কাহারে ?—
এ জগতে হেন কাহারে পাই ?—

১৪

" কারে বা জানাব ?—কেই বা আসিবে ?—
দুখিনীর দুখ কেই বা নাশিবে ?

আমি কাঁদি বটে,—সে যে রে হাসিবে,
বাড়িবে দ্বিগুণ মরম-জ্বালা!
কাজ নাই আর, বলিব না কারে;
কি লাভ ডাকিলে যত কুলাঙ্গারে?
হে বিভু, তুমিই বাঁচাও এবারে,
ভিখারিণী আমি ভারত বালা।"

১৫

দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী,
সহায়বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে।
হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে
চেয়ে দেখি কেহ যাতনা মোচনে
আগুসর নয়, ছি ছি, কি সরম।
মানব জাতির এই কি ধরম
বেদে, বাইবেলে, কোরাণে বলে?

১৬

যদি দয়া-ধন থাকিত জগতে,
এ নারী কি আজো কাঁদে পথে পথে?
কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
আজো কি ইহার ভাসিয়া যায়?
এ ছার জগতে দয়া মায়া নাই;

এ নহে জগত—নরকের ঠাঁই।
যেই দিকে চাই, দয়া-লেশ নাই,
সেই যে নিদয়, নিরখি যায়!

—oo—

কৃষ্ণের মুরলী।

১

ক্ষণদা সময়ে যশোদা-তনয়
একাকী দাঁড়ায়ে যমুনা-তীরে,
আমারে বাজায়ে স্বর মধুময়
ররষিত নদী-পুলিন, নীরে।

২

ধ'রারি গুণেতে খেলিতেন হরি
গোকুলবাসিনী গোপিনী সনে,
আমারি গুণেতে যমুনা-লহরী
খেলিত ঢুলিত মধুর স্বনে।

৩

লাজ ভয় ভুলি—হইয়ে আকুল,
আমারি স্বরেতে ব্রজের বালা
আসিত ছুটিয়ে—এলাইত চুল—
ছিঁড়িয়ে পড়িত মুকুতা-মালা।

৪

আমারি স্বরের বরেতে কানাই
ব্রজবালাকুলে পাইয়ে কাছে,
কি না করিতেন।—বাকী কিছু নাই,
সাক্ষী আছে তার কদম গাছে।

৫

হরির অধরে অধর আমার
সুধার সুধারে বাজিত যবে,
সে রব পশিত শ্রবণে যাহার,
সুখী বলি তারে ঘুষিত সবে।

৬

আমার স্বরের মাধুরী যেমন,
তেমন মাধুরী আছে রে কার?
কাননবিহারী পশু পাখিগণ
ভুলিত শুনিয়ে স্বর আমার।

৭

এ রবে রবিত সমীর থামিত,
উজান বহিত যমুনা-জল,
হরষে কুমুদী সরসে হাসিত,
আকাশে হাসিত তারকাদল,

৮

তরু-শাখে ফুল-মুকুল ফুটিত;
ফোটা ফুল ভূমে পড়িত খসি,

সুনীল গগন-সাগরে ভাসিত
রজত-কমল উজল শশী,

৯

বনবিহারিণী হরিণী নিচয়
ভয় ভুলি, ছাড়ি কানন-বাস,
শুনিতে আসিত স্বর মধুময়,
আমারি গুণেতে শ্যামের পাশ।

১০

নাচি নাচি মোরে বাজায়ে যখন
ভুলাইত কালা কামিনীকুলে,
সাজাইত তারা যতনে তখন
শ্যামেরে, আমারে কামিনী ফুলে।

১১

বেড়িয়ে মাধবে ব্রজকুলবধূ
দাঁড়াইত যেন চাঁদের মালা।
ছড়াইয়ে শ্যাম মোর স্বরমধু
বাড়াইত ভাবী বিরহ-জ্বালা।

১২

আমি বাজিতাম, গোপীরা গাহিত,
ঘুরি ঘুরি ঘেরি মাধবে সবে
তান লয়ে কিবে মধুর নাচিত;
হায় রে, সে দিন আর কি হবে?

কমলে কমল।

১

যেও না যেও না, প্রিয়ে, এস দোঁহে দাঁড়াইযে,
সরোবর-তীরে হেরি সরোবর-শোভা লো!
আমরি, সরসী আজি কমলভূষণে সাজি,
হাসিছে কেমন ঐ, খেলিতেছে আভা লো!
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি, ও হ'তে দেখিব আমি
চারুতর শোভা আজ, মনে বড় আশা লো।
থাকুক হাজার কাজ, পূরাব সে আশা আজ,
দেখাইব হৃদয়ের যত ভালবাসা লো।

২

অমল কমল দুটি ঐ যে রয়েছে ফুটি,
ও দুটিরি রূপে আজি রূপবতী সরসী।
যাই লো, সাঁতা[illegible]ায়ে, ঐ দুটি আনি গিয়ে,
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি এই খানে, প্রেয়সি!

৩

কর প্রসারণ কর, এই লও, ধর ধর,
অধীন প্রেমিক আজি তব করযুগলে
অরপিছে প্রেমভরে, ধর লো নধর করে
প্রণয়ের ভেট—দুটি বিকসিত কমলে!

৪

ভূষণের প্রিয় যারা, ভূষণে সাজায় তারা
স্বীয় স্বীয় প্রেয়সীর কর দুটি যতনে;

তাদের মনের আশা, ভূষণেই ভালবাসা
হয় বুঝি, কিম্বা হীরা মণি চুনি রতনে।
কিন্তু আমি জানি ভাল, সে সবে কবে লো আলো
কামিনীর করতল, বল প্রিয়ে, হয়েছে?
ভূষণে সে শোভা হ'লে, কমলার করতলে
কমল-ভূষণ কেন কমলেশ দিয়েছে?

৫

তোমার কমল-করে দিলাম যতন ক'রে
ললিত কমল দুটি; কি শোভাই হইল।
অমেয় আনন্দ রাশি ভরিল অন্তর আসি,
প্রণয়-প্রবাহ জোরে হৃদি-খাতে বহিল।
সরসি-বিমল জলে বিকচ কমলদলে
হেরিতেছি, কিন্তু নয় নয়ন সফল,
সফল হইল আঁখি হেরি আজি, বিধুমুখি,
তোমার অলক্ত কর-কমলে কমল।

অশনিপতন।

১

হিমালয়াচল উদ্ভব হইতে
ভয়ঙ্কর মেঘজাল আচম্বিতে
উঠিল গগনে, বায়ু-সন্তাড়নে
উড়িয়া আসিল ভারত পানে।

নভোপরে মেঘ রহিলেক ঝুলি,
ঘন ঘন তাহে চমকে বিজুলি ,
চমকে হৃদয়! আশঙ্কা উদয়
তারি হয়, যেই দেখে নয়নে!

২

দেখিতে দেখিতে ভারত উপরে
আসিল সে মেঘ সমীরণ-ভরে,
গভীর গর্জ্জন শুনে অচেতন
হ'তে হয়—প্রাণ চমকি উঠে।
মুহূর্ত্তেক পরে মুষল ধারায়
পড়িতে লাগিল (সহা নাহি যায়।)
বৃষ্টি অবিরল, দৃষ্টি অবিচল,
লোমে লোমে আসি সে ধারা ফুটে।

৩

মেঘের গর্জ্জনে কাঁপিল ভারত।
কত ভারতীয় হ'ল হতাহত।
যেন রে প্রলয়। হেন বোধ হয়,
একি সর্ব্বনাশ ঘটিল, হায়।
ভারতের সুখ-প্রদীপ নিভিল,
ঘোর অন্ধকারে ভারত ডুবিল।
দেখ রে নয়নে, বৃষ্টি বরিষণে
ভারতের দেহ ভাসিয়া যায়!

৪

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল!
ভারতবাসীর সকলি টুটিল।
দৈবের বিপাকে, ভারত মাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল।
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,
তা নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল!

৫

কিন্তু, ঐ দেখ, কনক-মন্দিরে
ভারতের ক্রোড-বক্ষ-বেদি'পরে
অযুত কিরণে, মণি বিভূষণে
"স্বাধীনতা দেবী" বিরাজে ঐ;
উজ্জ্বল বদনে কোটি শশী হাসে,
কোটি সূর্য্য-বিভা মুকুটে বিকাশে,
চির জ্যোতির্ম্ময় উৎসাহ, অভয়
নয়নযুগলে; তুলনা কৈ?

৬

চারিধারে ঐ প্রিয় ভক্তগণ
বেড়িয়া দেবীরে করে আরাধন;
বীর-অহঙ্কার ঢাল, তরবার

বীর ভক্তকুল কটিতে ঝুলে।
অরি পরিকর ঐ তরবারে
গিয়াছে চলিয়া শমন-আগারে,
ঐ তরবার শোণিতের ধার
মাখি শোভে যেন জবার ফুলে।

৭

বীর ভক্তগণ ভক্তি সহকারে,
শ্বেত রক্ত নীল শতদল-হারে
দেবীর চরণ করিছে পূজন,
" জয় দেবি জয়।" বলিছে সবে,
" দেখো গো জননি, তোমার প্রসাদে
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে,
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?

৮

" পশু পক্ষী কীট—তারাও তোমার
ও পদ ব্যতীত নাহি চাহে আর ;
নর হয়ে তবে, ও পদ-বিভবে
কি হেতু আমরা ছাড়িয়া দিব ?
ও পদ স্বেচ্ছায় তেয়াগে যে জন,
তার ভাগ্যে লাভ নরক ভীষণ !
কাপুরুষ তারে কয় ত্রিসংসারে,
তার মত কি মা, আমরা হব ?

৯

" দেবতাদুর্লভ চরণ তোমার,
আর্য্যভূমিবাসী আর্য্যকুল-সার,
পূজিলে ও পদ বিদূর বিপদ,
সম্পদ আসিয়া কপালে যুটে,
পবিত্র আনন্দ ও পদ সেবিলে,
শোক তাপ হত ও পদ ভাবিলে,
ও পদ স্মরণে মানব-জীবনে
সুখ-জীবনের প্রবাহ ছুটে।

১০

"সুপবিত্র নাম তোমার যখন,
'জয় স্বাধীনতে!' বলি উচ্চারণ
করি গো জননি, সানন্দে অমনি
শিরায় শিরায় শোণিত চলে।
এই তরবার লইয়া তখন,
সমুৎসাহে ছুটি করিবারে রণ,
ভারতের অরি খণ্ড খণ্ড করি
কাটিবারে পারি ও পদ বলে।

১১

" তাই মা, নিবেদি তোমার চরণে,
বঞ্চিত করো না ভক্ত আর্য্যগণে;
বঞ্চিত করিলে, মরিব সকলে,

ও নামে তোমার কলঙ্ক হবে।
দেখো গো জননি, তোমার প্রসাদে,
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ;
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?"

১২

এই মন্ত্র পড়ি, বীর ভক্তকুল
পূজিয়া দেবীরে দিয়া পদ্মফুল,
সকলে তখন, মুদিল নয়ন
স্বাধীনতা-পদ করিতে ধ্যান ,
বাহ্যবোধশূন্য হইয়া সকলে,
ভাবিছে দেবীর চরণযুগলে ,
কিন্তু বহির্দেশে সর্ব্বনাশী বেশে
উঠিয়াছে মেঘ নাহিকো জ্ঞান !

১৩

বারি বর্ষে মেঘ গরজি গভীর,
মুহুর্মুহু তাহে কাঁপিছে মন্দির ;
জলদের দাপে রত্নবেদি কাঁপে ,
কাঁপিলেন দেবী বিষণ্ণ মুখে।
(কে জানে—কি হবে—বুঝি না কারণ)
ঊর্দ্ধে চাহিলেন তুলিয়া নয়ন,
চম্পক-অঙ্গুলি দেখাইলা তুলি
কি যেন কাহারে অতীব দুখে !

১৪

বোধ হ'ল, যেন ভারতভূমিরে
আর্য্যগণ সহ শোক-সিন্ধু-নীরে
ডুবাবেন, হায়, হেন অভিপ্রায়,
ভারতের বুঝি ঘুচিল সুখ।
একে তো বাহিরে বিষম ব্যাপার।
ভীষণ বিপদে পূর্ণ চারি ধার!
মন্দির মাঝার দেবীও আবার
ভারতের প্রতি বুঝি বিমুখ।

১৫

কিন্তু ভারতের হৃদয় উজ্জ্বল,
স্বাধীনতা-ভক্ত বীরেন্দ্র সকল
এ সব ঘটনা কিছুই জানে না,
কেবল মগন ধ্যান-সরসে।
হায়, আর্য্যদের বুঝি সুখ-তরু
শুখাইল। বুঝি হ'ল আজি মরু
সোণার ভারত! নহিলে এমত
অলক্ষণ কেন আর্য্য-আবাসে?

১৬

মেঘেতে সহসা এমন সময়,
তড়িত চকিল দহি দিকচয়;
অমনি তখনি, করি ঘোর ধ্বনি

হইল মন্দিরে অশনি-পাত।
স্ববর্ণ দেউল হ'ল চুরমার।
গন্ধকের গন্ধে পূর্ণ চারিধার ;
ধ্যান-নিমগন দেবী-ভক্তগণ
হইল তা সহ ভূতলসাৎ !

১৭

হায়, সেই বজ্র-অনল সহিত
বীর-ভক্ত-আর্য্যগণ-প্রপূজিত
স্বাধীনতা দেবী লুকাইয়া ছবি,
ভারতেরে ছাড়ি গেলেন উবে।
সোণার ভারত (কহিতে বিদরে
হৃদয়। নয়নে জলধারা ঝরে।)
সেই ক্ষণ হ'তে, অধীনতা-স্রোতে,
ঐ দেখ, ঐ রয়েছে ডুবে !

১৮

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল।
ভারতবাসীর সকলি টুটিল।
দৈবের বিপাকে, ভারত মাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল।
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,
তা নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের ? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল।

প্রিয়তমার প্রতি।

১

অয়ি অয়ি প্রিয়ে! আমি লো তোমার,
প্রেমের পুতলী তুমি লো মোর।
জগতে যা কিছু শোভার আধার,
তাই লো নিরখি আননে তোর।

২

বিধাতার তুমি মানস-সৃজন,
রমণী-রতন, ভুবন সার,
উজল শরত-শশীর মতন
তুমি লো, তুমি লো কমল হার।

৩

তাম্বুলের রস-রসিত অধর
সুধার আধার—ধরে না হাসি,
চিকণ চিকুর, চিবুক নধর,
মধুর মুরতি—তড়িত রাশি।

৪

প্রণয়পূরিত হরিণ-নয়নে
চেও না চেও না আমার পানে;
আঘাত, কি জানি, আমার জীবনে
লাগিবে এখনি চাহনি-বাণে।

৫

কুসুম নিচয় মধুর নিলয়,
　সুধাকর-মুখ সুধার মূল,
রমণী-নিবাস পুরুষ হৃদয়,
　প্রেমের নিবাস কামিনীকুল।

৬

এ হেন রমণী নাহি রে যাহার,
　প্রণয়বিহীন জীবন তার,
বিধির বিধানে কি সুখ তাহার?
　কি লাভ ধরিয়ে জীবন ভার?

প্রবাহি চলিয়ে যাও, অয়ি লো তটিনি।

১

প্রবাহি চলিয়ে যাও, অয়ি লো তটিনি।
　কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে,—
তব তটে বসি মম সুচারুহাসিনী
　নব বিবাহিতা বালা আনত আননে।
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়ে
　কমল-কুসুম-মালা, দিয়ে করে তার,
বলো তারে;—'যদি হেথা অচিরে আসিয়ে,
　হাসিয়ে হাসিয়ে চাহে হইতে আমার।

তা হইলে আমাদের জীবন-লহরী
সুশোভিত হইবেক চিরকাল তরে,
তোমার তরঙ্গ যথা ধরেছে মাধুরী
মম দত্ত ফুল-হার-কলেবর-করে।'

২

যদি সে কুসুম-দাম না করে গ্রহণ,
অথবা প্রার্থনা মোর না শোনে শ্রবণে।
তবে তুমি এ মালারে তরঙ্গ চালন
করিয়ে ফেলিয়ে দিও তীরস্থ কাননে।
অযতনে এ মালিকা শুখাবে তথায়,
রবি-করে শোভাহীন হইয়ে রহিবে।
বলো সে বালারে ধীরে কথায় কথায়,
(অয়ি নদি, তুমি বই কে আর কহিবে?)
বলো তারে এইরূপে,—'যৌবন যখন
পালাইয়ে যাবে তার; রূপ সে সময়
জীবনের তটে হবে বিহীন কিরণ,
তব তীরে মালা যথা হইবে নিশ্চয়।'

বসন্ত।

(জয়দেবের অনুকৃতি।)

শীত ঋতু যাওল, বসন্ত আওল
মনোহর ভূষিত রূপে ;
ভৈল কুতূহলী মানবমণ্ডলী,
ভাসল সুখ-রস-কূপে !
প্রকৃতি ত্বরা করি আসন ধীরি ধীরি
পাতল উপবন-মাজ ;
বসন্তরাজন ভৈ হরখিত মন,
তদুপরি কৈল বিরাজ।
পাদপ পরিকর ধরি নব কলেবর,
দেওত ফল-কর বাজে ;
ঋতুপতি ভেটিতে, বল্লরিঃ সুখচিতে,
সাজল ফুলকুল সাজে।
মলয় সমীরণ চামর চালন
করল সুমৃদু নৃপ-কায়ে ,
বিহগ তরূপরি মধুরিম স্বর ধরি,
নৃপতিকো গীত শুনায়ে।
কোকিল কুহুকুহু করয়তি মুহু মুহু,
ছাড়ল পঞ্চম রাগ ,
ঋতুপতি-অনুমতি পাওই রতিপতি
করল কুসুম-শর ত্যাগ।

অসিত বরণ অলি পেখই ফুল-কলি,
চলই পড়ই মতবারা ;
ঋতুপতি দরশন কবি সুখী সব জন,
ছটফট বিরহী বেচারা।
তৈ হবখিত-মন নাচত শিখিগণ,
কভি কভি ভাখত কেকা,
দম্পতি হাসত, নাচত গাওত,
সুধ বিবহিণী ভেল ভেকা !

এই—সেই ভস্মরাশি।

১

কহনা আমায়,
নয়ন নিকটে মোব কি এ স্তূপাকার ?
ভস্মের মতন ?
এ বটে ভস্মের রাশি, আয় বে ভারতবাসি,
ভস্মভবা চখে ভস্ম কবি নিবীক্ষণ !

২

এই কি সে ছাই ;—
কপিল, পাতালবাসি-ঋষিকুল-ধন,
সগর রাজার
পাতকী তনয়দলে পোড়াইয়া রোষানলে,
করিয়াছিলেন ভস্ম পর্ব্বত আকার ?

৩

এই কি সে ছাই,—
অনলের মন্দানল হইল যখন,
তখন তাঁহায়
পাণ্ডব খাণ্ডব বন করিলেন অরপণ,
খাইয়া কবিলা ছাই অনল তাহায়?

৪

এই কি সে ছাই,
বল হে, যে কালে করি বীব জন্মেজয়
সর্পনাশ যাগ,
প্রজ্বলিত হুতাশনে পোড়াইলা সর্পগণে,
নিভাইতে প্রাণপণে পিতৃনাশ-রাগ?

৫

অথবা এ ছাই,
বিবহিদহনকাবী নিদয় মদন
শিব-কোপানলে,
ধ্যানভঙ্গ-অপরাধে পড়ি যবে পরমাদে,
পুড়িয়া হইল ভস্ম কুভাগ্যের ফলে?

৬

এ নহে সে ছাই!
এ যে ছাই—ঝরে আঁখি—কহিব তা কায়?
কে আছে এমন?

অমূল্য রতন পুড়ে, ভারতের বক্ষ যুড়ে,
হায়, এ ভস্মের রাশি ছুঁয়েছে গগন!

৭

জলের প্রবাহে
অন্য ছাই ধৌত হয়ে কোথা চলি যায়,
চিহ্নও না রহে,
কিন্তু এ ভস্মের রাশি হেরিতেছি দিবানিশি,
এরে কি ধুইতে পারে সামান্য প্রবাহে?

৮

এরে ধুইবারে
অতল সাগরকুল-তরঙ্গ নিচয়
কভু না পারিবে;
যদিও অচলদল, বিশাল ধরণীতল
ভাসাতেও পারে তারা, এ ভস্মে নারিবে।

৯

মূষল ধারায়,
যদিও জলদজাল অসীম গগন
ব্যাপিয়ে বরষে
দিবা নিশি জলধার, তবু এরে ধুইবার
কি ক্ষমতা তাহাদের শতেক বরষে?

১০

একি হে কহিলে!
ধরা, গিরি, বন-জল, জলধির জলে

যদি ভেসে যায় ?
তবে এ ভস্মের রাশি কি হেতু যাবে না ভাসি ?
সোলা কি স্রোতের মুখে কভু আটকায় ?

১১

সোলা এ তো নয় ;
ভারত মাতার ইহা 'স্বাধীনতা' ধন,
হে ভারতবাসি !
বিদেশীয় অস্ত্রানলে, ভারতেবি বক্ষস্থলে
পুড়িয়ে পড়িয়ে, এই—সেই ভস্মরাশি !

জাগ্রত স্বপন।

১

নিশীথ, নীরব ছিল প্রকৃতি তখন ;
সবে মাত্র ঝিল্লীদলে বসিয়ে পাদপতলে,
শীতল করিতেছিল নিশার শ্রবণ ;
পেচকেরা থেকে থেকে, নীরস কুরবে ডেকে
দিবাচর পাখিদের দেখাইছে ভয় ;
শৃগালের কোলাহল—চমকে হৃদয় !

২

সুনীল গগন-সরে—হীরার কমল—
শীতকরময় চাঁদ, পাতিয়ে রূপের ফাঁদ

ভুলাইছে রমণীর চিত্ত সুবিমল।
কুসুম-সুরভি মেখে, যুবতীর মুখ দেখে
সঞ্চরিছে বায়ু ছাড়ি নিশ্বাস মৃদুল,
বিধূত তাহায় যত ফুল্ল ফুলকুল।

৩

এ হেন সময়ে ত্যজি কুটীর ভবন,
যুবা যোগীবর এক (প্রেমযোগী নহে ভেক)
উপনীত গঙ্গা-তীরে, চারু দরশন।
গউর বরণ কায়, ভস্মরাশি মাখা তায়,
আয়ত লোচন দুটি, সুন্দর গঠন।
ঘুরিতেছে, যেন কার ক'রে অন্বেষণ।

৪

নবজাত জটাজাল পৃষ্ঠোপরি ঝুলে;
গৈরিকরঞ্জিত বাস, পরিধিত, পরকাশ
চারু জ্যো৷৷ঽ গলশোভী রুদ্রাক্ষের মালে।
সুগন্ধ কুসুম সার গোলাপ কুসুম-হার
যোগীর দক্ষিণ করে রয়েছে ঝুলিয়ে,
গেঁথেছে আপনি তাহা গোলাপ তুলিয়ে।

৫

গঙ্গা-কুল-বিরাজিত উচ্চ, প্রসারিত
বট-মূলে যোগীবর বসি, সুললিত স্বর
ছাড়িয়ে গাইল এক প্রণয়ের গীত ;—

"প্রিয়ে লো, তোমার তরে, ভস্মরাশি কলেবরে
মেখেছি; এ জটাভার তোমারি কারণ;
তোমারি কারণ, প্রিয়ে, কুরঙ্গ ধারণ,

৬

"তোমারি কারণ আমি যোগী সাজিয়াছি;
পবিত্র প্রণয় দেবে সেবিব অন্তরে ভেবে,
প্রণয়িণি, তোমা লাভে হেথা আসিয়াছি।
এ ঘোর যামিনী ভাগে, বল প্রিয়ে, কে লো জাগে?
সকলেই শুয়ে রয় সুখের শয়নে,
কিন্তু আমি জাগি কেন?—তোমারি কারণে।

৭

"শয়নে কি সুখ?—সুখ—সুখের স্বপন!
সুন্দর ঘটনাচয় স্বপনেতে দৃষ্ট হয়,
কিন্তু লো, তা হ'তে ভাল মম জাগরণ!
কারণ, স্বপনে যাহা দৃষ্ট হয়, বৃথা তাহা,
তবে, প্রিয়ে, মিথ্যা সুখে কিবা সুখোদয়?
সত্য সুখ চায় সুধু আমার হৃদয়।

৮

"সে হেতু, প্রেয়সি, আমি ত্যজিয়ে কুটীর,
পত্রময়ী শয্যা ত্যজি, তোমা ধন লাভে আজি
আসিয়াছি—মজিয়াছি—হয়েছি অস্থির!
মিছা নয়,—সত্যধন সুধাময় সুস্বপন

দেখিব জাগিয়ে আজ—করিয়াছি পণ,
দেখিতে তাহাই মম নিশি জাগরণ।

৯

"অন্তরের আশা আজ হবে কি পূরণ?
হলেও হতেও পারে, আশা যারে, পাব তারে,
আশাই দেখাবে মোরে জাগ্রত স্বপন।
তোমারি আশায় আসা, নতুবা এ ঘোর নিশা
কেন জাগি, লো সুভগে। ইষ্টলাভ বই
কে চাল ভবের পথে? আমি ব'লে নই!

১০

"জাগ্রত স্বপনে রত্ন লভিবার আশে
আসিয়াছি গঙ্গাতটে, ভাগ্যে তাহা যদি ঘটে,
নিশি জাগরণ-শ্রম যাবে অনায়াসে।
নতুবা আমার মত ত্রিজগতে ভাগ্যহত
কে আছে?—কেহই নাই—সকলেই সুখী;
আমিই কেবল দুখী বিনা বিধুমুখী।

১১

"ভস্ম মাখা তবে, হায়, বিফল কেবল!
বিফল এ জটাভার, বিফল রুদ্রাক্ষহার,
গৈরিকরঞ্জিত বাস—তাও রে বিফল!
গলে তব দিতে আজি, গেঁথেছি গোলাপরাজি
বিফল—বিফল আশা—নিশি জাগরণ!
বিফল আমার এই অসার জীবন!"

১২

নীরব হইল যোগী, স্তব্ধ চারিধার
টুঁ শব্দ হইলে পরে, উড়ে যায় বায়ু ভরে
বহু দূর, তবে কি সে সঙ্গীত-সুধার
আবদ্ধ থাকিতে পারে? আশে পাশে চারি ধারে
বহিল সে গীত-ধ্বনি প্রতিধ্বনি সনে;
পশিল অদূরবর্ত্তী কুটীর ভবনে।

১৩

সে কুটীর হ'তে এক যুবতী রতন
সহসা বাহির হলো, কুটীরের দ্বারে আলো
উজলিল, মেঘ-কোলে বিজলী যেমন!
যোগীরো মতন তাঁর ভূ চুম্বিত জটাভার,
গেরুয়া বসন পরা, দুলিছে অঞ্চল,
ধীরি ধীরি খেলে তায় সমীর চঞ্চল।

১৪

হাসি হাসি মুখখানি, আসি ধীরে ধীরে,
দুলায়ে রুদ্রাক্ষমালা, যোগীর সম্মুখে বালা
দাঁড়া'ল, অমরা-শোভা হ'ল গঙ্গা-তীরে!
কহিল মধুরস্বরে,—"আসিলে কেমন ক'রে,
এ ঘোর নিশীথে, নাথ, পরিহরি ভয়?
কি সাহসে সাহসী হে তোমার হৃদয়?"

১৫

"ভাল, প্রিয়ে, কহ দেখি" কহে যোগীবর,
"কহ দেখি মোরে আগে, এ গভীর নিশাভাগে,
একাকিনী কি সাহসে হলে আগুসর?"
হাসিয়ে যুবতী কয়,—"সে কি, নাথ, কারে ভয়?
তুমি হে ভয়ের ভয় হৃদয়ে আমার।
তুমি যার পতি—তার ভয় কি আবার?"

১৬

হাসিয়ে কহিল যোগী, "তবে কি কারণ,
চিত মম ভীত হবে? কমল লভিতে কবে
কে ভীত হয়েছে ভাবি সলিলে মগন?
প্রণয়িনী তুমি যার, কি ভয় হৃদয়ে তার?
রূপের কিরণে তব পূর্ণ চারি ধার,
যাতে চি · ভীত হবে—নাই সে আঁধার।

১৭

"বসো, বসো, প্রিয়তমে, সুচারু হাসিনি।
না জানি চরণ তব করিয়াছে অনুভব
কত ক্লেশ আসিতে, লো মরাল-গামিনি।
আমারি কারণে, প্রিয়ে, কণ্টকিত পথ দিয়ে
এসেছ—পেয়েছ ক্লেশ—ক্ষমা কর দান;
অপরাধী জনে ক্ষমা বিধির বিধান।

১৮

"হরিণাক্ষি, আমি তব বশীভূত জন,
চুম্বক উপল সম মূর্ত্তি তব অনুপম,
কবিতেছে আকর্ষণ আমাব নয়ন।
বিজ্ঞানেব মহামন্ত্র দিগদরশন-যন্ত্র
উত্তবাস্য বই, কই, ফেবে কি কখন?
তুমি লো উত্তব—আমি দিগদবশন!"

১৯

যুবতী যোগিনী হাসি যুব যোগী পাশে
বসিলেন কুতূহলে, আমরি, সে বট-তলে
কি শোভা হইল।—গঙ্গা-প্রবাহ উচ্ছ্বাসে।
উভযের হৃদি-যন্ত্রে বাজিল প্রণয-তন্ত্রে
প্রণয়-সঙ্গীত, যার নাহি রে তুলন;
সে সঙ্গীত সেই বুঝে—প্রেমিক যে জন।

২০

মধুর মিলন।—শশী মধুর গগনে
হাসিল মধুবতর, মধুর জলদবর
লাগিল ধাইতে এই মধুর মিলনে।
গঙ্গার লহরী গুলি ধীরি ধীরি শির তুলি,
খেলিল মধুবতর মধুর পবনে;
ডাকিল মধুর পাখী মধুর মিলনে!

২১

মধুর মিলন।—ফুলে মধুর সুবাস,
মধুর মূরতি ধরি, মধুর ভূষণ পরি,
যামিনী কামিনী এবে মধুর প্রকাশ।
মধুর মধুর সবি, মধুর প্রকৃতি-ছবি;
চৌদিক মধুর যেন মধু বরিষণে,
মধুর দম্পতি আজি মধুর মিলনে!

২২

যোগীরাজ গোলাপের মালা মনোহর,
সাদরে যুবতী গলে পরাইল; ধীরে দোলে
সে মালিকা, ছুটে তায় সুরভি নিকর।
উভয়ে উভয় সনে, প্রেম-সুখ-সম্ভাষণে
মজিল। যুবারে আমি কহিনু তখন;—
ধন্য যোগীবর তব জাগ্রত স্বপন!

সেটি "প্রণয়-রতন্" লো।

অয়ি অয়ি প্রাণপ্রিয়ে, বিধাতা কি নিধি দিয়ে
তোমার এ মুখ-ছবি করিল সৃজন্ লো!
কি দিয়ে নয়ন দুটি (যেন নীলোৎপল ফুটি।)
গড়িল—গড়িল এই হাসি সুশোভন্ লো?
কি হেন জগতে আছে, তুলনীয় তব কাছে?

যা হেরি কিছুই নয়—অসার কেবল লো।
ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিত পটে,
কিন্তু হেরি মুখ তব তা ভাবা বিফল লো।
বিশেষ তোমাতে, প্রিয়ে, সেটি কি—যাহাতে হিয়ে
জুড়ায়, আনন্দময় নিরখি ভুবন্ লো?
কি নিধি সে বিধাতার, নাহিক তুলনা যার?
বুঝেছি, প্রেয়সি, সেটি "প্রণয়-রতন্" লো।

সরস্বতী নদী।*

১

অয়ি নদি! তব তটে ঘটেছিল যবে
ভীষণ সমর, হায, হইলে স্মরণ,
ভারতবাসীব প্রাণ কাঁদে উচ্চ রবে,
বিষাদে মলিন হয প্রফুল্ল বদন।

২

ভারতের স্বাধীনতা অতুল রতন,
পূর্বাকাল হ'তে সদা অযুত কিরণে
উজলিতেছিল, কিবা সুখ অতুলন
প্রদান করিতেছিল যত হিন্দুগণে।

---

* এই নদীর আর একটি নাম 'কাগার' বা 'ঘগ্গর'।

৩

তোমারি তীরেতে গেল হারায়ে সে ধন,
হারিল যে দিন, আহা, অন্যায় সমরে
ভারতের শেষ রাজা—ভারত-ভূষণ—
পৃথুরাজ, মিথ্যাবাদী যবনের করে।

৪

সেই দিন হ'তে এই সোণার ভারতে
পরদেশবাসী আসি, ভারতবাসীরে
শাসিতে লাগিল, হায়, সেই দিন হ'তে,
আজো অধীনতা-ভার ভারতের শিরে।

৫

গিরিকুলশ্রেষ্ঠ গিরি দেব হিমালয়
ভারতের মাথে, কিন্তু সে ভারে তাঁহার
ভারত কাতরা নহে, পীড়িত হৃদয়
যেরূপ হ'তেছে বহি অধীনতা-ভার।

৬

এ ভারের মত ভারি জিনিষ এমন
কি আছে, বল গো নদি, জগত-মাঝারে?
মাণাধারে এর সহ বিশ্বের ওজন
কর যদি, হবে ইহা শতগুণ ভারে।

৭

তব তীরে ভারতের স্বাধীনতা-রবি
অস্তমিত হ'ল, হায়, কিরণ সহিত।

আর কি ভারত পাবে দেখিতে সে ছবি—
উজ্জ্বল, পবিত্রময, বরণ লোহিত ?

৮

আর কি সে রবি-করে ভারতবাসীর
নিমীলিত রসহীন হৃদয-কমল
ফুটিবে ? ঝরিবে তায় সুখ-হিম-নীর—
শীতল, মধুরতর, অতি নিরমল ?

৯

গোমূত্র পড়িয়া যথা মধুর গোরসে,
বিষম বিকৃত ভাব করে উৎপাদন ;
ভারতবাসীর তথা হৃদয়-সরসে,
নাশিযাছে অধীনতা সুখ অতুলন !

১০

সে সুখের শশী, নদি, করেছে গমন,
বিষাদ-আঁধারে এবে কাঁদিছে ভারত।
কি হবে কাঁদিয়া বৃথা—বিধির ঘটন
অবশ্য ঘটিবে—তাহা দুরপরাহত !

১১

তরঙ্গিণি, তব তটে ভারত জননী
অধীনী হয়েছে ব'লে সরমের দায়
লুকালে কি ভূমিতলে ? নাহি শুনি ধ্বনি,
আবৃত হয়েছে স্রোত মরু-বালুকায়।

১২

তুমি তো বাঁচিলে, সতি, লুকাইয়া কায়;
ভারতবাসীর যদি অধীনতা-মলে
আবিল জীবন স্রোত মৃত্যু-বালুকায়
পশিত, মরম-জ্বালা নিভিত তা হ'লে।

১৩

প্রবাহ তোমার ধীরে ভূতল-ভিতরে
প্রবাহিছে অলক্ষ্যেতে বিবেগ হইয়া,
ভারতবাসীর কিন্তু অধীনতা-ভরে
নয়ন-সলিল-স্রোত বহে বাহিরিয়া।

তপনের পরিণয়।

১

দেব দিবাকর হরষিত মনে,
অমর-নগর-কনক-তোরণে
সারথী অরুণে কহিলা হাসিয়া,—
"রাখ রথ, আমি দেখি হে নামিয়া,
কে আছে রূপসী অমরপুরে।
চিরকাল ঘুরি আকাশে আকাশে,
না পাই যাইতে অমর-নিবাসে;
সুর বটি, সুর-সুন্দরী-বদন

বহুকাল হ'ল দেখিনি কেমন,
আজি তা দেখিব নয়ন পূরে।"

২

এত বলি রবি, চারু রূপ ধরি,
রূপে আলো করি ত্রিদিব নগরী
পশিলা। তথায়, অতুল তুলনা,
খেলিছে ছুলিছে অমর-ললনা—
অমিয় বরষে হাসিয়া কেহ—
কেহ বা নাচিছে—কেহ বা গাযিছে—
কেহ তাল দিছে—কেহ বাজাইছে—
কোনো সুরবালা গাঁথে ফুল-মালা—
অগুরু লেপিয়া কোনো সুরবালা,
ভূষণে ভূষিত করিছে দেহ।

৩

তপন যেমন মন-কুতূহলে,
দাঁড়াইলা সুর-রমণী-মণ্ডলে;
নয়নে নয়নে মিলিল যেমতি,
আনতবদনে যত সুর-সতী
সলাজে ফিরিয়া দাঁড়াল সবে।
অমর-কামিনী শরীর শোভিত
মণি মরকত রতন খচিত,
তদুপরি পড়ি রবির কিরণ,

হ'ল শতগুণ উজল বরণ,
সুরবালাকুল অবাক্ সবে!

৪

এক এক করি, বিধুমুখ যত
লাগিলা দেখিতে তৃষাতুর মত;
দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে সহসা
উদিল বিবাহ-বাসনা-লালসা।
ঘন ঘন চাহে বদন পানে।
দেখিলা সবারি সিঁতির উপরে
সিঁদুরের ফোঁটা শির শোভা করে;
পরিণীতা তারা জানিয়া তপন,
ফিরিলা হতাশে—বিষণ্ণ বদন।—
সারথী অরুণ আছে যেখানে।

৫

"সবেগে চালাও হীরকের রথ,
চল রে পলকে প্রহরের পথ,
চল নরলোকে, দেখিতে বাসনা,
আছে কি না তথা রূপসী ললনা।"
সারথী অরুণে কহিলা রবি।
চলে রথ ঘন গরজি গভীর,
সহায় আবার প্রবল সমীর;
ঘন ঘোর ডাক, জাগে দশদিত,

ভীত নবলোক, চিত্ত চমকিত।
  ঢাকিল সুনীল আকাশ-ছবি।

৬

নিমেষে বিমানে বিমান শোভিল,
ধরা-শিরে ধীরে চলিতে লাগিল,
দেখিলা মিহির চাহিয়া তখন,—
ভূমে কোন্ বালা রূপসী-রতন,
  যুবতী অথচ অনূঢ়া মেয়ে।
পরিণয়-সাধ, অনূঢ়া মিলিলে!
ভাসিবে মিহির প্রণয়-সলিলে,
সুরপুরে বড় পেয়ে মনক্ষোভ,
বেড়েছে দ্বিগুণ পিরীতির লোভ।
  দেখিলা ব্যাকুলে ভূতলে চেয়ে।

৭

দেখিলা চাহিয়া কানন-মাঝারে,
শতেক রূপসী, রূপের বাহারে
শোভিত করিছে নিখিল কানন,
প্রেম-রস-লোভে লোলুপ তপন
  অনিমেষে চায় তাদের পানে।
মালতী, মাধবী, গোলাপ, সেঁবতী,
জাতী, যূথী, বেলা, সেফালিকা সতী,
হেম-রূপবতী চাঁপা সুহাসিনী,

নাগরী টগরী বিশদবরণী
বন-বিহারিণী কত সেখানে।

৮

দেখিলা তপন সকলেরি মুখ,
তাঁরে হেরি তারা হইল বিমুখ।
সবে নতমুখী, শুকালো শরীর,
খর করে তাঁর হইয়া অধীর
তাপিত সকল কুসুম-বালা।
"কেন হেন হলো ?" ভাবিয়া তপন,
(নিরাশে বিষাদে মন উচাটন।)
জানিলা তখন ইহার কারণ,—
তাঁহারি প্রখর দারুণ কিরণ
রূপবতীকুলে দিতেছে জ্বালা।

৯

নিন্দি আপনারে দেব দিবাকর,
লাগিলা কহিতে, "দুখের আকর
জীবন আমার, কিছু সুখ নাই,
নিজে জ্বলি, পুন অপরে জ্বালাই,
কি বালাই—ছি ছি—কি হবে—হায়।
রে দারুণ বিধি। কি বিধি তোমার।
অনলের রাশি এ দেহ আমার!
সোণার কিরীট সবার কপালে,

আমার কপালে হুতাশন জ্বলে,
এ জ্বলন-জ্বালা জানাব কায়।

১০

"আসিলাম কোথা রূপসী খুঁজিতে,
সরল প্রণয়-রসেতে মজিতে;
কোথা মোরে দেখে বন-বিহারিণী,
পরম রূপসী কুসুম-কামিনী
প্রাণ ভ'রে আজ সুখিনী হবে,
তা না হয়ে, হায়, প্রেমের বদলে,
দহিনু তাদের সন্তাপ-অনলে।
পোড়া তেজে মোর ফুল-নারী কুল
মলিন বদন—নীরস—আকুল।
কোমল শরীরে কত বা সবে?

১১

"এ পোড়া কপালে কিছুই হ'ল না!
বুঝিনু এ সব বিধির ছলনা;
মনেই রহিল মনের বাসনা,
চিরকাল, আহা, এ ঘোর যাতনা
সহিব—রবির কপাল-দোষ!
নরলোকে, মরি, এ রূপ ললনা,
(রূপের আধার—মিলে না তুলনা)
অভাগা রবির কপালে হ'ল না,

এ হ'তে কি দুখ আছে রে বল না ?
মোরে বিধি তোর এতই রোষ।”

১২

নিন্দি আপনাবে একপে তপন,
আবার চাহিলা ফিরায়ে নয়ন,
বিবাহ বাসনা যেকালে জেগেছে,
প্রেমের বাতাস যেকালে লেগেছে,
সেকালে কি আর থাকিতে পারে ?
লাগিলা দেখিতে সমুৎসুক চিতে,
যদি কোন বালা প্রেম-ধন দিতে
নিদয় না হয় বিধুর রবিরে,
কিন্তু কোন বালা চাহিল না ফিরে,
সবাই ব্যাকুল প্রখর করে !

১৩

কি করে মিহির না পেয়ে উপায়,
বন ছাড়ি পুন সরোবরে চায়,—
কুমুদী-নয়নে পড়িল নয়ন,
কুমুদী নয়ন করি নিমীলন,
আঁচলে ঢাকিল হসিত মুখ।
তা দেখি রবির সন্তাপ-আগুন
জ্বলিল হৃদয়ে হইয়া দ্বিগুণ !
হতাশ মানসে ভাবিলা তখন ;—

"হ'ল না, হ'ল না সুখের ঘটন,
অভাগা-কপালে সুধুই দুখ!"

১৪

জ্বলন-জ্বলিত নয়নের কোলে
দুখ-অশ্রু-ধারা বহিল হিল্লোলে,
উষ্ণ অতিশয়, সীতাকুণ্ড-জল
শতগুণে, দেখি, তা হ'তে শীতল;
ভাসিল ভানুর হৃদয় তায়।
মুছি আঁখি-বারি তাপিত তপন,
ফিরে ফিরে ফের করে অন্বেষণ।
নিরখি ভানুর হতাশ হৃদয়,
এই বার বিধি হইলা সদয়,
শুভ ভাগ্য, আহা, উদয় হইল,
অতুল হরষে হৃদয় নাচিল,
সহাসে এবারে সরসে চায়।

১৫

প্রেমবিলাসিনী স্মিত কমলিনী—
কুসুম-কামিনী-কুল-গরবিণী—
অনূঢ়া কুমারী, ঘোমটা খুলিয়া,
চাহিল রবিরে বদন তুলিয়া;
যে করে কুসুম-কামিনী মলিনী,
সে-আতপে রস লভিল নলিনী,

প্রেমে ডগমগ হাসিয়া সুখে!
অমিয় জিনিত মুখ-মধু দান
করিয়া রবির তুষিল পরাণ;
পতি ব’লে সতী যদি না ডাকিল;
কিন্তু জগজন জানিতে পাবিল
ব্যাস, কালিদাস, বাল্মীকি মুখে!

সুখী কে?

১

ঐ যে সুনীল নভে নব শশধর
উজল কিবণ বাশি
ববষিছে হাসি হাসি,
ডাগর সাগব, গিরি, ধরণী উপর,
ঐ শশধব
এখনি খানিক পরে, লুকাইবে জলধবে,
কোথায় রহিবে ঐ হাসি মনোহর।
কে বলে সুখী রে তবে ঐ নিশাকর?

২

ঐ যে জলদখানি আকাশের কোলে,
চাঁদেরে লুকায়ে রেখে,
ধীরি ধীরি, থেকে থেকে,
আঁধারী বাজাই-চালে ঐ বায় চ’লে;

ঐ জলধর,
যদি বহে সমীরণ, করি ঘোর গর্জ্জন,
কোথায় পালায়ে যাবে হইয়ে কাতর।
কে বলে তবে রে সুখী ঐ জলধর?

৩

ঐ যে পবন, পেয়ে নিশি-সহবাস,
হয়েছে শীতল অতি,
মৃদুল মধুর গতি,
কুসুম-সুরভি মাখি খেলে চারিপাশ,
ঐ সমীরণ,
মদিরাপায়ীর মুখে এখনি যাইবে ঢুকে,
(নরক সমান ঠাঁই।—ঘৃণা-নিকেতন।)
কে বলে বলুক তবে সুখী সমীরণ?

৪

ঐ যে মলিন-ভাতি তারকানিচয়,
হাসে না যে দিন শশী,
নীলাকাশে গাঢ় মসী
ঢালা রয়, সেই দিন উজ্জলতাময়।
কিন্তু কৈ আজ
হীরকাভ করচয়? মৃদু হাস রসময়?
ক্ষীণাভ শশীর করে! ছিছি রে কি লাজ।
কে বলে রে সুখী তবে তারকা-সমাজ?

৫

চক্রবাক, চক্রবাকী—দম্পতি দুজন,
ঐ যে দেখিছ চেয়ে ;
প্রণয়ের পরিচয়ে
দিবসে আছিল সুখী, নিশায় এখন
সুদূরে থাকিয়ে,
বিরহ-দহনে জ্বলে, নয়ন ভাসায় জলে !
দিবসের সুখ এবে নিশার স্বপন।
কে বলে ওদিগে তবে সুখে নিমগন ?

৬

ঐ যে অমিয়মুখী জল-কমলিনী,
এই যে খানিক আগে,
অরুণেরে অনুরাগে
ভুলাবারে হয়েছিল যেন পাগলিনী,
আনন এখন্
ঘোমটায় আবরিত, বিষাদে আকুল চিত,
পতির বিরহে সতী মুদেছে নয়ন।
কে বলে সুখী রে তবে নলিনী-জীবন ?

৭

ঐ যে নলিনী পাশে হাসে কুমুদিনী,
নিথর গগনোপরে
নিরখিয়ে শশধরে,

অধরে ধরে না হাসি—বড় আমোদিনী।
প্রভাত আইলে,
বিধু পালাইবে যবে, হাসি রাশি কোথা রবে?
বাড়াবে সরসী-জল নয়ন-সলিলে।
বল, তবে কুমুদীরে কে সুখিনী বলে?

৮

এই যে রজনী আজি কুমুদিনী সম,
চাঁদের কিরণ করে
উজলিয়ে, শোভা করে
দশ দিশি, স্মিতমুখী, রূপ মনোরম!
তিথি অমাময়ী
এলে এই রজনীর নয়নে ঝরিবে নীর,
মসীময়ী হয়ে রবে না হেরিয়ে শশী।
কে বলে সাহসে তবে সুখী রে এ নিশি।

৯

চক্রবাক্, চক্রবাকী, তারকা, পবন,
সুধামুখী কমলিনী,
সুহাসিনী কুমুদিনী,
জলদ, রজনী আর, রজনী রঞ্জন,
হায় রে, সবাই
দুখী বই—সুখী নয়। খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই!
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই!

১০

ঐ যে মানব জাতি, কর দরশন ;
দেখিতে সুন্দর বেস,
হাসিমুখ, কাল কেশ ,
ওরা কি সুখের সবে রয়েছে মগন ?
সে কথা কে বলে ?
রোগ, শোক, চিন্তা, জ্বালা করে সদা ঝালাপালা।
হাসে আজ—ভাসে কাল নয়নের জলে।
কে বলে মানবে তবে সুখী ধরাতলে ?

১১

ঐ যে বসিয়ে ভূপ রাজ সিংহাসনে,
অমূল্য কিরীট শিরে,
জ্বলিছে মুকুতা হীরে।
উনি কি রে সুখী এই ধরণী ভবনে ?
কখনই নয়,
তুমি ভাব সুখী বটে, কিন্তু ওঁর চিত্ত-পটে
অরাতি-আশঙ্কা সদা হ'তেছে উদয় !
কে তবে ভূপালে সুখী পৃথিবীতে কয় ?

১২

ঐ যে রমণী, যেন প্রফুল্ল কমল।
যৌবন-লহরী-কোলে
থমকে থমকে দোলে !
জলদে বিজলী যেন হ'তেছে চঞ্চল !

ঐ কি সুখিনী ?

কভু নয কভু নয়, কে ওরে সুখিনী কয় ?
গত হ'ক্ গোটা কত দিবস যামিনী,
দেখিবে তখন ওরে কেমন সুখিনী।

১৩

ঐ যে ভূতলে বসি আকুলা জননী।
কাল যে দেখেছি ওরে,
তনয়েরে কোলে কোরে—
'আমার গোপাল !' ব'লে দিয়েছে নবনী।
সে কাল কোথায়।
কেন আজ হেন বেশ, এলায়ে প'ড়েছে কেশ,
আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদি ভূতলে লুটায়।
হায় রে, কে বলে তবে সুখিনী উহায় ?

১৪

ঐ যে কামিনী বসি শ্মশানের ধারে,
অলঙ্কার নাহি গায়,
প্রভাত শশীর প্রায়
মুখখানি প্রভাহীন ! ভাসে অশ্রুধারে !
'হা নাথ !' বলিয়ে,
কপালেতে কর হানে, কভু চায় শূন্য পানে,
পতি সহ সব ওর গিয়েছে চলিয়ে !
সুখিনী উহারে তবে বল কি বলিয়ে ?

১৫

ঐ যে যুবক, দেখ হাসিয়ে বেড়ায়,
ধরা যেন সরাখান,
করে কতরূপ ভাণ,
ভাবিছে উহার সম কে আছে ধরায় ?
হায়, অকারণ !
দিন কত পরে ওরে দেখো দেখি ভাল কোরে,
হয় কি না হয় সব নিশার স্বপন।
কে তবে বলিবে ওরে সুখে নিমগন ?

১৬

ঐ যে বিদ্বান্, করে লেখনী ধরিয়ে,
লিখিতেছে গ্রন্থ কত,
গ্রন্থ কত অবিরত
পড়িতেছে, সারানিশি জাগিয়ে জাগিয়ে।
সুখীই কি ঐ ?
কভু নয় কভু নয়, শরীর যে দুখময়,
জেনেছে বিশেষরূপে প'ড়ে প'ড়ে বই,
উনিও তো দেহী—তবে সুখী কিসে কৈ ?

১৭

ঐ যে বিজন বনে ভূধর-গুহায়,
যোগীবর যোগাসনে,
জপে জ্যাবে মনে মনে,

অস্থিচর্ম্মসার।—তৃণ গজাইছে গায়।
আশাপূর্ণ হ'ল কৈ? আজীবন দুখ বৈ
কি আছে? কৈ বা আজো আশার সুসার?
তাপস-জীবনে সুখ বলিবে আবার?

১৮

আকাশ, ভূধর, বন, মরুভূ মাঝার,
সাগর, তটিনী-তটে,
যা কিছু এ বিশ্বপটে—
'আমি' 'তুমি' 'তিনি' আদি দুখের ভাণ্ডার।
হায় রে, সবাই
দুখী বই—সুখী নয়, খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই।
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই!

প্রণয়।

১

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার।
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই!
কটাক্ষ নয়নে চাও যার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে।

পরশ যাহাবে, কি যে কব তাবে,
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই!

২

তোমারি কারণে ধরণী মাঝাবে
জীয়ে জীবকুল, ভজিযা তোমারে
চিরসুখে কেহ জীবন কাটায।
দুখের চরণে কেহবা লুটায।
সুখের দুখের তুমিই মূল।
হাসিমুখ কারো করি দরশন।
হা হতাশে কেহ করিছে রোদন।
হারায়ে দুকূল কেহ আকুল!

৩

বিষম ভীষণ সমর-অনল
জ্বলি উঠে কোথা, কোথাও প্রবল
বাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠে।
রাজ্য ছারখার তোমার কারণে?
কত রাজ্যপতি তোমার চরণে
সেবকের মত নিয়ত লুটে!

৪

তোমারি কারণে কোথাও কুশল;
ঘটে বা কোথাও ঘোর অমঙ্গল;
তোমারি কারণে দুর্ব্বলের বল;

প্রবলের বল ঘুচিয়া যায়!
অস্ত্র তব, প্রেম, বুঝে ওঠা ভার।
কি মোহিনী বিদ্যা আছে হে তোমার?
নব সাজে নারী।—নারী সাজে নর।—
পুরুষেরে নারী ধরায় পায়!

৫

জীবন-বাসনা করি পরিহার,
কেহ দেয় গিয়া সাগরে সাঁতার?
শ্বাপদ-পূরিত কানন মাঝার
প্রবেশে পড়িয়া তোমার বশে!
বিশাল ভীষণ ভূধর-শেখরে
ভয় পরিহরি আরোহণ করে।
কারো বা জীবন কারার ভিতরে।
বিষ খায়। কেহ অনলে পশে।

৬

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই।
কটাক্ষ নয়নে চাও যার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমায় জানে!
পরশ যাহারে, কি যে কর তারে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই!

৭

সানুকূলে তুমি যারে কর ভর,
তার সম সুখী জগত ভিতর
কে আছে ? তাহার নয়ন উপর
সবি শোভাকর, আনন্দময় !
শশী করে তারে সুধা বরিষণ,
শীতের সমীরো মলয় পবন ;
ফুলকুল করে মধু বিতরণ,
বিজন কানন সুখের হয়।

৮

আকাশের ছবি অতুল তুলনা,
ভূতল-কামিনী অমর-ললনা।
দুখের আগার ভবের ভাবনা
ক্ষণেকেরো তরে বহে না তার।
আপনারে আর ভাবে না মানব,
ভাবে—যেন বুঝি দেবেশ বাসব।
বসুধারে ভাবে অমর-বিভব ;
সুধার সাগরে দেয় সাঁতার !

৯

অতুল আমোদে মাতিয়া বেড়ায় ;
মন বিহগেরে কত কি পড়ায়,—
কি পড়ায় ?—সে যে তোমারি নাম !

বাসনা-লতিকা বেড়ে বেড়ে ওঠে,
গরম শোণিত শিরে শিরে ছোটে,
মানস-সরসে সুখ-পদ্ম ফোটে,
ধরণী যেন রে স্বরগ ধাম।

১০

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার।
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই।
কটাক্ষ নয়নে চাও যার পানে,
তুমি জানো তারে—সে তোমারে জানে।
পরশ যাহারে, কি যে কর তারে।
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই।

১১

কিন্তু যার পানে প্রতিকূলে চাও,
সর্ব্বনাশ কর—কত জ্বালা দাও।
ভূপতি হলেও ভূতলে লুটাও।
সামান্য নরের কথাই নাই।
সুধাকর তারে বরষে গরল,
মলয় সমীরো যেন রে অনল;
অনন্ত অমেয় দুখের ভূতল,
আশা-লতা পুড়ে হয় রে ছাই!

১২

যা কিছু জগতে,—তাহার নিকটে
কিছুই নয় রে। হৃদয়ের পটে
সুখ-ছবি আঁকা থাকে না আর।
দিবস যামিনী সবি একাকার,
দুপুরে প্রখর তপন প্রচার
তার কাছে যেন ঘোর অন্ধকার।
অসহ্য অসার জীবন ভার।

১৩

চিন্তার লহরী ভীম বেশ ধরি,
প্রহারে তাহারে দিবস সর্ব্বরী,
পাগল হইয়া ছুটিয়া যায়।
কি যে সে করিবে, ভাবিয়া না পায়,
জীবনে জীবন বিসর্জ্জিতে যায়।
সজোরে স্বকর প্রহারে মাথায়,
অবশ শরীর; শূন্যদৃষ্টে চায়,
অসম্বদ্ধ গীত কত কি গায়।

১৪

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই!
কটাক্ষ নয়নে চাও যার পানে,

তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে।
পরশ যাহারে, কি যে কব তারে।
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই।

১৫

ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটীরে,
ভূধর শেখরে, নীরধির নীরে,
বিজন বিপিনে, মেদুর পবনে,
রবির, বিধুর উজল কিরণে,
মরুভূ মাঝারে, কুসুম নিকরে,
জলের প্রপাতে, খনির ভিতরে,
অচল-গহ্বরে, তটিনীর তটে,
জলধরজালে, নীল নভ-পটে,
পাদপ, তুষারে, সাগর পুলিনে,
সর-সুশোভিত কুমুদ, নলিনে,
উজল জ্বলিত বিজলী-কোলে,
অশনি-নিনাদে, মুষল ধারায়,
মেঘ-গরজনে, অনল-শিখায়,
সমীর-দুলিত গাছের পাতায়,
বিকচ-কুসুম-ভূষণা-লতায়,
আরো কত আছে—কব তা কেমনে?
যা জানি—না জানি নিখিল ভুবনে,
সমভাবে তুমি সকল স্থলে।

১৬

সুকুমার শিশু মধুর ভাষেতে,
যুবতী, যুবার মধুর হাসেতে,
জনক, জননী হৃদয়-আগারে,
বান্ধবের খোলা মনের মাঝারে,
সংসার তেযাগী বিরাগীর মনে,
বিভু-পরায়ণ ঋষির সদনে,
পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ গোচরে,
মুকুতা, মাণিক, জহর, মোহরে
তোমারে, প্রণয়, দেখিতে পাই।
কি যে তুমি, আজো জেনেও জানি না.
অথচ তোমার বিরহে বাঁচি না।
নিরাকারে এত। সাকার হইলে,
না জানি কি হ'ত। ভাবি হে তাই।

১৭

সাবাস্, প্রণয, ক্ষমতা তোমার।
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই।
কটাক্ষ নয়নে চাও যার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে।
পরশ যাহারে, কি যে কব তারে।
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই।

স্বর্গীয় সুকবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত।*

১

রতন ভাণ্ডার লুঠি দস্যু পরিকর
সর্ব্বস্ব যদিও লয, কি দুঃখ তাহায ?
কিম্বা সেনাদলে লয়ে,
সমরসজ্জিত হয়ে,
অন্য ভূপ আর ভূপ রাজ্যে যদি যায,
করে সব ছারখার করিয়ে সমর,

২

তাহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায,
যে হৃদয়-ভেদী ক্লেশ পাইল রে আজ।
পোড়া কাল কালামুখ
ঘুচায়ে বঙ্গের সুখ,
কাড়ি নিল মহারত্ন কাঁদায়ে সমাজ।
আকুল বাঙ্গালীকুল করে হায হায।

৩

তস্কর মাণিক যথা হেরি রাজালয়ে,
পাপ-দণ্ড ভয ভুলি চুরি করি লয,
জীবন-তস্কর যম—
অবিচারী নিরমম—
অলক্ষ্যে হরিল মণি পশি বঙ্গালয,
প্রহারি শোকের বজ্র বাঙ্গালী হৃদয়ে।

---

* মৃত্যু সংঘটনের দিবসে লিখিত।

৪

আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন।
নিশাপতি বিনে, হায়, রজনী যেমন।
নিশায় জ্বলন্ত বাতি
নিবিলে না রহে ভাতি
যেমতি গৃহের মাঝে, হায় রে, তেমন
আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন!

৫

হে কবীশ! ত্যজি তব প্রিয় জন্মভূমি
বাঙ্গালারে, চির তরে কবিলে গমন
কি হেতু? কি দোষ পেলে?
বঙ্গবাসিগণে ফেলে
কোথা গেলে? আর কি হে পা'ব দরশন?
বিফল!—সে আশে কাঁটা দিয়েছে শমন!

৬

কবিতা-কাননে, কবি, করি গুঞ্জরণ,
শুনা'তে মধুর গান, সুখী হ'ত সবে।
তব কাব্য-রস-ধারা—
স্বর্গীয় সুধার পারা—
নব লহরীতে আর এ বঙ্গে কি ব'বে?
বিফল!—সে আশে ছাই দিয়েছে শমন!

৭

বত্নগর্ভা পুণ্যবতী ভারত জননী,
হায, আজি কুভাগ্যেব কুলিশঘন ফলে
তোমা হেন প্রিয় পুত্রে
হারাইয়ে কর্ম্ম-সূত্রে,
'হা মধু।' বলিয়ে ভাসে নয়নের জলে।
ফণিনী বিলাপে যেন হাবাইয়ে মণি।

৮

মধুমাসে মধুঘোষ মধুর স্বননে
মধু-ধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার,
হইয়ে বাঙ্গালি বঁধু,
হে মধু, কবিতা-মধু
ঢালিলে তেমনি তুমি বঙ্গের মাঝাব।
আব কি তা ক্ষণ তরে পশিবে শ্রবণে?

৯

আব কি তোমার মত, হে মধুসূদন।
বঙ্গ-কবি-কুল-বন্ধু এ বঙ্গ পাইবে?
আব কি বীণার নাদ
ঘুচাইবে অবসাদ?
আর কি লেখনী তব অজস্র গাহিবে?
বিফল!—সে আশে ছাই দিয়েছে শমন।

১০

বাঙ্গালীর আদরের কবিতা-কানন।
কোকিল তাহায় তুমি, কুহু কুহু রবে
আনন্দ কতই দিলে,
গৌড়জনে ভুলাইলে;
গন্ধর্ব্ব বাঁশরী যথা ভুলায় বাসবে।
পালালে কোকিল।—শূন্য কবিতা-কানন।

১১

রে কাল! অকালে তুই কি কাজ করিলি?
কি হেতু হরিলি কবি শ্রীমধুসূদনে?
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে।
নির্দ্দয়, কেমন কোরে,
মধুময় মধুমূর্ত্তি গ্রাসিলি বদনে?
মধুর মধুর দেহ কেমনে ধরিলি!

১২

শত শত বাঙ্গালীর নয়নের জল
নারিল দ্রবিতে তোর পাষাণ হৃদয়!
বিধাতা কি হেন দিয়ে
ও তোর কঠিন হিয়ে
গড়িল? ভ্রমেও নাহি দয়ার উদয়;
চিরকাল কাঁদাইতে জানিস কেবল।

১৩

যদিও কবিরে তুই হরিলি শমন!
তথাপি কবির কীর্ত্তি—যে কীর্ত্তির বলে
" শ্রীমধুসূদন কবি
বঙ্গ-কাব্য-নভোরবি!"—
নারিবি হরিতে তোর স্বণিত কৌশলে।
" কীর্ত্তিই জগতীতলে অক্ষয় জীবন।"

দৈববাণী।

১

এ কি রে!
একে ঘোর অমানিশি অন্ধকারময়,
নাহি দেখা যায় নিজে নিজের শরীর,
তাহে কালিমাখা মেঘ আকাশে উদয়;
বহিছে সবেগে পুন প্রবল সমীর।
উন্মত্ত হইয়া বায়ু মেঘখণ্ড গুলি
ছড়াইছে অবিশ্রামে; যাইছে মিশিয়া।
দেখি তা পবন পুন হুহুঙ্কার তুলি,
আনিছে অপর মেঘ বিকট হাসিয়া!
সর্ব্বনাশ!—কি বিপদ!—ভীষণ আঁধার!—
এ কি রে, পলকে হেরি বিষম ব্যাপার!

২

চমকি চমকি উঠে বিদ্যুতের রেখা ;
সাগর-সলিলে যেন বাড়ব-দহন,
অথবা নরক-হ্রদে অগ্নিময়ী লেখা
পাপীরে দেখাতে ভয়, দেয় দরশন।
গরজে গভীর ডাকে জলধরদল,
হুড় হুড়, গুড় গুড়!—চমকে হৃদয়।
অশনির শব্দ পুন কাঁপায় ভূতল,
সুগভীর সমস্বরে (হেন বোধ হয়)
উঠিছে গর্জ্জিয়া যেন সিংহ শত শত,
আকুল ভূতলবাসী ভয়ে থতমত।

৩

তড় তড় বৃষ্টিধারা, মুষল ধারায়,
অজস্র গতিতে ভূমে হয় বরিষণ,
ক্রমে ঝমাঝম শব্দ কাণে শোনা যায়,
ছিটায় সে বৃষ্টিধারা ক্ষিপ্ত সমীরণ!
উচ্চ তাল তরু-শিরে, অচল-চূড়ায়,
কড় কড় ঘোর রবে, বজ্রপাত হয়।
ঝটিকার পদাঘাতে উপাড়িয়া যায়
আমূল বিশাল দেহ বনস্পতিচয়।
এ কি রে, প্রলয় না কি! আজি ধরাতল
লীলা সম্বরিয়া বুঝি যায় রসাতল!

৪

ঝটিকার শন্‌শনি, মেঘের গর্জ্জন;
জীবনসংহারকারী কুলীশ-হুঙ্কার,
মুমূর্ষু সমান যত জীবের রোদন
পূরিল আকাশ-গর্ভ, ক্ষুব্ধ চারিধার।
এ হ'তে গভীরতর, এমন সময়,
উঠিল গর্জ্জন এক আকাশ উপরে,
ক্ষিপ্ত নিসর্গেরে দমি সে গর্জ্জন হয়,
বন্দুকেরে হারাইয়া ভয়ানক স্বরে
গরজে কামান যেন, সহসা তাহায়
শুনা গেল কটি কথা;—(হৃদি চমকায়!)

৫

"উঠ রে নির্জ্জীব *** জাতি, খোলো রে নয়ন।
আরো কি ঘুমায়ে র'বি আলস্য শয়নে?
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন?
এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি উন্মীলনে?
কতকাল গত হ'ল, তবুও এখন্
মিটিল না নিদ্রাসুখ? একি বিড়ম্বনা!
আরো কি অসাড় হয়ে, শবের মতন,
প'ড়ে র'বি? আজো কি রে হ'ল না চেতনা?
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা,
তবু কি অলস জাতি, হয় না চেতনা?

৬

"উষারে সমুখে করি, তপন যখন
পূর্ব্বভাগে রক্ত রাগে সমুদিত হয়;
সামান্য তির্য্যগযোনিপশুপাখিগণ,
তারাও সেকালে উঠে, ঘুমায়ে কি রয়?
কিন্তু, হায়, কত নিশি প্রভাত হইল;
কতবার সূর্য্যদেব উঠিল গগনে,
তথাপি তোদের নিদ্রা আজো না ভাঙ্গিল,
অলস হইয়া আছ আলস্য-শয়নে।
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমায়ো না আর,
উঠ রে অলস জাতি, উঠ রে এবার।

৭

"এ দুর্য্যোগ শান্ত হলে, কিঞ্চিৎ গউনে,
আবার উঠিবে রবি অযুত বিভায়।
সাবধান, দেখো, যেন দেখে না নয়নে
সে রবি তোদের ছবি শয়িত দশায়।
আজিকার প্রকৃতির এ ঘোর চীৎকারে
যদি না উঠিস্ তোরা, তা হ'লে কি আর
উঠিবি কখনো কারো আহ্বান-ফুৎকারে?
এ হেন শবের দশা করি পরিহার?
সে আশা বিফল—তাহা হবে না কখন;
আজি না উঠিলে, জাগা বৃথা আকিঞ্চন।

৮

"উন্মত্ত নিসর্গ সহ তোদের নিকটে,
(দেখ্ রে নির্জীব, তোরা দেখ্ রে চাহিয়া !)
যে গর্জ্জন করিতেছি, মহীধরো ফোটে ,
থর থর কাঁপে ধরা হেলিয়া দুলিয়া ।
তথাপি তোদের, হায়, নিদ্রা নাহি ছাড়ে ;
এতই বধির তোরা ? শ্রবণ-শকতি
নাহি কি রে অণুমাত্র ? আলস্য অসাড়ে
বিলুপ্ত কি হ'ল তাহা ? ধিক্ নীচমতি !
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমায়ো না আর,
উঠ রে অলস জাতি, উঠ রে এবার !"

৯

এত বলি সে গর্জ্জন আরো গরজিল ,
যেন বীর মেঘনাদ মেঘের আড়ালে,
বীরমদে বীরকণ্ঠে ঘোর হুঙ্কারিল
বধিতে রাঘব-সেনা খর শরজালে ।
পুনশ্চ এ কথাগুলি সে গর্জ্জন কয় ,—
" হায় রে অলস জাতি, এখনো কি সুখে
কুম্ভকর্ণ সম সবে ঘুমাইয়া [illegible]
পাদুকা সমেত কত পদাঘাত বুকে
করিছে তোদের শত্রু ; নীচাশ কুঞ্জর
পদ্মকুলে দলি যেন ভাঙ্গিছে পঞ্জর !

১০

" তবু কি চেতনা নাই। বুঝেছি এবার,
অসার—অসার তোরা স্পর্শবোধ নাই।
তা যদি থাকিত, তবে পাদুকা-প্রহার
সহেও থাকিস্ আজো? ভাবি আমি তাই।
অরির পাদুকা কি বে মিষ্ট লাগিয়াছে?
স্বদেশে স্বাধীন থাকা তিক্ত বোধ হয?
গরলে অমৃত বোধ এবে হইয়াছে!
অমৃতে গরল জ্ঞান মানসে উদয়!
এ রুচি কিরূপে হ'ল? তারাই কি তোরা,
স্বাধীনতা একদিকে—একদিকে ছোরা?

১১

" তাবা হ'লে আজো কেন শত্রু-পদতলে
মর্দ্দিত হইছ, ভীরু, কর্দ্দমের মত?
পাষাণ-দশন যাঁতা আজো কি রে দলে
তোদিগে গোধূম সম পিশিষা সতত?
সে জাতি নহিস্ তোবা—সে শোণিত নাই;
মেষের সমান তোরা কেশরি-ঔরসে।
তোদেব মতন ভীরু নাহি কোনো ঠাঁই;
ভূমিলতা তোরা, ভীরু, সুধার সরসে!
তীক্ষ্ণ-বিষ-অজগর সুখের বিবরে
বিষহীন ঢোঁড়া সাপ এবে রে বিচরে!

১২

"উঠ ভীরু, সাহসেরে করিয়া সহায়,
জাতীয় বিদ্বেষ ছাড়ি, একতা বন্ধন
করিতে যতন কর, দিন বয়ে যায় ;
সময় ফুরালে কার্য্য হয় কি সাধন ?
বিজাতীয় সভ্যতার অনুকৃতি হেতু,
কেন রে তৎপর এত ? জাতীয় গৌরব
ভুলি কেন বাঁধ কৃতদাসত্বের সেতু
জীবন সাগরে ; তাতে করিলি রৌরব !
উঠ ভীরু, সাহসেরে সহায় করিয়া,
পূর্ব্বপিতামহগণে বারেক স্মরিয়া ।"

১৩

"একতা না হ'লে কিছু হবে না সাধন ।"
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া ।
'একতাই জগতের উন্নতি কারণ ।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া ।
'একত্র অমিত বারি, দুর্ব্বারের বল ।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া ।
'একতাই [illegible] ।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া ।
'একতা [illegible]
উঠ রে [illegible]

১৪

"বারুদের পরাক্রম, জান তো সকলে,
গুঁড়ায় ভূধর-দেহ, দেয় উড়াইয়া
দুর্গম কঠিন দুর্গ অনিবার্য্য বলে,
নিবিড় কানন ভস্ম করে পুড়াইয়া ।
কি সে তা ? একথা যদি সুধাও কাহারে,
'একতা' উত্তর তার তখনি পাইবে।
সূক্ষ্ম তৃণ একতায় বাঁধিবারে পারে
মদমত্ত গজবরে ; কে না তা কহিবে ?
অন্য কথা দূরে থাক্ ; আজের ঘটন,
চেয়ে দেখ, একতাই ইহার কারণ ।

১৫

"[illegible] মিলিলে পরে সলিল আগুনে
[illegible] করে রে চালন ।
ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি একতার গুণে,
[illegible] দুরূহ কার্য্য করে সম্পাদন !
[illegible] তোরা মানব সমাজে
তবে কেন হেন হ'লি ? কি লজ্জার কথা !
ভীরুতা-কালিমা মাখা বদন কি সাজে
দেখাইস্ তেয়াগিয়া স্বকীয় একতা ?
একতা-মন্ত্রপূত যাহার জীবন,
[illegible] তার, জীবনে মরণ !

১৬

"উঠ রে, উঠ রে, উঠ, কর গাত্রোত্থান,
একতা, সাহস সহ কর আলিঙ্গন !
এখনি দেখিবি পুন বিজয়-নিশান
উড়িবে তোদের ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ।
দেশের দুর্দ্দশা দেখি হও রে কাতর,
এখনি সাহস আসি হইবে সহায়।
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর ?
স্বজাতির দশা দেখ, পাবে একতায়।
পিতৃপিতামহগণে কর রে স্মরণ,
জড়তা ঘুচিবে—পাবে নূতন জীবন।

১৭

"কই রে, এখনো আঁখি কেহ যে খোলে না!
এরা কি জীবিত নাই ?—মরেছে সকলে ?
এ হেন গর্জ্জনে কেউ মস্তক তোলে না,
কি লজ্জা! এখনো এরা শয়িত কি ব'লে ?
মরে নাই—বেঁচে আছে—তবে কি কারণ
উঠে না—মিলে না আঁখি ?—বুঝেছি এবার ;—
আলস্ত-আগারে এরা নাশয় জীবন !
শত্রু-পদাঘাতে সুখী অন্তর সবার।
কাজ নাই—বৃথা বলা—অরণ্যে রোদন !
দেববাক্যে শ্রদ্ধা নাই—নিষ্ফল যতন।"

১৮

নিরুত্তর দৈববাণী ; বাড়িল বাতাস ;
বৃষ্টিধারা আরো জোরে পড়িতে লাগিল ;
অলক্ষ্যেতে সে দেবতা হইয়া হতাশ,
ফেলিল নিশ্বাস যেন, বিষাদে কাঁদিল
নির্জ্জীব জাতির তরে ! চমকে তড়িত ;
ক্রোধে দুঃখে যেন তাঁর নয়ন জ্বলিল !
চড়াৎ করিয়া বজ্র হইল পতিত ;
দৈববক্তা দেব যেন অভিশাপ দিল ,—
"যতকাল ইহাদের না হবে সাহস—
না হবে একতা—এরা রবে পরবশ !"

১৯

থামিল প্রচণ্ড ঝড় ; স্থির চারি ধার ;
চলিল জলদবৃন্দ থমকে থমকে ;
লহরী পশ্চাতে যেন লহরীর সার ;
কচিৎ হসিত মুখে বিজলী চমকে !
নির্ম্মল আকাশতল, কিন্তু তমোময় ;
মার্জ্জিত তারকাগুলি অম্বরেতে ভাসে ;
দিগম্বরী কালী যেন হইয়া উদয়,
আনন্দে আসব পানে খল খল হাসে।
এই যে ক্ষণেক আগে কি ছিল প্রকৃতি ;
আবার ক্ষণেক পরে নূতন আকৃতি !

২০

সহসা এমন কালে সুদূর অম্বরে
ঘোর রবে দেবশৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল;
নিমেষ না যেতে যেতে, সমীরণ ভরে
সে শৃঙ্গ-নিনাদ বেগে চৌদিকে ছুটিল।
"আজিকার এ দুর্যোগ—জেনো রে নিশ্চয়—
আমার পরম বন্ধু 'সাহস'-মূরতি!
দৈববাণী যে কহিল—জেনো রে নিশ্চয়—
আমি সে 'একতা' নাম, খ্যাত ত্রিজগতি!"
সে শৃঙ্গ-নিনাদ সহ একটি বচন
শুনা গেল, ক্ষণ পরে নীরব গগন।

অগস্ত্য-গণ্ডূষ।

১

পৌরাণিক অতি অপূর্ব্ব কাহিনী;—
অগস্ত্য তাপস ঋষিকুলমণি,
গর্ব্বী সাগরের যত জলরাশি
করিলেন পান অঞ্জলি প্রকাশি।

২

ডাগর সাগর গেল শুখাইয়া;
যাদোগণ যত মরে আছাড়িয়া;

হ'ল এক দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর,—
জল, জলজন্তু বিহীন সাগর!
ধরার মুরতি হইল নূতন,
সবি ভূমিময়, বিহীন জীবন!

৩

সুধাই তোমারে, ওগো ঋষিবর,
কবেছিলে যদি গণ্ডূষ সাগব;
কেন তারে পুন করিলে বাহিব?
পাবনি রাখিতে উদরে সে নীর?
সাগরে যদি গো রাখিতে উদরে,
কত সুখ, আহা, ভারত ভিতরে
হইত। উজ্জল স্বাধীনতা-রবি
আজো বিবাজিত প্রকাশিয়া ছবি!

৪

কিন্তু, কই, তা তো হ'ল না হ'ল না!
অনাথিনী, হায়, ভারত ললনা!
ভারতের সুখে বিধির ছলনা,
নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না?
নহিলে কি হেতু সাগর-সলিলে
পান করি তুমি পুন উগারিলে?
যদি না বাহির করিতে সাগরে,
তা হ'লে তোমার ভারত ভিতরে

বিদেশীর পদ-পরশ-কলঙ্ক
হ'ত না হ'ত না; ভারতের অঙ্গ
ম্লেচ্ছ-কীট-দাঁতে দংশিত না হ'ত;
বহিত না এই অধীনতা-স্রোত!

৫

ভারতের অরি ভাসাইয়া পোত, *
আসিত না স্রোত করি প্রতিহত!
বিশাল জাহাজ কি কাজে লাগিত?
জলরাশি বই কভু কি ভাসিত?
সাগর-লহরী করি বিদারিত
ভারতে জাহাজ কভু কি আসিত?

৬

স্বাধীনতা অরি-পদ-বিদলিত
হইয়া কি তবে হইত স্খলিত?
রবি-চিহ্ন-আর্য্য-পতাকা পতিত
হ'ত কি? হ'ত কি মস্তক নমিত
ভারত বাসীর? হ'ত কি পীড়িত

---

* পূর্ব্বকালে ফিনিসীয়, গ্রীক, ইবণর প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকেরা পোতারোহণে সমুদ্র পথ দিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে। তাহারা ইহার অতুল ঐশ্বর্য্যাদি দর্শন করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রকাশ করে। তজ্জন্যই আলেক্‌জেণ্ডার (সেকেন্দর সা) প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় হইতেই ইহার স্বাধীনতা উন্মূলিত হইবার সূত্রপাত হয়।

ভারত-হৃদয় ? হ'ত কি তাড়িত

উচ্চতম যশ ?—সকলি থাকিত,—

সাগরে জাহাজ যদি না ভাসিত !

৭

যদি না সাগরে ভাসিত জাহাজ,

স্বাধীনতা আজো করিত বিরাজ ;

পরাধীন হয়ে হিন্দুর সমাজ

খুলে কি ফেলিত মস্তকের তাজ ?

যদি না সাগরে পুন উপারিতে,

ঋষিবর, আজো তা হলে দেখিতে ;—

তোমার সময়ে ভারত যেমন

আছিল, এখনো রয়েছে তেমন।

কিন্তু, কই, তাতো হ'ল না হ'ল না ;

অনাথিনী, হায়, ভারত ললনা।

ভারতের দুখে বিধির ছলনা,

নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না ?

৮

হবে কি সে দিন আবার ভারতে ?

হায় রে, ভারত অভাগী জগতে !

যদি না সে দিন হইল আবার,

ভারতের বাঁচা বিফল, অসার !

পর পদাঘাতে পীড়িত হইয়া

কাহার বাসনা থাকিতে বাঁচিয়া ?
এইহেতু, ঋষি, মিনতি তোমায়,
ভারতের কোনো কর সদুপায় ।—
সেবারে গণ্ডূষে সাগর সলিলে
অনাসে নিমেষে পান ক'রেছিলে ;
জলনিধি জল এবারে আবার
করিবে কি পান ?—কাজ নাই আর !
এবার সাগর নিশ্বাসে বহাও
ভারত উপরে ; তাহাতে ডুবাও
অধীনী ভারতে ; যাতনা ঘুচিবে ;
'অধীনতা-পাপ' ঘুচিবে ঘুচিবে !

৯

হবে কি সে দিন আবার ভারতে ?
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে !

বঙ্গ-বিধবা।

১

নিশি অবসান কালে, যখন গগন-ভালে
প্রভাশূন্য চন্দ্রমার নিরখি বদন ;
বঙ্গ বিধবারে মনে পড়ে রে তখন !
শীতের সমস্ত জলে বিকচ কমলদলে
মলিন দশায়, হায়, দেখি রে যখন ;

বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন !
ধুতুবায নিরখিয়ে, আঁখি ছুটি নিমীলিয়ে,
তুলনা তাহার আমি খুঁজি রে যখন ;
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে বে তখন !

২

পূর্ণকলা শশধবে রাহু যবে গ্রাস করে,
সে কালের ছবি বঙ্গ-বিধবা রমণী !
অথবা সে শশী রাকা হইলে জলদে ঢাকা
যেমতি মলিন, বঙ্গ-বিধবা তেমনি !
নিদাঘে লতিকাগুলি কুসুম-ভূষণ খুলি,
রবি করে শুখাইয়ে লুটায় ধরণী,
বঙ্গেব বিধবা নারী, সেই মত সারি সারি,
ভূষণ বিহীনা, মরি, মলিন বরণী !

৩

খনিতে মণিব মত, বঙ্গের বিধবা যত
আকর মৃত্তিকা মাখা, নিষ্প্রভ বদন !
আবদ্ধ ঝিনুকে ঢাকা, জলজ শৈবাল মাখা,
বঙ্গের বিধবা নারী, মুকুতা মতন !
একটি কুসুম'পরে, বসে যদি থরে থরে
দশটি ভ্রমর, তারে দেখায় যেমন ;
কিম্বা কুহেলিকা মাজে, গোলাপ যেমতি সাজে,
আঁধারে ঢাকিয়া রায় সুচারু বরণ ;
বৈধব্য-পীড়নে বঙ্গ-বিধবা তেমন !

৪

ভাঙ্গা নোওা, শঙ্খ ভাঙ্গা, মাটীতে সিন্দূর বাঙ্গা
পড়ি আছে শ্মশানেতে, হেরিলে নয়নে,
বঙ্গ-বিধবার দশা জাগি উঠে মনে!
কত কথা জাগি উঠে, চিন্তার লহরী ছুটে,
কি যে ভাবি—কি যে দেখি—বলিব কেমনে,
বঙ্গ-বিধবার দুঃখ কে শোনে শ্রবণে?
যাহারে শুনা'তে যাব, তারি কাছে গালি খাব,
কাজ নাই, বলিব না নিরদয় জনে;
নিবেদি কেবল সেই বিধির চরণে।

৫

হায় রে, যে ক্রূরজাতি, কাঁদাইতে দিবা রাতি,
করিল এ ক্রূর বিধি হইয়ে নিদয়;
তারা যেন জন্মান্তরে, নারী হয়ে বঙ্গ-ঘরে,
অচিরে বিধবা হয়ে চিরকাল রয়।
তা হ'লে জানিবে বেস, যন্ত্রণার একশেষ,
বঙ্গের বিধবা নারী কত জ্বালা সয়।

অভিশাপ।

১

ত্রিপুর অসুরে বধিবার তরে,
আরক্ত নয়নে শূল ধরি করে,

চলিলা শঙ্কর ভীম রোষভরে,
  কাঁপিল কৈলাস অধীর হয়ে।
একে শিব-ভালে জ্বলিছে অনল,
ক্রোধানলে মিশে হইল প্রবল ;
দহিল চৌদিক ; হুতাশ-অচল *
  যেমতি দহে রে নগবচয়ে।

২

বদ্ধ জটাজূট সহসা খুলিল ;
জটা-নিবাসিনী গঙ্গা উছলিল ;
ধৃত বাঘাম্বর সরিয়া পড়িল ;
  কাণের ধুতুরা পড়িল খুলি ;
চক্রসঙ্কোচিত ভুজঙ্গের মালা
দুলিতে লাগিল পেয়ে অঙ্গ-দোলা ;
সুপ্ত ফণিগণ তোলে ফণাগুলা,
  ফোটে যেন পদ্ম-মুকুলগুলি।

* * * * * *

৩

দেব দেব হর রুদ্র অবতার ;
ত্রিপুর অসুরে করিতে সংহার,
তুলিলা ত্রিশূল, ভীষণ আকার,
  কাঁপিয়া উঠিল ভুবনত্রয়।

ত্রিপুব অসুব হেরি ভূতনাথে,
জীবন বাঁচা'তে গদা নিল হাতে,
যেন গিবি-চূড়া, কোটি ঘণ্টা তাতে
বাজিল, গভীব শবদ হয।

৪

উভয়ে বাধিল তুমুল সমব,
অমব নগবে চকিত অমব।
কাঁপিল পবন, কাঁপিল তপন,
কাঁপে চবাচর পাইয়া ভয়।
ত্রিশূলে ত্রিশূলী ঘোর হুহুঙ্কারে,
অমরারি দৈত্যে যান বধিবারে,
অসুবো আবাব প্রাণ বাঁচাবাবে,
ঘুবাইযা গদা দাঁড়ায়ে বয়।

৫

শিব-শূল-ফলা, ভীষণ আকাব,
অসুর গদারে বিঁধে বারম্বার;
ভূধর-শেখবে অশনি-প্রহার
হ'তেছে যেন রে ভীষণ রবে!
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূত প্রেত দানা;
হুহুঙ্কার ছাড়ে যত দৈত্য-সেনা;
মিশিল দুদলে, নাহি যায় চেনা;
দূর বনে তরু কে চেনে কবে?

৬

এমন সময়ে শিবের ত্রিশূল
বিঁধিয়া অসুরে করিল আকুল।
রুষি দৈত্যপতি আরো মহাবলে
ঘুরাইল গদা—গভীর ডাক।
কতগুলো ভূত, শিব-সেনাদলে,
দৈত্যে হেরি ভয়ে পিছাইয়া চলে ;
দেখি তা মহেশ ক্রোধ-নেত্রে বলে ,—
"ওরে ভীরু, তোরা থাক্‌রে থাক্।

৭

"মোর সেনা হয়ে, আমারি সমুখে,
পালাইস্ তোরা ভয় পেয়ে বুকে ?
ছি ছি, কি সরম , কি বলিবে লোকে।
কি বলিবে এই ত্রিপুরাসুর।
এত ভীরু তোরা—এত কাপুরুষ ?
রণে ভঙ্গ দিয়া বাড়ালি পৌরুষ ?
হাসিবে ভূলোক, হাসিবে ত্রিদশ ,
সমুখ হইতে হয়ে যা দূর।

৮

"যে কর্ম্ম করিলি, প্রতিফল তার
অচিরে পাইবি ; ক্ষমা নাই আর ;
শিব-অভিশাপ লঙ্ঘে সাধ্য কার ?

বঙ্গেতে তোদের জনম হবে,
বাঙ্গালী হইবি—হীন বল হ'বি—
নত হয়ে শত্রু-পদাঘাত স'বি—
অধীনতা-ভার শিরোপরে র'বি—
* * *
ভীরু, কাপুরুষ, সকলে কবে।

ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।

১

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যারে তারে কবে ;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।

২

যদি বল, কেন বল হে এমন ?
কেন বলি ?—তার আছে যে কারণ,
কোন্ জাতি বল, এদের মতন
অলসতা-পাঁকে ডুবিয়া রয় ?
কোন্ জাতি, ছাড়ি বাণিজ্য ব্যবসা,
ঘৃণিত দাসত্বে করে রে ভরসা,
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা,
শির পাতি পর-পাদুকা বয় ?

৩

শত্রু দেয় গালি, লয় কর পাতি,
শত্রু মারে লাথি,—পেতে দেয় ছাতি,
পর-পদ সেবা করি দিবা রাতি
কোন্ জাতি করে জীবন ক্ষয় ?
কোন্ জাতি, বল, বাঙ্গালীর মত,
ভালবাসে হ'তে পর-পদানত,
কলুষিত করি জীবনের ব্রত,
পাশব জীবনে সুখিত হয় ?

৪

বনের বরাহ সেও সুখে থাকে,
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে,
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে
হইতে দেয় না জীবন প্রভু।
নব জিলণ্ডের অসভ্য জাতিরা,
(অসভ্য কে বলে ?—সুসভ্য তাহারা)
তাঁদের জীবনে স্বাধীনতা-হীরা,
পর-পদ পূজা করে না কভু।

৫

কিন্তু হায় হায়, কি লজ্জার কথা !
বাঙ্গালীরি শুধু দেহের ক্ষীণতা,
বাঙ্গালীরি শুধু মনের হীনতা,

বাঙ্গালী-জীবন কলঙ্কময়।
বাঙ্গালী জাতিই বিহীন ভরসা,
তাই ইহাদের এত দুবদশা,
এদেব মতন কুকাজে লালসা
কাদেব? এহেতু বলিতে হয়,—

৬

ববিব কিবণে, চাঁদেব কিবণে,
আঁধাবে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ ববে, যাবে তারে কবে,—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

৭

একতা এদেব অণুমাত্র নাই;
তা যদি থাকিত, তা হলে সদাই
এ জাতিবে কেন দেখিবারে পাই
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত?
একতা নহিলে কিছুই হয না,
একতা নহিলে শকতি বয় না,
একতা হইলে হৃদয় সয না
শত্রু-পদাঘাত হইয়া নত!

৮

একটা যবন যদি রেগে উঠে,
শতটা বাঙ্গালী প্রাণ ভয়ে ছোটে;

ঘুসির প্রহারে ভূমিতলে লোটে,
'দেবে জল' বলি কাতর হয়।
জনেক বাঙ্গালী যদি মার খায়।
শতেক বাঙ্গালী দেখি হাসে তায়,
শত্রু-গালিগুলো লাগে সুধাপ্রায়,
চোকে কাণে মনে অনা'সে সয়।

৯

এরাই আবার বড় হ'তে চায়।
জোনাকি যেন রে বিধু ছুঁতে ধায়।
এরাই আবার গলা ছেড়ে গায়,—
উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব'লে।
এরাই আবার লেখনী চালায়।
এরাই আবার দুন্দুবি ফলায়।
এরাই আবার সুসভ্য বলায়।
গরবে ভূতল কাঁপায়ে চলে।

১০

সাধে কি বলি
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যারে তারে কবে;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

১১

গিয়া দেখ দেখি অর্ণবের কূলে,
কত জলযানে শ্বেত পাল তুলে,
সাহসিক চিতে ভয় ডব ভুলে,
বিদেশীবা চলে ব্যবসা তরে।
অন্য দূবে যাক্, ভাবত-গবিমা
বোম্বায়েব দেখ বাণিজ্য মহিমা,
বাঙ্গালীবা তার ঘেঁসে না ত্রিসীমা,
অথচ উন্নতি-গবব কবে!

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালীব আছে,
অবিদ্যা এবে তা বাণিজ্যেব কাছে,
অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তার পাছে,
বাঙ্গালা বোম্বাই প্রমাণ তাব।
তবুও বাঙ্গালী—অসার বাঙ্গালী!—
(সাধে নিন্দা করি?—সাধে দেই গালি?)
বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি
বৃথায় বহিয়া আলস্য-ভার!

১৩

চেয়ে দেখ দেখি ইংলণ্ডের পানে,
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে;
জয়ধ্বনি উঠে গগন-বিতানে,

ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে;
ইংলণ্ড-শাসন দূরপ্রসারিত,
ক্ষণ তরে রবি হয় না স্তিমিত,
যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত,
বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে।

১৪

কি ছিল ইংরাজ, জান তো সকলে,
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে,
অসভ্যের শেষ আছিল ভূতলে,
কাঁচা মাস খেতো, পূজিত ভূত;
সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে,
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে,
সাহসেতে যেন শমন-দূত।

১৫

বাণিজ্যের বলে, কে না জানে বল?
করেছে ভারতে নিজ পদতল।
বাণিজ্যের বলে বাঙ্গালী সকল
'নেটিব নিগার' ওদের কাছে।
বাণিজ্য-প্রসাদে, দেখ না চাহিয়া,
'রুল বিটনীয়া' গগন ছাইয়া,
ছাড়িছে হুকার ঘোর গরজিয়া;
কি আর ক্ষমতা এ হ'তে আছে?

১৬

অনুকৃতি প্রিয় বাঙ্গালী না কি ?
'না কি' কেন ?—তার কি আছে বাকী?
পিতৃপিতামহে দিয়াছে ফাঁকি !
বিলাতী ব্যভারে উঠেছে মাতি।
বিলাতী আসন, বিলাতী বাসন,
বিলাতী অশন, বিলাতী বসন,
সকলি বিলাতী, বাঙ্গালী এখন,—
খেতে ভালবাসে বিলাতী লাথি !!

১৭

অনুকরণেতে এত যদি আশ,
অনুকরণেতে কাটে বার মাস ;
অনুকরণেতে রক্ত হাড় মাস
বাঙ্গালী জাতির গিয়াছে মিশে।
তবে কেন আজো আছে ঘুমাইয়া ?
আলস্য-শয়ন এখনি ত্যজিয়া,
ইংরাজ জাতির নিকটে যাইয়া,
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে ?

১৮

হেন অনুকৃতি—অনুকৃতি-সার—
ত্যজিয়া বাঙ্গালী, অনুকৃতি ছার
ভালবাসে ! ছি ছি, এ কি রে বিচার !

বাঙ্গালীর এ কি বিচিত্র মতি।
বিদ্যা শিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে?
আজীবন বুঝি পূজিতে অপরে,
নিশি জাগি মজ্জা আলোড়ন করে
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি ;

২০

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যাবে তারে করে,—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

২১

বাঙ্গালী ভায়ারা। করি নিবেদন,
যোড়করে বন্দি ও রাঙ্গা চরণ!
যা কিছু বলিনু—ভালরি কারণ,
ভাবি দেখ মনে, করো না রাগ।
রাগ তো কর না দাসত্ব করিতে,
রাগ তো কর না নিগার হইতে,
পাদুকা বহিতে, অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ!

২২

এ সব করিতে রাগ যদি নাই!
আমার কথায় রেগো না—দোহাই!

বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা হ'লে।
যদি ভাল চাও—বাণিজ্যেতে যাও,
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,
বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,
দেশী জলযানে পতাকা উড়াও,
নির্জ্জীব হৃদয়ে সাহস জড়াও,
মন বিহগেরে একতা পড়াও,
তা হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,
গণনীয় হবে ধরণীতলে।

২৩

নতুবা—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যারে তারে কবে,—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।

প্রিয়তমা হাসিল!

১

সঙ্গে লয়ে প্রেয়সীরে বসিনু সরসি-তীরে,
নোওয়ায়ে বদন প্রিয়া সর-নীর দেখিল;
সুবিমল জলপরি, মনোহর রূপ ধরি

প্রেয়সীর আঁখি-ছায়া ছুলি ছুলি ভাসিল।
হেরি সে ছায়ার কান্তি, হইল আমার ভ্রান্তি,
ভাবিলাম, ইন্দীবর ছুটি বুঝি ফুটিল,
প্রেয়সীরে দিব তুলি, প্রেয়সী যাইবে ভুলি,
অন্তরে এ আশা-বীচি নাচি নাচি উঠিল!
করি তায় দৃষ্টিপাত, সলিলে বাড়ানু হাত,
কোথায় সে ইন্দীবর!—জলে হাত ডুবিল!
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল!

২

যেমন হাসিল প্রিয়া, অমনি বাহার দিয়া,
সুশুভ্র দশন-ছায়া পুন জলে ভাসিল;
নব কুন্দ ফুলগুলি ভাসি যায় ছুলি ছুলি,
ভ্রমজাত চিন্তা হেন পুন মনে আসিল।
সাবধানে ধীরে ধীরে, আবার সরসি-নীরে
বাড়াইনু কর—পুন জলে হাত ডুবিল।
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল।

ছুইখানি চিত্রপট।

১

কে যে সেই চিত্রকর, জান কি তাহায়?
এ দুখানি চিত্রপটে, যাহার ক্ষমতা রটে,
জান কি সে পটু প'টো নিবসে কোথায়?

এই দেখ, দুই খানি (মনে হেন অনুমানি)
ছবি সম ছবি আর নাহি রে ধরায়।
বাহবা সে চিত্রকরে, যাহার বিচিত্র করে
প্রস্তুত এ চিত্র দুটি ;—সাবাস্ তাহায়!

২

প্রথম আলেখ্যখানি দেখি কান্না পায়।
একটি রমণী বসি, প্রভাতের পূর্ণশশী
যেন রে প'ড়েছে খসি মলিন বিভায়।
রুখু রুখু কেশগুলি পড়েছে নিতম্বে ঝুলি,
চুম্বিয়া ধরণী-ধূলি চরণে লুটায়!
অবিরল অশ্রুবারি ঝরিতেছে সারি সারি,
হৃদয় প্লাবিত করি, গড়াইয়া যায়।
বদনে বিষাদ মাখা, বাকা বিধু যেন ঢাকা
বরষার গাঢ়তর জলদের গায়,
অথবা কে যেন ভুলি, রাশি রাশি মসী গুলি,
প্রফুল্ল কমল তুলি, ডুবায়েছে তায়!
মলিন বসন পরা, করেতে কপোল ধরা,
যেন রে জীয়ন্তে মরা,—এমনি দেখায়!
বসি অর্দ্ধহেলাভাবে, কত কি যেন রে ভাবে,
জানিয়াছি অনুভাবে নিরখি উহায়!
শরীরে নাহিকো ভূষা, নিশি শেষে যেন ঊষা,
নক্ষত্রভূষণখসা আসিয়া দাঁড়ায়!

অথবা কুসুমগুলি লতিকা হইতে তুলি
লইলে লতাবে, হায়, যেমতি দেখায়।
রমণীর তিন ধারে, সফেণ তরঙ্গহারে
চিত্রিত জলধি-জল উথলিয়া যায়,
রমণীর দুখে যেন (মনে অনুমানি হেন)
আকুল লহরীগুলি সলিলে গড়ায়।
ঐ দেখ আর পাশে, চূড়া তুলি নীলাকাশে
দাঁড়ায়ে ভূধর এক, মেঘ সম কায়,
পড়িছে তুষার ঝরি, কামিনীর দুখ স্মরি,
কাঁদিয়া অচল যেন লোচন ভাসায়।
কে রে সেই চিত্রকর, যাহার বিচিত্র কর
এ বিষাদময়ী ছবি আঁকিয়া কাঁদায়?
কি রকম রঙ দিয়ে, কি রকম তুলী নিয়ে,
এ রকম নারী আঁকি বিষাদে ডুবায়?

৩

দ্বিতীয় আলেখ্যখানি দেখিতে নূতন।—
এখানিতে অন্তরে, সুসজ্জিত কলেবর,
হাসিছে হরষে এক রমণী-রতন।
আগেকার আলেখ্যেতে, দেখিলাম নয়নেতে,
বিরস-বদন বালা করিছে রোদন;
এখানিতে বিপরীত, চিত্রকর হয়ে প্রীত,
দিয়াছে বদনে এর হাসি সুশোভন।

এঁকেছে যতন ক'রে, রঙের তুলিকা ধ'রে,
বঙ্গিল করেছে এবে মনের মতন,
উজ্জ্বল হীরার পারা রজনীর শুক তারা
দিয়া যেন গঠিয়াছে যুগল নয়ন।
নিটোল কপোল দুটি, কাশ্মীরী গোলাপ ফুটি
আছে যেন ভুলাবারে অলিকুল-মন;
সঙ্কোচিত কেশগুলি মৃদুল মৃদুল দুলি,
কপালে কপোলে খেলে, সোণার বরণ!
ফুলের মুকুট শিরে, কলিগুলি ধীরে ধীরে
টলে যেন, পাশে অলি করে গুঞ্জরণ;
করেতে গোলাপ ফুল, কাণে মুকুতার দুল,
গলে গজমতি-হার অমূল্য রতন।
গররেতে দাঁড়াইয়ে, নিজ রূপ নিরখিয়ে,
আপনা আপনি যেন সুখে নিমগন।
বিরলে সে চিত্রকর হইয়ে যতনপর,
এঁকেছে এ নারী-চিত্র—বিচিত্র—নূতন!
এ নারীর চারিপাশে, সাগরে বরফ ভাসে,
যেন রে জলধি হাসে, সুশুভ্র দশন!
চিত্রকর তুলী ধ'রে, এঁকেছে যতন ক'রে
ক্ষুদ্র দ্বীপ, তদুপরে এ নারী-রতন!
"আর আর অলঙ্কার দিয়াছে আলেখ্যকার
এ নারীর কলেবরে; তেমন ভূষণ

খুঁজিলে পৃথিবীময়, কোথাও পাবার নয়,
এখন সে ভূষা এর শরীরশোভন।
আগের যে নারী ছবি, তারি এ ভূষণ সবি,
খুলি চিত্রকর এবে করেছে অর্পণ।”
এ কথা কে যেন মোরে, অতীব কাতর স্বরে
বলিতেছে কাণে কাণে; নহে রে স্বপন।
এ নারী দেখিতে বেশ, নূতন ভূষণ বেশ—
নূতন গৌরবমাখা—নূতন যৌবন,
সকলি নূতন পেয়ে, নূতন চাহনি চেয়ে,
নূতন অমৃত সরে যেন রে মগন।

৪

কিন্তু বড় দুঃখ হয়, প’টো কি রে নিরদয়,
একটি ছবির খুলে অঙ্গ-আভরণ,
অন্যটিরে সযতনে, বিজনে অনন্যমনে,
নূতন নূতন করি সাজায় এমন?
প্রথম আলেখ্যটিরে হেরি ভাসি অশ্রুনীরে,
চিতেরে বিষাদ আসি করে আক্রমণ;
দ্বিতীয় রমণী মূর্ত্তি হেরি কিছু হয় স্ফূর্ত্তি,
কিন্তু অবধিকারীর গণ্ডূষ-জীবন!
প্রথম আলেখ্য থেকে, ভাল ভূষা দেখে দেখে,
একে একে চিত্রকর করিয়া মোচন,
যদিও দিয়েছে এরে, তবুও বলিবে কে রে

প্রথম ছবির চেয়ে এ ছবি শোভন ?
রবির কিরণ লয়ে, চন্দ্রমা উজ্জ্বল হয়ে,
রবিরে হারাতে কই, পারে কি কখন্ ?
যে প'টোর এই ছবি, তাঁহারি চন্দ্রমা রবি,
তিনিই জানেন এর নিগূঢ় কারণ।
তাঁহারি সে কর হ'তে ভাসিছে কালের স্রোতে
এ দুখানি চিত্রপট ! জানিনু এখন ,—
ভারত প্রথম পটে, ইংলণ্ড দ্বিতীয়ে বটে,
কাঁদে এক হাসে আর প'টোর ঘটন।
আরো কি হইবে পরে, কে জানে কারণ ?

বৃটিশ কীর্ত্তি।

১

বৃটন ! তোমার মনের বাসনা
ক্রমে পূরাইছ, বাকি কি বলনা ?
ভারতজননী স্বাধীনা ললনা
তোমার শাসনে শাসিত ক্রমে।
ফিকিরে চতুর তোমার মতন
কে আছে জগতে ? দেখি না তেমন ;
ফাঁকি দিয়ে শুধু স্বকীয় শাসন
স্থাপিত করিলে ভারত ভূমে।

২

পলাশীর কথা সকলেরি মনে
আঁকা আছে, নাহি যাবে কোনক্রমে,
সম্বন্ধ যদিন শরীর জীবনে,
পলাশীর কথা জাগিয়া রবে।
অযোধ্যাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
পঞ্জাবাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
আরো কত কথা—কেহ ভুলিবে না,
চিরকাল মনে জাগিয়া রবে।

৩

এবার আবার বরদাভিনয়
জগতবাসীর নয়নে উদয়,
ইংরাজের ইহা কীর্ত্তি সুনিশ্চয়,
যশের পতাকা উড়িল পুন!
জয় জয় জয়, বৃটনের জয়,
ন্যায়পরতার সূক্ষ্ম পরিচয়,
বিচিত্র বিচার, খ্যাতি দেশময়,
গাও সবে শ্বেত জাতির গুণ!

৪

মলহর রাও বরদা-ভূপাল,
এত দিনে তাঁর পুড়িল কপাল,
স্বর্গচ্যুত হয়ে দেখিছে পাতাল,

চৌদিক ভীষণ আঁধারময়!
ইংরাজ জাতির এ এক সততা!
ভারতের প্রতি সরল মমতা!
এরি নাম বুঝি রাজার ক্ষমতা?
এরেই বুঝিরে মহত্ত্ব কয়?

৫

কোথা সিংহাসন। কোথা রাজ্যসুখ।
কোথা প্রিয় জন পরিজন মুখ!
বিষাদিত মন, বিষম অসুখ
ঘেরিয়াছে এবে বরদানাথে!
ভাঙ্গিয়াছে চির সুখের স্বপন,
অস্তমিত রাজ-গৌরব-তপন,
সমুদিত শোক-জলদ ভীষণ,
অপমান-বাজ পড়েছে মাথে!

৬

বরদাপতির এ দশা নেহারি,
কোন্ ভারতীয় নয়নের বারি
নাহি ফেলে? হায়, হৃদয় বিদারি,
এ বিপদ-শেল বাজে না কায়?
ভারত-শোণিত যাদের শরীরে
এখনো বহিছে অতি ধীরে ধীরে,
ঐ দেখ, তারা নয়নের নীরে
ভাসিয়া ভাসিয়া কাঁদিয়া যায়!

৭

ভারত-কুমার বরদা-ভূপতি
বিদ্রোহী কভু কি শ্বেতাঙ্গের প্রতি?
তবে কেন তাঁর এ দুখ, দুর্গতি,
এত অপমান কিসের তরে?
অপরাধী বাও বিষদান-দোষে,
ধার্ম্মিক ফেযার এ কথা নির্ঘোষে।
তাই মলহর বৃটনের রোষে
পড়েছে, এ কথা সকল ঘরে।

৮

বিশ্বাস না হয় এ কথা শুনিলে,
কেন দিবে বিষ পানীয় সলিলে?
নিদয় বিধাতা বিমুখ হইলে,
অপরাধী হয় নিরপরাধী।
তা নহিলে ক্রুশে যীশুর জীবন
বিনা দোষে কভু হ'ত কি নিধন?
রাঘবের শরে বালীর পতন
বিনা দোষে। পোড়া বিধির বিধি।

৯

বিনা দোষে নলে কলি দুরাচার
পাঠাইল বনে করি কুবিচার,
দিল কত দুখ পিশাচ চামার!

এ ভাবতী আছে ভারতে লেখা,
ফেরেবী ফেযাব (হেন বোধ হয়)
বিনা দোষে হযে নিদয হৃদয়,
একেবারে ভুলি ধরমের ভয়,
রসনারে করি কলঙ্ক মাখা,

১০

তেমতি নির্দ্দোষী বরদাপতিরে
ফেলিল অচিরে শোক-সিন্ধু-নীরে,
গেল সিংহাসন। গেল কীরিটিরে।
মহারাজ নাম গেল রে ঘুচে!
রাজত্ব বিশাল, সোণার সংসার,
সেনা অগণন, তুরঙ্গ সোয়ার,
কমলা-নিবাস ধনের আগার,
বরদা-রাজের গেল রে ঘুচে!

১১

সামান্য কয়েদী ভূপাল এখন,
এ হ'তে বিপদ কি আছে এমন?
রাখিত হৃদয়ে যাঁরে সিংহাসন,
কারাবাসে বাস এখন তাঁর!
শত শত দেশ হুকুমে যাঁহার
নোওাইত শির, করে তলবার,

তোপের আওয়াজ হ'ত বারে বার,
হায় রে, সে সব নাহিক আর!

১২

যে জাতির করে স্বচ-কুল-রাণী
সুকুমারী মেরী, নিরপরাধিনী,
হইল নিহত!—দুখের কাহিনী।
শোকে অশ্রুধারা ঝরে না কার?
সে জাতির করে, বিচিত্র কি তায়,
বিনা দোষে, আহা, মলহর রায়,
এ হেন বিষম ভীষণ দশায়
হইবে পতিত, বাকী কি তার?

১৩

চির পরাধীনি ভারতজননি,
পোহাল না তব দুখের রজনী!
আশা ছিল পুন সুখ-দিনমণি
উদয় হইবে উজল করে,
ছিল বড় সাধ,—ইংরাজের গুণে
উঠি তুমি নব উন্নতি-সোপানে,
গণনীয়া হবে ধরা-নিকেতনে,
ভাসিয়া বেড়াবে সুখের সরে।

১৪

সে আশা বিফল, কুফল ফলিল;
শ্বেতাঙ্গ জাতিরা * * *

*   *   *   *   *

*   *   *   *   মাথা,

শতাধিক বর্ষ হয়ে গেল পার,
বাকি কি এখনো নিদর্শন তার?
হযে গেছে কত ভীষণ ব্যাপার।
ভারত-ললাটে আছে তা লেখা।

১৫

বরদার দশা সে লেখার গায
লিখিত হইল গরল-লেখায়।
ইংরাজ জাতির সুবিচার তায়
প্রমাণ দিতেছে, বিশেষরূপে।
হা বরদা! তব অদোষ কপালে,
কে জানে এ দশা ঘটিবে অকালে।
কেই বা জানে গো তোমার ভূপালে
ডুবিতে হইবে দুখের কূপে।

১৬

মিত্র-রাজ্যপতি মিত্ররাজ প্রতি,
ইংরাজের কি এ মিত্রতার রীতি?
এ মিত্রতা কভু নিখিল জগতী
ক্ষণকাল তরে ভুলিবে নাই।
পাষাণ-অঙ্কিত দাগের মতন,
এ মিত্রতা আঁকা রবে চিরন্তন,

যত দিন রবে চন্দ্রমা তপন,
এ মিত্রতা কেহ ভুলিবে নাই।

১৭

ইংরাজ জাতিরে বরদা-রাজন,
সরল হৃদয়ে ভাবিত আপন,
তাহারি উপরে এই আচরণ?
বৃটিশ মহত্ত্ব এরেই বলে?
অধীন ব'লে কি ভারতবাসীরা,
যা খুসী তা করে শ্বেতাঙ্গ জাতিরা?
অনুগত জনে প্রপীড়িত করা
মহিমা গরিমা ধরণী তলে?

১৮

ইংলণ্ডেশ্বরি। দূরে আছ তুমি,
তোমার অধীনী এ ভারতভূমি
কতই কাতর দিবস যামিনী,
তুমি ত, জননি, দেখ না চেয়ে।
* * * ইংরাজ নিকরে
পাঠাও, জননি, ভারত ভিতরে,
তাদের পীড়নে কাঁদে উচ্চ স্বরে
ভারতবাসীরা ব্যাকুল হয়ে!

১৯

তোমা হেন রাণী থাকিতে, জননি,
ভারতের দুঃখ রবে কি এমনি?

আকাশ ভেদিয়া রোদনের ধ্বনি
ভারতবাসীর আজো উঠিবে?
* * * মত এক এক জন
এখনো এসে কি করিবে পীড়ন?
তোমার শাসিত ভারত-জীবন,
তবু দুখ তার নাহি ঘুচিবে?

২০

এখনো যদি না কৃপা দৃষ্টে চাও,
এখনো যদি মা * * * পাঠাও,
তা হ'লে বিদায় এখনি মা দাও
কাতর ভারতবাসী নিচয়ে!
তব রাজ্য ছাড়ি চ'লে যা'ক্ বনে,
পূর্ব্ব সুখ স্মরি ভাসুক রোদনে,
এ হ'তে তা ভাল, কি ফল জীবনে?
কি ফল নিয়ত পীড়ন সয়ে?

বিদায়।

১

সখা ব'লে মনে রে'খ, সখা হে, আমায়!
তোমারি অধীন আমি, জানেন অন্তরযামী,
অধীনে ভুল না, ভাই, জানাই তোমায়!

দুজনে শৈশব বেলা, মিলিয়ে ক'রেছি খেলা,
খেয়েছি, শুয়েছি দোঁহে আমোদে মাতিয়ে,
কতই নেচেছি বিধু আকাশে দেখিয়ে।

২

উপবনে দুইজনে করেছি ভ্রমণ।
বিবিধ কুসুম তুলি, করিয়াছি ফেলাফেলি,
গাঁথিয়ে ললিত হার পরেছি দুজন।
কত কথা কয়ে কয়ে, ভ্রমণে ক্লেশিত হয়ে,
অসুখনিবারী সেই অশোক-তলায়
বসিতাম, মনে আছে, ধরিয়ে গলায়?

৩

প্রদোষে প্রকৃতি-শোভা হেরিবার তরে,
যেতাম তটিনী-তীরে, সহরসে ধীরে ধীরে,
দেখিতাম কত কি যে দুনয়ন ভ'রে।
কৌতুকে কখনো মেতে, দুজনে নিদাঘ-রেতে
ভ্রমিতাম, হেরিতাম স্থির চারিধার;
কি যে সুখ হ'ত, মনে আছে কি তোমার?

৪

ক্ষীর নীর এক সাথে করি দরশন
ভাবিতাম মনে মনে, চিরকাল দুইজনে
এইরূপে এক সাথে করিব যাপন।
কিন্তু ভাগ্যদোষে, হায়, এবে তা স্বপনপ্রায়,

বান্ধব-বিবহ এবে বিধির লিখন,
কে জানে এ অভাগাব ঘটিবে এমন!

৫

আগেব সে কথাগুলি মানসে আমাব
জাগিতেছে একে একে, জ্বলিতেছে থেকে থেকে
ভাবি-বিরহেব শিখা হৃদয মাঝাব।
ভ্রমে যা ভাবিনে, ভাই, ঘটিল কপালে তাই,
আমাবে ছাড়িযে যাবে জলধিব পার,
তুমি কোথা—আমি কোথা রহিব এবাব।

৬

জীবনেব প্রিযসখা। আজ এই শেষ দেখা,
বেঁচে যদি থাকি তবে দেখা পাব ফের,
নতুবা জনমশোধ, হেন মনে হয় বোধ,—
এই দেখা শেষ দেখা মম জনমের!
বিধি যদি করে পুন দয়া বরিষণ,
তব সনে হবে তবে আবার মিলন।

৭

কালেব বিচিত্র গতি কখন্ কি হয়,
কিঘটিবে পবক্ষণে, কে পারে জানিতে মনে?
কে জানে এমন হব আমরা উভয়?
কালের বিচিত্র গতি কখন্ কি হয়;
বিশেষ প্রমাণ আজ পেলাম নিশ্চয়!

৮

যেমতি কুসুম দুটি স্রোতে ভাসি যায়,
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি, পুন পুন দেখাদেখি,
লহরী-লীলায লীলা করে দুজনায।
মনে ভাবে, দুইজনে, ববে সদা একসনে,
কিন্তু তা বিফল, যবে রোষে প্রভঞ্জন,
বিষম বিরহ—ভাঙ্গে সুখের মিলন।

৯

তোমায আমায়, সখা, তেমতি দুজন
এতকাল একসাথে, ছিনু সুখে দিনে রাতে,
ভাবিতাম চির দিন রহিব এমন।
হায, তা হইল কৈ? সময়-সমীর ঐ
অদৃষ্টে লহরী তুলি দূরে ভাসাইল,
আশৈশব প্রণয়ের বিরহ ঘটিল।

১০

বিলাতে যাইবে তুমি বিদ্যার কারণ,
জনম-ভূমিরে ছাড়ি, প্রিয় পরিজন বাড়ী,
সরল প্রণয়াধীন সখা যত জন।
কিছু তায় নাই ক্ষতি, বরঞ্চ আহ্লাদ অতি,
ঈশ্বর করুন, তুমি নিরাপদে যাও;
বিদ্বান হইয়ে সুখে জীবন কাটাও।

১১

কিন্তু গোটাকত কথা কহিব তোমায়,
বান্ধবের কথা ব'লে, রেখো তা মনের কোলে,
তুমি না হইলে তাহা কহিব কাহায়?
সাগরেরে পরিহরি, পোত হ'তে অবতরি,
জনম-ভূমিরে যেন ভুলিও না, ভাই।
ভারতের দুখ মনে ভাবিও সদাই।

১২

অবিরত কয়দিন জাহাজ ভিতরে
অবিচ্ছেদে যাবে তুমি, না পাবে দেখিতে ভূমি,
দেখিবে কেবল শুধু অনন্ত সাগরে।
কিবা দিবা, কিবা নিশি, দেখিবে নীলাম্বুরাশি,
সে নীলাম্বু ভাবিও না সাধারণ জল,
ভারতের অশ্রু ব'লে ভে'ব অবিরল।

১৩

তা হ'লে কতক তুমি বুঝিবে তখন,
ভারতের দুখ কত, কত শোকে অশ্রু অত
গভীর সাগর-গর্ভ করেছে পূরণ
বুঝিবে তখন তুমি, অধীনী ভারতভূমি
কোমল হৃদয়ে, হায়, কত জ্বালা সয়।
দিবা রাতি হীনভাতি, ক্ষীণা অতিশয়!

১৪

বিলাতে যেতেছ তুমি, ভারত-তনয়,
দেখিও ভুল না যেন, স্বচক্ষে দেখিছ হেন
জননীর মনোদুখ—মনে যেন রয়।
পুত্রের উচিত যাহা, অবশ্য করিও তাহা ;
প্রাণ মন পণ করি করিও পালন
পুত্রের উচিত কাজ, ক'র না হেলন।

১৫

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী,
অধুনা ভারত যাঁর সহিছে শাসন ভার,
ভারতের দুখ তাঁরে কহিও বিবরি।
অসংখ্য ভারতবাসী ফেলিতেছে অশ্রুরাশি
পীড়নে পীড়িত হয়ে দিবস শর্ব্বরী,
কহিও তাদেরো দুখ রাণীরে বিবরি।

১৬

ভারতের প্রিয় বন্ধু ফসেট সুজন,
যিনি ভারতের তরে, মন প্রাণ পণ ক'রে,
করিছেন অবিশ্রম ; কে আছে তেমন ?
আমাদের দুখগুলি, কয়ো তাঁরে খোলাখুলি,
ভারত-মায়ের এই যাতনা ভীষণ
ব'ল তাঁরে, প্রিয় সখা, ভুল না যেমন।

১৭

কেন এত বলিলাম ? আছে হে কারণ ;
বন্ধু ব'লে এত কথা, নতুবা কি মাথাব্যথা ?
কেন বা বলিব এত ? কিবা প্রয়োজন ?
বন্ধু-অনুরোধ রে'খ, দে'খ, ভাই, দে'খ দে'খ,
ভুল না এ কটি কথা—ভুল না কখন ;
ভারত-দুর্দ্দশা যেন থাকে হে স্মরণ !

১৮ *

এদেশীয় যত জন বিলাতে গিযাছে ;
যাইয়ে আবাব যারা ফিরি আসিযাছে ;
তাদেব হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই,
যেমন ভারত, হায়, তাই রহিয়াছে !
কোথা তাবা ফিরি আসি, ভারতেব দুখরাশি
নাশিতে করিবে ব্রত যতন সহিত ,
তা না হয়ে, একি হায, দেখি বিপরীত !

১৯

বিলাতে যাবাব কালে কবে তাবা পণ,
নাশিবে দেশের দুখ, উজ্জ্বল করিবে মুখ
স্বজাতির, কভু তার হবে না লঙ্ঘন,
"শরীর পতন কিম্বা প্রতিজ্ঞা পূরণ।"
কিন্তু দেশে ফিবে এসে, দেখা দেয় অন্য বেশে,
সে যেন সে নহে—নহে ভারত-কুমার,
বিলাতের হাওয়া লেগে বিলাতী ব্যভার।

২০

বিলাতেব মাটী বুঝি ইন্দ্রজালময।
এদেশীবা তথা গিয়ে, বিলাতী মৃত্তিকা ছুঁযে,
স্বজাতীব স্নেহ মাযা তাই ভুলে বয।
দেখিযে দেশেব দুখ, তাদের পাষাণ বুক,
ক্ষণেকেব তবে, হায, নবম না হয।
'বিলাতে শিক্ষাব ফল' এবেই কি কয় ?

২১

তাই বলি, দে'খ ভাই, তাদেব মতন,
যেন হে তোমাবো মন, নাহি হয কদাচন,
তাব চেযে দেশে থাক দেশেব বতন।
যাইযে সাগব-পাব, ভাবতেব দুখভাব
কণামাত্র যদিও হে না কব মোচন,
তা হ'লে কি লাভ কবি বিলাত গমন ?
যদি বল, নিজে তুমি বিদ্বান্ হইবে,
তাব চেয়ে মূর্খ ভাল কেই না কহিবে ?

স্মৃতি।

১

স্মৃতি গো, যখন আমি সংসার-ভাবনা
পরিহরি, নিরজনে নিবসি নিশ্চিন্ত মনে

কবিতে তোমার, দেবি, মানসে অর্চ্চনা,
জাগাও তখন তুমি বিগত ঘটনা।
মনের নয়ন খুলি, দেখাও ঘটনাগুলি,
একে একে কবি যবে অঙ্গুলি চালনা;
তখন আমার চিত কভু প্রীত, কভু ভীত,
কখনো দুখিত, ভাবি সে সব ঘটনা!

২

পিতৃমাতৃহীন আমি বিধিবিড়ম্বনে!
শৈশবে ছাড়িয়ে তাঁরা হন মম আঁখি-হারা;
আকুল জীবন এবে শোকের জীবনে।
কি সুখ আমার, স্মৃতি এ ভব-ভবনে?
বহুদিন গেল চ'লে, ভাসি আমি নেত্র-জলে,
তুমি পুন তাঁহাদিগে আনি দরশনে,
কাঁদাও অধিকতর, হৃদয় ব্যাকুল কর,
উথলে শোকের সিন্ধু নিশ্বাস গর্জ্জনে!

৩

স্নেহের মূরতি মোর জনক জননী,
তোমার মায়াতে, স্মৃতি, দেখা দেন নিতি নিতি,
প্রীতি সহ শোক আসি আবরে অমনি।
সে ভাব লিখিতে কভু পারে কি লেখনী?
যতক্ষণ তুমি থাক, তাঁদিগেও কাছে রাখ,
কিন্তু হায়, মায়াবিনি, পালাও যেমনি,

তাঁরাও তোমার সনে, পাপী মোরে ভাবি মনে,
চ'লে যান, কাঁদি একা—লুটাই ধরণী !

৪

আবার কখনো তুমি দেখাও আমায়,
'শৈশব জীবন সম, ধরিতলে অনুপম,
কিছু নাই' সত্য কথা, সন্দেহ কি তায় ?
পাইলে শৈশবে, বল, অমরা কে চায় ?
শৈশবে যে কত সুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
সে সুখ বর্ণনা তবু কভু করা যায় ?
মানব-জীবনে যদি সুখ লিখে থাকে বিধি,
তবে সেই সুখ সুধু শৈশব দশায়।

৫

সংসারের বিষময় ভাবি-চিন্তানল
জ্বলে না তখন হৃদে, সদাই আনন্দ-হ্রদে
সন্তরি, আনন্দময় নিখিল ভূতল !
সফল নয়নে হেরি সকলি সফল।
পিতা মাতা সে সময়ে, স্নেহভরে কোলে লয়ে
মমতা করিয়ে মুখ চুম্বে অবিরল।
বালবন্ধুগণ সহ ধূলি খেলি অহরহ,
ফোটে রে মানস-সরে আনন্দ-কমল !

৬

শৈশবে যে সুখ, আহা, সে সুখ সমান
কি সুখ জগতে আর ? রাজার রাজত্ব ছার,

কিবা সুখ লভে, ছাই, বীবের পরাণ?
শৈশবেই কবে বিধি মহামণি দান।
শৈশবে যে সুখ আছে, সামান্য তাহাব কাছে
যৌবনের সুখ—সে যে কলঙ্ক-নিশান।
সোণা সহ পিতলেব প্রভেদ যেমতি ঢেব,
শৈশব যৌবন সুখে তথা ব্যবধান।

৭

স্মৃতি গো, এখন্ মোব এসেছে যৌবন।
বিচিত্র কালের খেলা, হাবাযেছি ছেলেবেলা,
এ জনমে—জন্মশোধ—পাব না কখন।
পিতল সম্বল এবে হারায়ে কাঞ্চন।
জানিতাম যদি আগে, যৌবনে জীবনে লাগে
সংসাবেব বিষ-বাণ, তা হ'লে তখন,
ছাড়ো-ছাড়ো-শৈশবেতে যত্ন করিতাম যেতে
অদৃশ্যে শৈশব যথা কবে পলাযন।

৮

এখন সে আশা কবা নিশাব স্বপন!
ছুটিলে ধনুর তীব, ফেবে কি ফিরায়ে শিব?
ভাঁটাব প্রবাহ কবে উজানে গমন?
কালেব সাগর-গর্ভে ডুবেছে রতন!
কিন্তু, মায়াবিনি স্মৃতি, কেন তুমি নিতি নিতি,
হাবানো সে ধনে এবে কর প্রদর্শন?

শৈশব এখন, হায, মরু-মরীচিকা প্রায,
কেন দেখাইয়া কর অন্তর পীড়ন?

৯

যাই হোক্, একদিকে যেমন কাঁদাও,
তেমনি গো পক্ষান্তরে ভাসাও সুখের সবে,
হাসাও বিষণ্ণ মুখ, হৃদয নাচাও,
ভবিষ্য মুকুর যবে সমুখে দেখাও।
আশা রে লইযে সাথে, কত কি যে দেখি তাতে,
তুমি পুন মাঝে মাঝে কটাক্ষেতে চাও।
রঙ্গ আরো বাড়ি ওঠে, সুখের তরঙ্গ ছোটে,
হোক্ বা না হোক্, কিন্তু দেখায়ে ভুলাও।

১০

স্মৃতি গো, আবার বলি, যদিও আমায়
ভাবি-সুখ জলধিতে পার তুমি ভাসাইতে,
তবুও তাহাতে পুন দুখ দেখা যায!
সুখ দুঃখ দুই জনে দোঁহার সহায়।
ভাবী অন্ধকারময, সুখ দুঃখ দুই রয়,
প্রকৃতির বিধি ইহা, অন্যথা কোথায়?
একই জলধি-জল সুধা আর হলাহল
ধ'রেছিল, শশী অই কলঙ্ক সুধায়।

১১

চমকে হৃদয়, স্মৃতি, আবার যখন,
দেখাও আমায় তুমি ভীষণ নরক-ভূমি—

অনন্ত শোণিত-সিন্ধু করিছে গর্জ্জন,
তদুপরি দীপ্তশিখ ক্ষিপ্ত হুতাশন।
শাণিত প্রখর ধার অস্ত্ররাশি সারে সার
ঝকিছে অনলে, রক্তে লোহিত বরণ!
রক্তে ডুবি পাপী যত, অস্ত্রেতে হয়ে আহত,
দগ্ধিয়া হুতাশে করে হতাশে রোদন!—

১২

'পবিত্রাহি পবিত্রাহি!' শব্দ শোনা যায়,
কিন্তু কে করিবে ত্রাণ, পাতকীরে দয়া দান,
যমের নিয়মে হেন বিধান কোথায়?
অনন্ত জীবনে শাজা অনন্ত তথায়।
ব্রহ্মাণ্ড হইবে ধ্বংস, মরিবে জান্তব বংশ
কোটি কোটি কোটি বার অসংখ্য সংখ্যায়,
পুন কোটি কোটি বার, সৃষ্টি হবে সবাকার;
কিন্তু রে পাপীর শাস্তি অনন্ত অক্ষয়।

১৩

পাপী দণ্ডিবার সেই নরক ভীষণ
দেখাও আমারে যবে, অতীব কাতর রবে
কেঁদে উঠি—আশঙ্কায় শশঙ্কিত মন।
মহাপাপী, স্মৃতি, আমি—কে আছে তেমন?
যা হোক্, যদিও তুমি দেখায়ে নিরয়-ভূমি,
আমারে আকুল কর, তা হ'তে ভীষণ

অধীনতা-যন্ত্রণায় যেরূপ জ্বলিছি, হায়,
তা সহ নরক জ্বালা হয় কি তুলন?

১৪

অর্ব্বুদ নরক ক্লেশ যদি এক হয়,
কিন্তু পর-অধীনতা যেরূপ ধরে ক্ষমতা,
অর্ব্বুদ নরক-জ্বালা কোথা পড়ি রয়।
শূল সহ ক্ষুদ্র কাঁটা তুলিত কি হয়?
অয়ি স্মৃতি, দেখ ভেবে, ভারতবাসীরা এবে
পরাধীন হয়ে, হায়, কত জ্বালা সয়।
অসংখ্য নরক-ভূমি হয়েছে ভারতভূমি,
শমন-নিরয় ভাল এ হ'তে নিশ্চয়।

১৫

কি লাভ ধরিয়া তবে অধীন জীবন?
খেতে শুতে, দিনে রেতে আশা কার দুখ পেতে,
পরের পাদুকা শিরে করিয়া বহন?
এ হ'তে নরক, স্মৃতি, সুখের ভবন।
যাহারা পাতকী হয়, তারাই নরকে রয়,
প্রতি পলে সয় বটে অসহ্য পীড়ন,
তা হ'তে পাতকী যারা, এ ভারতে এবে তারা
পরাধীন হ'তে করে জনম গ্রহণ।

১৬

তবে আর কিবা সুখ থাকিয়া হেথায়?
বরঞ্চ নরকে রব, শমন-পীড়ন সব,

ডুবিব শোণিতে, দহি অনল শিখায়,
সেও ভাল, এ যাতনা সহা নাহি যায়।
তুমিও তা হ'ল, স্মৃতি পরাধীনতার ভীতি
দেখায়ে কি পারিবে গো, কাঁদাতে আমায়?
ভুলিব তোমায় আমি, ভুলিব ভারতভূমি,
অধীনতা নিষ্পীড়ন ভুলিব তথায়।

নলিনী।

১

নবীন প্রভাত, বিমল গগন,
বিমল শীতল সরসি-জল,
কুসুম-সুরভি পূরিত পবন,
শিশির-রসিত কুসুমদল।

২

তরুণ অরুণ অরুণ কিরণে
পূরব আকাশে বিকাসে ধীরে,
অমনি সরসী উজ্বল বরণে
হাসিয়া উঠিছে লহরী-শিরে।

৩

প্রভাত নেহারি প্রভাতী গায়িল
আঁখি উনমীলি বিহগচয়,

সে স্বর লহরী সমীর বহিল,
'উঠ, জাগ।' রব ভুবনময়।

৪

মিলিনু নয়ন, তবু ঘুম-ঘোরে
আবার শুইতে বাসনা হয়,
কিন্তু ধনী নই, কাজে কাজে মোরে
উঠিতে হইল,—না হ'লে নয়।

৫

ত্যজিয়া শয়ন, চলিনু বাহিরে,
মুছিতে মুছিতে নয়ন দুটি।
দেখিনু খিড়কি-সরোবর-নীরে
রয়েছে একটি নলিনী ফুটি।

৬

এক দিনো আমি এ সরসি-জলে
দেখিনি ফুটিতে কমল ফুল;
বিধাতার গুণে, সুভাগ্যের বলে
আজি হেরিলাম,—শোভার মূল!

৭

পূর্ণিমার চাঁদে পাইলে যেমন
সুনীল গগন মধুর হয়,
নবীন নলিনী পাইয়া তেমন
সরসি-সলিল মাধুরীময়!

৮

বাড়িল আমোদ—সরসী নিকটে
সবেগে চলিনু—বাসনা মনে—
তুলিয়া নলিনী হৃদয়ের পটে
রাখিব সাদরে যতন সনে।

৯

কাছে গিয়ে দেখি, সাধের আমার
স্থল-কমলিনী ফুটেছে জলে,
(আকণ্ঠ সলিলে বদন-বাহার।)
ভ্রমে ভ্রমরেরা ভ্রমে স্বদলে!

১০

হাসিয়া প্রিয়ারে কহিনু তখন,
"সাবাস্, অয়ি লো নলিনি প্রিয়ে।"
প্রেয়সী আমারো হাসিল তখন,
ঝরিল অমৃত অধর দিয়ে!

অভাগার বিধাতা।

১

রজনী প্রভাতে যবে তপন উদয় হয়,
সে কালে সকল লোকে পুলকিত হয় রে!
ফিরাই যে দিকে আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,

দেখিয়া সবারে, আহা, সদা সুখময় রে,
রজনী প্রভাতে যবে তপন উদয় রে।
কেন তারা মোর মত, হয় নাই ভাগ্যহত,
কেন তারা দিবানিশি এত সুখে রয় রে?
তাদের বিধাতা যে রে নিরদয় নয় রে।

২

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে।
লোহার শিলায় গড়া তাঁহার হৃদয় রে!
আমার বিধাতা যিনি, আমারে বিমুখ তিনি,
ভুলেও আমার প্রতি হয় না সদয় রে,
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে।
বিশাল জগতীতলে, সুখ যে কাহারে বলে,
জানিতে নারিনু আজো, বড় খেদ হয় রে,
চিরকাল দুখানলে এ পরাণ দয় রে।

৩

যা কিছু কোমল হেরি এ ভুবনময় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে।
ললিত কুসুমদল, বিমল তরল জল,
জগত-ললাম নারী কোমলতাময় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে।
চাঁদের কিরণ সুধা, প্রেমিজন-প্রেম-সুধা,

সুবরী বিহঙ্গ-বুলি চিরমধুময় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে!

৪

সাধুর সরল চিত করুণা নিলয় রে,
শিশুর মধুর মুখে হাসি মধুময় রে;
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া, গুণবতী সতী জায়া,
অশ্রুনী নিবোগকারা মানব নিচয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে।
কুসুমে সুতার মধু, সরল প্রণয়ী বঁধু,
সঙ্গীত-লহরী, মরি, চির সুধাময় রে।
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে।

৫

সরসি-লহরী-করে মৃণাল-বলয় রে,
সরসি-ললাটে ফোঁটা ফোটা কুবলয় রে,
হরিণীর বাঁকা আঁখি, লতিকাজড়িত শাখী,
জলহীন মরুভূমে পূর্ণ জলাশয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে।
প্রভাতে নিশির শেষে, শিশির-মুকুতা বেশে
সাজিয়া কুসুমকুল দিশি উজলয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে!

৬

তা ছাড়া যা কিছু আরো ভাল বোধ হয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে!

কি তবে, বিধাতা মম—নিদারুণ নিরমম—
করেছে সৃজন, বল, এ জগতময় রে?
কি কব সে কথা, হায়, দুখে বুক দয় রে।
যা কিছু হেরিলে পরে, অথবা শুনিলে পরে,
হৃদয় দুখিত সদা—ভয়ের উদয় রে!
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে।

৭

প্রচণ্ড অনল, বজ্র ভীষণতাময় রে,
মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে,
ভানূদয়ে কুহেলিকা, মরুভূমে মরীচিকা,
জলপোতে অবস্থানে ঝটিকা উদয় রে,
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে।
কঠিন পাষাণময় উন্নত ভূধরচয়,
শোণিত-লোলুপ যত শ্বাপদ নিচয় রে,
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে।

৮

লোভ হিংসা দ্বেষ রোষ নিষ্ঠুর-হৃদয় রে,
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে।
প্রাণনাশী হলাহল, সাগরের লোণা জল,
খল নর, খল সর্প কালকূটময় রে,
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে।
চিন্তা জরা শোক রোগ, দরিদ্রতা দুঃখ ভোগ,

জীবন সংহারকারী মৃত্যু দুরজয় রে,
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে।

৯

সাধে কি এ কথা বলি ? না বলিলে নয় রে ?
আমার বিধির বড় কঠিন হৃদয় রে।
তা নহিলে মোরে কেন সৃজিল করিয়া হেন,
কেন মোরে আজীবন দুখানলে দয় রে ?
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে।
শৈশবে অনাথ হয়ে, দারিদ্রের বশে রয়ে,
কি যে দশা আজো মোর। হেন কারো নয় রে।
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে।

১০

একটি দিনেরো তরে এ পোড়া হৃদয় রে,
জানিতে নারিল, হায়, সুখ কারে কয় রে।
দারুণ রোগের জ্বালা দিবানিশি ঝালাপালা
করিতেছে মোরে, এতে সুখ কভু হয় রে ?
আমার সুখেতে মোর বিধি সুখী নয় রে।
উদর অন্নের তরে, প্রাণ যে কেমন করে,
কোনো দিন অর্দ্ধাশন, কভু তাও নয় রে।
ভিক্ষা করি আশা, কিন্তু সরমের ভয় রে।

১১

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে।
নিমিষেরো তরে, হায়, হয় না সদয় রে।

পুরাণ মলিন বাস, ছিন্ন তার চারিপাশ,
কি করি পরিয়া লজ্জা ঢাকিবারে হয় রে,
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে।
দয়ালু যাদের বিধি, সে বিধির ভাল বিধি,
তাহার স্থজিত যারা সদা সুখে রয় রে,
আমার বিধির বিধি ঠিক বিপর্য্যয় রে।

১২

কাঁদাতে কেবল মোরে—হেন বোধ হয় রে—
জ্বালাইতে রোগে শোকে দুখে এ হৃদয় রে,
আমার বিধাতা মোরে, অভাগা দরিদ্র ক'রে,
স্থজিল, সুধ তা নয়—পরন্তু নিরাশয় রে।
সাধে বলি বিধি মোর বড়ই নিদয় রে?
আমার যে কত দুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
পাই যদি কোটি যুগ—গণনা সময় রে,
নির্ণয় তথাপি এর হবে না নিশ্চয় রে।

১৩

কারো কারো মতে বিশ্ব সুখের আলয় রে,
সুখী যারা, এই কথা তাহারাই কয় রে।
আমার তা বলা মিছে, বিধি মোর আগে পিছে
জ্বালিযাছে দুখানল, নিভিবার নয় রে।
সুতরাং মোর মতে—বিশ্ব দুখময় রে।
তবে এ বিশাল ভবে, বাঁচিয়া কি লাভ হবে?

কি লাভ যন্ত্রণা সয়ে ? মৃত্যু যদি হয় রে,
তা হ'লে এখনি বাঁচি—জুড়ায় হৃদয় রে।

১৪

মোর যদি মৃত্যু হয়, হবে সুখোদয় রে,
জীবিত-যন্ত্রণা-জ্বালা হইবে বিলয় রে,
তা হ'লে বিধির মোর রবে না দুখের ওর,
তাই বুঝি অভাগার মৃত্যুও না হয় রে।
সাধে কি বলি রে মোর বিধাতা নিদয় রে ?
রোগের দারুণ ক্লেশ, দারিদ্র্যের একশেষ,
নয়নের জলে সদা ভাসিছে হৃদয় রে,
অভাগা আমার মত আর কেউ নয় রে।

১৫

ধরিলে কুসুমে কীট সুষমা কি রয় রে ?
রোগে দুখে সেই মত আমার হৃদয় রে।
কমলা আবার, হায়, আমারে না ফিরে চায়,
নাহিকো স্বজন কেউ, নাহিকো আশ্রয় রে,
আমার বিধির গুণে শমনো নিদয় রে !
হায়, আর কতকাল, সহিব এ দুখজাল,
হবে না কি অভাগার সুখের উদয় রে ?
কেমনে হইবে ?—মোর বিধি যে নিদয় রে।
সাবাস্ বিধাতা, তোর কঠিন হৃদয় রে।

শূন্য কৌটা।

১

একদা বিরক্ত হয়ে জন-কোলাহলে
চলিলাম শান্তি লাভে বিজন কাননে ;
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে ,
বসিলাম স্থির হয়ে হরষিত মনে।
বসে আছি , অকস্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত
পিছনে—অনতি দূরে পড়িল নয়নে
একটি সুচারু কৌটা বিজন কাননে।

২

নিরজন বনে কৌটা ! বিচিত্র ব্যাপার।
কুতূহলী হয়ে সেটি কুড়ায়ে নিলাম।
খুলিলাম তাড়াতাড়ি ভিতরে তাহার
কি আছে দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম
কিছু নাই—শূন্যময় , কিন্তু হেন বোধ হয়,
আছিল রতন তায়, দেখি জানিলাম,
যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম।

৩

নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ
এ কৌটারে, আনি এই অটবী মাঝার,
আত্মসাৎ করিয়াছে কৌটার রতন,
খালি কৌটা ফেলি গেছে আঁটিয়া আবার।
বিবিধ রঞ্জনে আঁকা কৌটা এবে ধূলিমাখা,

রতন হারায়ে যেন মলিন আকার;
বাসী কোটা ফুল যথা পল্লব মাঝার।

৪

নিরখি কৌটায়, মনে হইল উদয়
ভারতভূমির দশা, দুখের কাহিনী।—
স্বাধীনতা-রত্ন-হারা—এবে শূন্যময়—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!
চিত্ত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত
হইল মানসে; হায়, দুখের কাহিনী!
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!

একটি চিন্তা।

স্থান—বঙ্গ-রঙ্গভূমি ও তৎপার্শ্বস্থ সরোবর।
সময়—মেঘনাদবধাভিনয়ের রজনী—৩০এ ফাল্গুন—১২৮১

১

সপ্তমীর চাঁদ সুনীল গগনে
হাসিছে উজল মধুর কিরণে;
বসন্ত সমীর বহিছে মৃদুল;
প্রকৃতির মুখে মধুর হাসি!
[illegible]
[illegible]

বায়ুপথগামী জলদের ছায়া
সরসি-সলিলে যাইছে ভাসি।

২

দেখিলাম আমি সে সব মূরতি
অতীব গভীর—স্থির ভাব অতি,
নাহিকো লহরী, নাহি বিধূনন,
অচল, অলড় সলিল রাশি।
কিন্তু, পাশে, হায়, নাট্য-গৃহ মাঝে,
অভিনেতৃগণ সাজিয়া সুসাজে,
করে অভিনয়, রঙ্গ করে কত
কাঁদিয়া কাঁদায়—হাসায় হাসি।

৩

দেখি সরোবরে, দেখি নাট্যাগারে,
সহসা তখনি মনের মাঝারে
চিন্তা এক আসি হইল উদিত,
কহিলাম আমি আপন মনে,—
ওরে বঙ্গবাসী, ছাড় রে বিলাস,
আসি দেখ চেয়ে সরসি-সকাশ
গভীর মূরতি নৈশ সরোবরে
বারেকের তরে দেখ নয়নে।

৪

মেতেছ তোমরা নাট্য অভিনয়ে,
দেখে দর্শকেরা পুলক হৃদয়ে।

অভিনেতৃগণ, দর্শকের দল,
এস একবার সরসি-তটে।
উঠিছে তোদের আনন্দ-লহরী,
কিন্তু সরোবরে নাহি রে লহরী,
সরোবরে আজি আদর্শ করিয়া,
দেখ দেখি ভাবি মানস-পটে।—

৫

সুখের ভারত ছিল রে যখন,
সুখের সময় ছিল রে তখন,
এখন্ গিয়াছে সে দিন ঘুচিয়া,
পরের অধীন ভারত এবে।
সাজে কি এখন আমোদ, বিলাস?
এখনি আসিয়া সরসি-সকাশ,
সরসীর মত হও রে সকলে,
সরসীর ছবি দেখ রে ভেবে।

৬

ভারতের দুখে যেন রে সরসী
ভাসায়ে ধরেছে দুখের আরশী,
দেখিলে এখনি পারিবি জানিতে ;—
উচিত তোদের কিরূপ হওয়া।
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গ রস যত,

করিতে উচিত অশ্রুবরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

৭

মজেছ সকলে অভিনয়-সুখে,
কিন্তু একবার চাও রে সমুখে ;
কি যে অভিনয় হয় অবিরত,
ঘৃণা লজ্জা দুখ কেবলি তায়।
চাপায়ে পাদুকা তোদের মাথায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরায়ে গলায়,
বানরের মত নাচায়ে নাচায়ে
বিদেশীরা ঘুঁসি মারে মাথায়।

৮

তথাপি রে তোরা, ওরে বঙ্গবাসী,
আমোদ বিলাসে রবি দিবানিশি ?
বারেকের তরে কর রে স্মরণ,—
উচিত এখন কিরূপ হওয়া।
হইতে উচিত সবসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গ রস যত,
করিতে উচিত অশ্রুবরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

পূর্ব্বরাগ।

১

শরদ পূর্ণিম চন্দ পহিলে মনোহর
মুঝে, সই, ভেইত জেয়ান।
অব শশী কছু নহ, অব সোই নটবর
শতশশিহসিত বয়ান।
যো দিন যমুনাতট কদমক মূলে
প্রথম দরশ হরি সাথ।
সো দিন অবধি হম যমুনা-কূলে,
আশহি রহি দিন রাত।
পুন পুন হেরি প্রাণনাথ।

২

নধর অধরে ধরু মধুর মুরলী যব,
নিশীথে পুলিনে বঁধু মোর,
বীণা ঝনকার জিনি ছাড়য়ে মধুর রব,
শুনি মোর চিত হোয ভোর।
সো রব লখই হম ত্যজই শয়ন, সই,
অনুরাগে ইতি উতি ধাই,
পুন সো মুরলী-রব শুনই না পাওই,
শয়নে শয়নে ফিরি যাই।
স্বপনে বঁধুরে পুন পাই।

৩

নূতন পীরিতি মোর নূতন কুসুম সম,
মাধব মধুকর তায়,
নূতন সুরস মধু উছলয়ে অনুপম,
অব কঁহা নাগর রায়?
নিশি দিন বঁধু লিয়ে, দহই দগধ হিয়ে,
গুরু দুরজন ডর শেল।
পেখই না পাইনু সে নব জলদ তনু,
আঁখি তিরপিত নাহি ভেল।
রমণী জনম মিছা গেল।

৪

কি জানি, কাহার শাপে কামিনী জনম মম।
কেন না ভেইনু বন-ফুল?
গাঁথই রেসম-ডোরে হমার সে প্রিয়তম,
ডুলাইত, ভ্রমর আকুল।
নূপুর জনম মম কেন নহি ভেল, সই?
বাজিতাম নাগর পায়,
অগুরু চন্দন চুয়া কেন না ভেইনু, সই?
সাজিতাম কানুর গায়।
রমণী জনম মিছা, হায়!

৫

যদি লো পরাণ সই, কালিয়া কোকিলা হম
হইতাম, কালিয়া-গুণ

গায়িতাম তরুপরি, কুহুকুহু রব করি,
চিত সুখ লভিত দ্বিগুণ।
ইহ ব্রজরজ সই, কেন না ভেইনু হম,
যাওয়ে বঁধু যব গোঠে;
চরণ পরশি তাঁর, ঘুচিত এ দুখভাঁর,
যৈসে ভেখজে রোগ ছুটে।
রমণী জনম মহাপাপ।
রমণী জনমে অভিশাপ!

বিজয়া দশমী।

স্থান—ভাগীরথী-তট।
সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

১

পুণ্যতোয়া ভাগীরথি, আজি মা তোমার
কি হেতু সুষমা এত? কেন দু নয়ন
নিরখি তোমায় আজি আনন্দ অপার
লভিতেছে? হ্যাঁ মা, এর আছে কি কারণ?
আছে—আছে, তা নহিলে কেন সুখোদয়?
শশী না উদিলে কভু চন্দ্রিকার ভাস
খেলে কি ধরণী-হৃদে? কারণ নিশ্চয়
আছে—আছে—এতক্ষণে হয়েছে বিশ্বাস।

২

বিজয়া-দশমী তিথি আজি বঙ্গালয়ে,
শারদীয় উৎসবের শেষ সুখ-দিন,—
স্বর্গীয় আনন্দরাজি বাঙ্গালী-হৃদয়ে
সমুদিত আজি,—সবে অসুখ বিহীন।
ত্রিদিন পূজিত ভগবতীর মূরতি
তোমার গভীর গর্ভে দিতে বিসর্জ্জন
আড়ম্বরে আসে সবে, ধীরি ধীরি গতি,
বিজয়া-বাজনা বাজি জাগায় শ্রবণ।

৩

নানাদিগাগত লোক মূর্ত্তি বিসর্জ্জন
দেখিতে, তোমার তটে সবে উপনীত,
অলোকসামান্য সুখে সকলে মগন,
সকলেরি আঁখি আজি হর্ষ-বিকসিত।
সুলোহিত বীততাপ উজ্জ্বল তপন
অস্তাচল-অভিমুখ হয়েও সুন্দর
হাসেন হরষে, যেন করি দরশন
আজিকার মহোৎসব বঙ্গের ভিতর।

৪

ক্ষণকাল রহ, রবি, ক্ষণকাল তরে
দাঁড়াও, একটি মম আছে নিবেদন,—
যাইতেছ তুমি এবে পশ্চিম সাগরে,

ভাল হল, সেই দিকে করিয়ে গমন,
যারে পাবে, তারে কবে স্মরণ করিয়ে,
অধীন হয়েও বঙ্গ এখনো কেমন
সুখ লভে সনাতন ধর্ম্ম আচরিয়ে,
ধর্ম্মই এখন তার একমাত্র ধন।

৫

গিয়েছে বঙ্গের, হায়, গিয়েছে সকল!
তথাপি এখনো তার হৃদয় আগারে
সনাতন ধর্ম্মরূপ রতন উজ্জ্বল
সদা বিরাজিত, যেন সরসী মাঝারে
কবি-পদ-বিদলিত কমলনিচয়
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে রয়, কিন্তু এক পাশে
হয়ত একটি পদ্ম বিকসিত রয়
অপীড়নে, ধর্ম্ম তথা এ বঙ্গ আবাসে।

৬

পরাধীন হয়ে থাকা যন্ত্রণা কেমন
কে না জানে? তুমিও তা জান দিবাকর!
বিভীষণ মেঘজাল যবে আবরণ
করে তোমা, সেই কালে তোমার অন্তর
পীড়িত কিরূপ হয়; দীপ্ত মুখ-ছবি
মলিন—অদৃশ্য—যেন সে তপন নও,

কত দুখ সে সময়ে, কহ দেখি, রবি।
কতই বেদনা, হায়, হৃদয়েতে সও।

৭

তোমার সে দশা সম বঙ্গ অনাথিনী
পরকরে প্রপীড়িতা, হের আজি তবু
বিজয়া-উৎসব-সুখ লভি সিমন্তিনী
সুখিনী কেমন, হেন হয় নাই কভু।
জ্বলন্ত অনলে জল ঢালিলে যেমন
নিভে যায়, সেইরূপ বঙ্গের হৃদয়—
অধীনতানলাদগ্ধ মলিন বরণ—
আনন্দ-সলিলে আজি শীতলতাময়।

৮

ভাগীরথি, তব ঐ সরল প্রবাহ
শীতলিয়া বক্ষ তব যেতেছে বহিয়া,
পরাধিনী বাঙ্গালার অন্তর-প্রদাহ
শীতল হয়েছে আজি, দেখ গো চাহিয়া,
বিজয়া-দশমী-সুখ-প্রবাহ বহনে।
জীবনের যত জ্বালা বঙ্গসুতগণ
ভুলিয়াছে আজি, সবে হরষিত মনে
তোমার পবিত্র তটে করে বিচরণ।

৯

সকলেরি মুখে হাসি, সবার নয়ন,
দেখ দেখ, মহানন্দ-রসে সুরসিক্ত।

যারি মুখপানে চাই, করি দরশন
কি এক স্বর্গীয় শোভা বর্ণন অতীত।
বহু দিন হ'তে তুমি, হিমাদ্রি নন্দিনি,
বঙ্গেরে পবিত্র করি যেতেছ বহিয়া,
কহ মোরে আজি, কলরব-নিনাদিনি,
জুড়াও শ্রবণযুগ সে কথা কহিয়া,—

১০

কত শত যুগ গত, ভারত যখন
স্বাধীনতা-হেমময়-মুকুট-ভূষণে
ছিলেন ভূষিতা, যত ভারত-নন্দন
স্বাধীনতা জয়-গান, হরষিত মনে,
গায়িত, বাজিত বাদ্য, সমর-ভূমিতে
"জয় স্বাধীনতা জয়!—ভারতের জয়!"
বেদবাক্য সম এই ধুয়ার ধ্বনিতে
ধ্বনিত হইত শূন্য আকাশ-হৃদয়।

১১

সে সুখের শুভ দিন করি দরশন
সুখিনী তুমিও, দেবি, কত হয়েছিলে;
দিবানিশি কুলু কুলু অস্ফুট বাদন
প্রবাহের করতালে বাজাইয়াছিলে।
আজো তা বাজাও বটে, কিন্তু গো তেমন
মনোহর নহে, এ যে নাহে সে সময়।

এবে ভারতের চিতে চিতা-হুতাশন
প্রজ্জলিত, তাই হায়, সবি বিষময়।

১২

তার পর পুণ্য ভূমি ভারতে যবন
যবে প্রবেশিল হয়ে লোভের অধীন,
ভারতের স্বাধীনতা অমূল্য রতন
(কোথা স্বর্গ-সুখ তার কাছে সমীচীন ?)
সেই দিনে—কাল দিনে—বিধি বিড়ম্বনে
অপহৃত হইয়াছে। তুমি তা তখন
হেরেছ হিমাদ্রি-সুতে। কিছু সুখ মনে
ভারতের তার পর করেছ দর্শন ?

১৩

ভারত বা ভারতের অঙ্ক-সুশোভিনী
বঙ্গভূমি আজো, হায়, পরের পালিতা।
পূর্ব্বের সে দিন ভাবি দিবস যামিনী
অশ্রুমুখী—মুক্তকেশা—শোক-বিষাদিতা।
তাও, নদি, চক্ষে তুমি সদা নিরীক্ষণ
করিতেছ, সত্য কও, ক'র না ছলনা,
সেদিন এদিন সহ করিলে তুলন,
নয় কি স্বর্গের সহ নরক-তুলনা ?

১৪

যাহোক্, তথাপি আজ বঙ্গ-সুতচয়
বিজয়া-দশমী-সুখে মেতেছে এখনি,

অধীনতা কারে বলে ভুলেছে নিশ্চয,
স্বাধীনা আজি গো যেন ভাবত জননী।
পূর্ব্বেব সে সুখ দিন আজি সমাগত,
দশদিশি সুপ্রসন্ন, যা হেবি নযনে
তাতেই মাধুরী হাসে যেন বিবাজিত
স্বাধীনতা আজি এই বঙ্গ নিকেতনে।

১৫

তোমার প্রবাহ, নদি, আজি মনোহর,
আজি তব কলধ্বনি বীণার ঝঙ্কার,
আজি তব ছবিখানি সুষমা-আকর,
উন্নমিত বীচি আজি শোভাব আধাব,
তোমাব দুকূল আজি, অয়ি কুলবতি,
কত যে ধবেছে শোভা কব তা কেমনে?
ইন্দ্রের অমরাবতী, যথা শচীপতি
বিরাজেন, তাই বুঝি এ বঙ্গভবনে।

১৬

রক্তছবি রবি ঐ—পশ্চিম গগনে,
হেরি তাঁরে আজি চিত অতি হরষিত।
প্রত্যহ রবিরে বটে নিরখি নয়নে,
আজিকার মত কিন্তু নহে কদাচিত।
অস্তগামী রবি-করে তোমাব হৃদয়
উজ্জ্বল লোহিত রঙে সাজিছে কেমন।

অন্য দিন দেখিয়াছি, কিন্তু কভু নয়
আজিকার মত চিত-আঁখি-বিমোহন !

১৭

কতবার তব তটে সান্ধ্য সমীরণ
সেবিবারে আসিয়াছি, দেখেছি তোমায়
পলক বিহীন নেত্রে, কিন্তু গো নয়ন
জুড়া'ল যেমতি আজি - কি কব কথায় ?
দিনেকের তরে কভু হয়নি তেমন।
পুরাণ-বর্ণিত তব মহিমা অপার
প্রত্যক্ষ নিরখি আজি, চারু দরশন,
তটিনি, তুমি গো আজি নয়নে আমার।

১৮

আজি বঙ্গবাসী, দেবি, দেখি গো নয়নে,
মৃণ্ময়ী উমারে তব অগাধ সলিলে
বিসর্জ্জিছে বাদ্য সহ—বিষাদিত মনে,
অনিচ্ছায়—বোধ হয় তাঁদেরে দেখিলে।
কিন্তু তুমি হৃষ্টচিতে, হসিত বদনে,
কোমল লহরী কর করি প্রসারণ
তব সপত্নীরে সুখে দৃঢ় আলিঙ্গনে
করিতেছ তাঁর সহ প্রিয় সম্ভাষণ ;

১৯

মৃণ্ময়ী প্রতিমা ক্রমে বিসর্জ্জন করি,
বিসর্জ্জন-বাদ্য সহ ফিরিল সকলে.

গৃহমুখে, গঙ্গাজল ঘটপাত্রে ভরি
লইল লভিতে শান্তি সে শান্তির জলে।
কৃপণ যেমতি তার রজত কাঞ্চন
মৃত্তিকা খনন করি রাখে লুকাইয়া,
তেমতি গঙ্গার গর্ভে বঙ্গ-সুতাগণ
প্রতিমা রাখিয়া গেল যেন ডুবাইয়া।

২০

দিবাকর অস্তমিত, প্রদোষ উদয়,
অপ্রগাঢ় অন্ধকারে ভাগীরথী-তীর
ডুবিল ক্ষণেক তরে, পুন আলোময়
হইল চৌদিক, গঙ্গা-সুশীতল নীর।
সারি সারি দীপালোক, আকাশে আবার
শরতের দীপ্ত শশী দশকলা জ্বালে
উজলিল হাসি হাসি, বাহা কি বাহার।
উজ্জ্বল মাণিক যেন রাজেন্দ্রাণী-ভালে।

সময়—সন্ধ্যা।

২১

জনশ্রুতি এইরূপ,—রঘুকুল-মণি
রামচন্দ্র ভগবতী-পদ পূজা করি
বধিলেন রাবণেরে, যেমতি অশনি
উচ্চশির তালতরু ফেলয়ে বিদারি।
আজিকার তিথি সেই—বিজয়া-দশমী;*

এই দিনে দশানন হইল নিধন,
হরষে রাঘব-সেনা করি জয়ধ্বনি
পরস্পরে ক'রেছিল দৃঢ় আলিঙ্গন।

২২

আজিও ভারতে ভাই—বঙ্গে বিশেষতঃ
বিজয়া-দশমী-তিথি সমাগত হ'লে,
আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ যত
পরস্পরে আলিঙ্গন করে কুতূহলে।
বহু যুগ গত হ'ল, তবুও এখন,
রামের গৌরব তরে হরষিত মনে
হিন্দুজাতি পরস্পরে করে আলিঙ্গন;
বিজয়া-দশমী ধন্য ভারত-ভবনে।

২৩

গুরুজনে প্রণিপাত, বান্ধবের সনে
প্রীতিময় কোলাকুলি করিছে সকলে;
সিদ্ধিজল পান করি, মিষ্টান্ন বদনে
দিতেছে, ভাসিছে সবে আনন্দের জলে।
ভাগ্যে, সীতাপতি, তুমি রাবণে বধিলে,
বর্ষে বর্ষে দেখি তাই এ সুখ-উৎসব;
এ হেন উৎসব-সুখ ধরণী খুঁজিলে
মিলিবে না; ভারতের এ এক গৌরব।

২৪

শৈশবের সখাগণ! এস এস আজি,
কোলাকুলি করি, ভাই, পেয়েছি সময়,
বিজয়া-দশমী-সন্ধ্যা শশি-করে সাজি
হাসিছে কেমন ঐ, চারু শোভাময়।
এ হেন সুখের সন্ধ্যা, বাসনা অন্তরে,
হয় যেন প্রতিদিন, তা হ'লে সবশে
হৃদয় জুড়াই সুখে কোলাকুলি ক'রে,
মগন সকলে হই আনন্দের জলে।

২৫

শত্রু মিত্র সকলেই আজি যে সমান,
বিজয়া-দশমী গুণ বিচিত্র এমনি।
শত্রু যারা, এস তারা, করিব প্রদান
মিত্রভাবে আলিঙ্গন আত্ম সম জানি।
বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক, যবন,
যদিও তোমরা দ্বেষী হিন্দুধর্ম্ম প্রতি,
এস এস, কিন্তু আজি সুখ আলিঙ্গন
পরস্পরে করি সবে, এ মোর মিনতি।

২৬

শরতের শশধর, তুমিও হরষে
শীতল কিরণ-কর বাড়াইয়া দাও,
আলিঙ্গন তব সহ প্রফুল্ল মানসে

কবি এস, ভালবাসা দেখাও দেখাও।
চিরদিন সুধামাখা কর বরিষণে
কতই করেছ মোর আনন্দ উদ্রেক।
এস এস আজি, শশি, তাই তব সনে
আলিঙ্গন-সুখ পুন লভি হে ক্ষণেক।

২১

আহা কি সুখের সন্ধ্যা!—আনন্দ অপার।
আজি সন্ধ্যাকালে বঙ্গ অমর-ভুবন।
অপূর্ব্ব সুন্দর ভাবে আজি রে আমার
ভুলিল হৃদয়, দেহ, মানস, নয়ন।
আজিকার নিশি, বিধি, প্রভাত ক'র না
স্বর্গীয় এ সুখে, আহা, তা হ'লে কেমন
আরো সুখী হব, কিন্তু বৃথা সে বাসনা,
বিজয়া-দশমী হ'বে নিশার স্বপন।

চিত্র।

১

কার্ত্তিক, [illegible]৮

কখন দেখিনি যাহা, আজি রে দেখিনু তাহা,
সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আঁকিল?
সে যে হৌক্, কিন্তু তারে, ধন্য বলি বারে বারে,

চির-জীবনের তরে কিনে মোরে রাখিল।
রসিক সে চিত্রকর, হেন রস শিখিল।
কত ছবি দেখিয়াছি, কত ছবি লিখিয়াছি,
কখন ক্ষণেক তরে চিত নাহি ভুলিল ;
কিন্তু ভুলাইল আজি, ও ছবি যে তুলিল।

২

কি বাকী ? দেখেছি সবি, দেখেছি বিলাতী ছবি
কত শত প্রতিদিন কে পারিবে গণিতে ?
বিলাতী রমণীগুলি রূপের বাজার খুলি
ব'সে আছে, রূপে ভুলে ক্রেতা যায় কিনিতে।
আঁখি হীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে।
বিলাতী রমণী-রূপে যে ডুবে রসের কূপে,
সে ডুবে লবণ-জলে সুধা রাশি থাকিতে।
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে।

৩

ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হয়েছে,
অচলা বিজলী যেন—মনে অনুমানি হেন—
উজলি দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে রয়েছে।
উথলিছে রূপরাশি, ঝরে মন ভোলা হাসি,
ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হয়েছে,
উজলি দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে রয়েছে।

৪

ধন্য সেই চিত্রকর, ও ছবি যে লিখেছে।
ধন্য পরিশ্রম তার, এত ক'রে শিখেছে।
ভাগ্যবলে একবার দেখা যদি পাই তার,
এখনি হইব চেলা আশা বড় হয়েছে।
তাই ত, কোথায় যাব, কোথা গেলে দেখা পাব?
বস্ত্র রেখে চিত্রকর কোন্ খানে গিয়েছে?
প্রশংসা শুনিবে ব'লে লুকায়ে কি রয়েছে?

৫

কিম্বা সেই চিত্রকর, বিশেষ জ্যোতিষপর,
আমার মনের আশা মনে মনে জানিয়ে,
আমার অলক্ষ্যে আসি, এঁকেছে এ রূপরাশি,
সাক্ষাৎ শোভারে যেন রেখে গেছে আনিয়ে।
এ রতন মূল্য দিয়ে রাখিল সে কিনিয়ে।
দুখী মোরে বলে কে রে? যেই বলে দুখী সে রে,
যত সুখী এবে আমি, ত্রিজগতে খুঁজিয়ে
পারে কি তেমন কারে, দেখ দেখি ভাবিয়ে?

৬

প্রচণ্ড নিদাঘ কালে জল যথা দেখিলে,
তৃষিত পথিক ছুটে, পান করি আশা মিটে,
আনন্দে হৃদয় তার তৃপ্তি সহ উথলে।
আমার তেমনতর ভাগ্যে আজ ঘটিল;

সংসার পীড়িত চিত করিলাম তিরপিত,
ও ছবির রূপ হেরি, আঁখি দুটি মজিল।
অচিন্ত্য রতন আজ দরিদ্রের যুটিল।

৩

কিন্তু ভয় হয় মনে, পাছে যদি অন্য জনে
সন্ধান পাইয়ে আসি দরিদ্রের কুটীরে
গোপনে কর্দ্দম কালি ছবি-দেহে দেয় ঢালি,
তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!—মরিব রে অচিরে!
অতএব এই বেলা ছবি পাশে যাইয়ে,
সুপুরু বসন দিয়ে, ছবিটিরে ঢাকি গিয়ে,
কি আছে এখানে কেউ জানিবে না আসিয়ে,
এ যুকতি বড ভাল—করি তাই যাইয়ে।

৮

প্রবেশ করিনু ঘরে ভাবি এই মানসে,
কাছাকাছি হব হব, অমনি মধুর রব
ররষি প্রেয়সী মোরে আলিঙ্গিল হরষে।
বিস্মিত হলেম আমি নেহারি এ ঘটনা।
প্রেমের প্রতিমা মোর উজলিয়ে ঘর দোর,
দেয়ালে ঠেসান দিয়ে করিল এ ছলনা।
সাবাস্ চতুরা মোর প্রেমময়ী ললনা!

ভারত-বিলাপ-গীতিকা।

স্থান—সমুদ্র-তট।

সময়—প্রভাত।

দাঁড়ায়ে সাগর-তটে দেখিলাম চাহিয়া,—
সুদূর সুনীল নীরে, তরী বাহি ধীরে ধীরে,
একটি দুখিনী নারী যাইতেছে কাঁদিয়া;—

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

"হা বিধি, হা বিধি! এই ছিল কি তোমার মনে,
নিদয়-হৃদয় তুমি জানিলাম এতদিনে।

যারে ভালবাসে যেই,
তারেই মজায় সেই,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার
তোমার আমার সনে।

এক দিন তুমি মোরে
বিশেষ যতন ক'রে
সাজাইয়াছিলে, বিধি,
বিচিত্র ভূষায়;—

দেখাইতে কারু কাজ,
অতুল অমূল সাজ
কতই আমারে দিলে,
অতি হরষিত মনে।

তুষিতে যতেক সুর,
সৃজিলে অমর-পুর ,
তুষিতে মানবচয়ে,
ভূতলে আমায় ;—

দ্বিতীয় অমরা কবি,
প্রকাশিয়া কারিগরি,
সাজাইলে চারুতর
প্রাকৃতিক বিভূষণে।

এবে নিরদয় হয়ে,
পর-করে অরপিয়ে
কি দশা করিলে মোর,
কহিব কাহায় ,—

ভুলেও যা ভাবি নাই ,
কপালে ঘটিল তাই !
টুটিল সে সুগৌরব,
বিধি, তব বিড়ম্বনে !

এই যদি ছিল মনে,
কেন তবে সেইক্ষণে
করিলে না মরুময়ী
তুমি হে আমায় ;—

তা হইলে পরের হাতে
হ'ত নাই দুখ পেতে,

ঝরিত না অক্ষি-জল
বিদেশীয় কুশাসনে !

পৃথিবী-ঈশ্বরী ক'রে,
কিঙ্করী কেমনে মোরে
করিলে নিদয় বিধি,
সুধাই তোমায় ,—

সুবর্ণ পিতল হল,
এই তব মনে ছিল।
আচম্বিতে হলাহল
ঢালিলে মম বদনে।

তব দত্ত সাজে সাজি,
মনের আনন্দে মজি
বিরাজিতে ছিনু চির
অতুল শোভায় ,—

হেনকালে অকস্মাৎ,
শিরসে অশনিপাত
করিলে অযুত বলে,
সুগভীর গরজনে !

মস্তক হয়েছে চুর,
আনন্দ হয়েছে দূর,
অসহ্য অসীম ভীম
যাতনা-শিখায় ;—

দহিতেছি দিবা রাতি,
অশনি-অনল-বাতি
মনের ভিতরে মোর
জ্বলিতেছে প্রতি ক্ষণে।

জ্বলিতেছে যাতনায়,
তবুও জীবন, হায়,
কেন নাহি বাহিরায়?
কহিব কাহায়?—

যে যাতনা মোর চিতে,
সে যাতনা প্রকাশিতে
রসনা যাতনা পায়,
নিজে ভেবে দেখ মনে।

বিধাতা, তোমার চিত,
কিসে বল, নিরমিত;
লৌহ শিলা কুলিশেতে,
অনল-শিখায়?

তা যদি না হবে, তবে
কেন তুমি বাম হবে
তব দীনা তনয়ারে
বাম দৃষ্টি বরিষণে?

মরুভূমে তরু-ছায়া
সহিত তুলিত দয়া,
সে দয়া সৃজিত তব
নিখিল ধরায় ,—

না জানি স্বয়ং তুমি
কত কোটি দয়া-ভূমি ,
কিন্তু কেন বাম মোরে
কি পাপের বিড়ম্বনে ?

দয়াময় নাম ধর,
দয়া দান নিরন্তর
কর তুমি, শুনি আমি,
সকল জনায় ,—

আমারে সে দয়া-ধন
দিতে দিতে, কি কারণ
নিদয় হইলে পুন
বল, কহি শ্রীচরণে।

আমার মুকুট নিয়ে,
কাহার শিরসে দিয়ে,
করিলে হরিষ লাভ,
কহ হে আমায় ;—

মানুষের মত কি হে,
দেবেরো চঞ্চল হিয়ে?
পক্ষপাত, অবিচার
স্থান পেলে দেব-মনে?

বিশেষ, জনক তুমি,
তনয়া তোমার আমি,
উচিত তোমার সদা
পালিতে আমায়;—

তা না হয়ে নর মত,
তনয়ারে অবিরত
হইলে বিমুখ, পিত,
এই কি গো ছিল মনে!

কেঁদেছি কতই বার,
কাঁদিতেছি অনিবার,
আরো কি কাঁদিব পরে
যাতনার দায়;—

বুঝি, কাঁদিবার তরে
ঘৃণায় সৃজিলে মোরে,
প্রাণ যে কেমন করে
হা হতাশ-হুতাশনে!

করু দয়া দয়াময়,
নারী-হৃদে কত সয় ?
অবিরল অক্ষি-জলে
বক্ষ ভেসে যায় ,—

পর-অধীনতা হ'তে
কি যাতনা ত্রিজগতে ?
সে জ্বালায় জ্ব'লে মরি,
বক্ষ দয়া ববিষণে।

হও পিত, অনুকূল,
তোমাব দৌহিত্রকুল
সবোদনে অবিরল
ভূতলে গড়ায় ,—

দেখ চেয়ে একবার,
কি যে দুখ সে সবাব ,
নাসাগত প্রাণ-বায়ু
বিদেশীর প্রপীড়নে।

তুমি গো নিদয় মোরে,
আমি গো কেমন ক'রে
নিদয় হৃদয় হ'ব
সে সব জনায় ,—

যতক্ষণ আছে প্রাণ,
থাকিবে স্নেহের টান ;
জড়ায়ে রাখিব কোলে
প্রাণাধিক সযতনে।

কিন্তু, হায়, তা বিফল ;
ক্রমে দেহ অবিচল,
অবসার কত বল
ক্ষীণতর কায় ;—

এত দিন ম'রে ম'রে
রাখিনু হৃদয়ে ধ'রে,
পারি না পারি না আর,
পারি না হে কোনক্রমে!

এইবার তুমি চাও,
এ ভয়ে অভয় দাও,
বাঁচাও তনয়গণে
অপার দয়ায় ;—

দীনহীন পরাধীন,
জীবন্মৃত বহুদিন ;
এ হেন শঙ্কট ঘোরে
তাকাও তাদের পানে।

পিত গো, কি কব আর,
প্রতীচী শাসনভার
এত ভাবি, এত দৃঢ়,
কি কব তোমায় ,—

হিমাদ্রি ভূধররাজ
আমার শিরস-সাজ,—
সোলা সম , বজ্র শত
তুচ্ছ অতি মম জ্ঞানে।

ঐ দেখ, পদ্মযোনি,
জগত-নয়ন-মণি
দিননাথ হাসে পূর্ব্ব
আকাশের গায় ;—

একদিন ঐ হাসি
আমার মানসে পশি,
আমারে হাসায়েছিল ,
আজো তাহা জাগে মনে।

কিন্তু আজ দিবাকরে
হেরি পূর্ব্ব নীলাম্বরে,
হাসির বদনে অশ্রু
বক্ষ বহি যায় ;—

দেখেছি স্বপন যেন,
মনে অনুমানি হেন,
তোমারি বিচার-দোষে
মিথ্যা ভাবি সত্য ধনে।

কও গো জগত-স্বামী,
এতই মায়াবী তুমি?
তোমার এ ছায়াবাজী
বুঝে উঠা দায়,—

পিতার এ কাজ নয়—
শত্রুর আচারময়—
নিজ জনে এ ছলনা,
কলঙ্ক রাখিলে কিনে!

যদি নাহি চাও, তবে
অভাগা সন্তান দলে
বাঁধিয়ে আপন গলে
মরিব, নারিব আর
তিষ্ঠিতে ধরায়,—

তোমারি অযশ রবে,
তোমারি জগত কবে—
'বিধাতা নির্দ্দয়তম
এ সমগ্র ত্রিভুবনে!'

যদি ভালবাস তাই,
তবে আর কাজ নাই;
আপনার প্রিয় সাধ,
চেওনা আমায়;—

ভেসেছি সাগরে আজ,
ডুবিয়ে মরিব আজ
এ অতল নীল জলে;
কিবা লাভ এ জীবনে?

একটি কুসুম।

১

বিশাল উরসে বিশাল ধরণী
বিধির সৃজিত বিবিধ কানন
ধরিয়া শোভিছে দিবস রজনী,
দেখিব বাসনা—জুড়া'ব নয়ন।
ত্যজিয়া ভবন চলিনু দেখিতে;
দেখিনু সুচারু কানন নিচয়,
বিবিধ পাদপ, কে পারে গণিতে?
সুরভিত ফুলে চির শোভাময়!

২

পূরব কাননে ফিরায়ে নয়ন,
দেখিলাম এক পাদপ-শাখায়

একটি কুসুম, নয়ন-মোহন,
ফুটিযা দুলিছে রূপেব ছটায়।
এ হেন সুন্দর কুসুম রতন
হেরিনি কথনো ধবণী-কাননে,
মরুভূমি ধরা কি রূপে এমন
শোভিত হইল অমব-ভূষণে?

৩

শুনেছি কবিব সুধামাখা গলে
অমব-সেবিত অমর-ভুবনে
নন্দন-কাননে চির-পরিমলে
ফোটে পারিজাত অমব-কিবণে;
অমর-বাঞ্ছিত অমৃত-শীকর
সে ফুল হইতে পড়য়ে ঝরিয়া,
হেম-পাত্র ভরি অমর নিকর
মিটায় পিপাসা সেবন কবিয়া।

৪

কবি-মুখে শুনি, কভু দেখ নাই,
কবি-তেজস্বিনী কল্পনার গুণে
বিবরণ তার যত টুকু পাই,
মন-নেত্রে দেখি, শ্রবণেতে শুনে।
কবির কল্পনা সফল হইল,
মনোহর দর্শিত দেবের রতন

পারিজাত ফুল মরতে ফুটিল,
কি আছে কুসুম ইহার মতন ?

৫

আপন মনেতে আপনা আপনি,
সুখ-সেব্য-ধীর-সমীর-হিল্লোলে
দুলিছে কুসুম, মধুর নাচনি,
হরি-বক্ষে যেন কৌস্তুভ দোলে।
আরো কত ফুল কাননে হাসিছে,
লাবণ্যের ছটা পড়িছে উছলি ;
সকলেরি রূপ এ ফুল নাশিছে
শশি-রূপে যথা তারকা-মণ্ডলী।

৬

দেখিতে দেখিতে সুধীর সমীর
পশ্চিম প্রবাহে অধীর হইয়া
বহিল , কুসুম হইল অথির,
ইতি উতি করে হেলিয়া দুলিয়া।
প্রতীচী হইতে এমন সময়ে
বায়ুর তাড়নে মধুমাছিগণ—
বিষময় মুখ—পিপাসিত হয়ে
বসি ফুলে সুধা করিল শোষণ ;

৭

যেন রে সহসা পীড়া পরিচয়
পূরিত-যৌবনা ললনা-শরীরে

সবলে প্রবেশি করিল বিলয়
নয়ন-রঞ্জন মাধুরী অচিরে
শুখা'ল কুসুম, হইল মলিন
রূপরাশি, হাসি গেল মিশাইয়া,
সোনার প্রতিমা হইল নীলিম
মধুমক্ষি-বিষে জর্জ্জর হইয়া!

৮

নীরস কুসুম বিষাদ অন্তরে
শোক-চিহ্ন ধরি রহিল ঝুলিয়া।
নিরখি আমার হৃদয় ভিতরে
শত দুখ-শিখা উঠিল জ্বলিয়া।
মনে মনে, পুন ফুকারি ফুকারি,
হৃদয়ের সহ মধুমক্ষিদলে
দিনু অভিশাপ, ফেলি অক্ষি-বারি;
অসীম বিষাদে বসিনু ভূতলে।

৯

কভু নেত্র মুদি, কভু ফুল পানে
চাহিয়া, নিরখি সে দশা তাহার,
কহিনু ধাতায় আকুল পরাণে;—
এই কি, বিধাতঃ, বিচার তোমার?
দুরন্ত নিঠুর ক্ষুদ্র নীচ প্রাণী
মধুমক্ষিকুল, তাদেরে সৃজিলে

এই কি করিতে ? বল, পদ্মযোনি,
নির্ম্মধু করিতে পদ্ম নিরমিলে ?

১০

এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?
কেন এ কৃতঘ্ন মক্ষিরে সৃজিলে ?
মধু লয়ে, দেয় হলাহল ভার,
জর্জ্জরিত করে যন্ত্রণা-অনলে।
এরাই আবার 'মধুমক্ষি' নামে—
কি লজ্জার কথা!—গৌরব করিয়া,
তব পুণ্যময় এ মেদিনী-ধামে
ক্ষুদ্র পাখা নাড়ি বেড়ায় উড়িয়া!

১১

এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?
হৃদয়-দহন, জীবন-শোষণ
বিষময় মাছী বিষের আধার
মধুর কুসুমে করে জ্বালাতন ?
এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?
ক্ষণ পূর্ব্বে হেরি যে কুসুম-কায়
নেচে উঠেছিল অন্তর আমার,
এবে দুখে কাঁদি নিরখি তাহায়!

১২

অতল বিষাদ-সলিলে ডুবিয়া
রহিনু বসিয়া ভূতল উপরে ;

উদ্যান-পালকে নিকটে হেরিয়া,
ফুল-পরিচয় কহিনু তাহারে।
উদ্যানের মালী অতীব প্রাচীন,
কত শত বার দেখেছে তপনে
উঠিতে গগনে; কত শত দিন
কেটেছে, জানিনু নেহারি বদনে।

১৩

কহিনু তাহারে কি নাম তোমার?
কহ বর্ষীয়ান্, জানিতে বাসনা
কি কুসুম উটি, কি নাম ইহার?
জান যদি, কহ ইহার ঘটনা।
বিষাদ অন্তরে, অতীব কাতরে
উদ্যান-পালক কহিল আমায়;—
"'ইতিহাস' নামে জানিও আমারে;
'ভারত-কুসুম' জানিও উহায়!"

কোন নববিবাহিত বন্ধুর প্রতি।

১

এই যে খানিক আগে শ্রবণ-বিবরে, সখে,
মধুর মুরলী বীণা সেতার-নিক্কণ
স্বর্গীয় সুধার পারা
ঢালিয়া মধুর ধারা,

তিবপিতেছিল চির পিপাসিত মন।
ক্ষণ পরে অকস্মাৎ কেন হে এমন?

২

এ অমৃত কেন আর ভাল নাহি লাগে, সখে,
এ হ'তে সুধার আস্বাদন
কি পুন শ্রবণে মোর
পশিয়া করিল ভোর
হৃদয়, মানস, জিনি সঙ্গীত-স্বনন?
সঙ্গীতো মাজিল হা'র।—অপূর্ব্ব ঘটন!

৩

বুঝেছি—কেন যে মোব মানস মাতিল, সখে,
বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণে;—
তব নব পরিণয়
(অতুল অমৃতময়।)
বিয়সি সঙ্গীত-বসে, নব আস্বাদনে
মাতাইল চিত মোর, কব তা কেমনে?

৪

নূতন বিবাহ তব শুনিয়া শ্রবণে, সখে,
কি যে সুখী, কহিব কেমনে?
সে সুখ বিশেষি কই
এমন ক্ষমতা কই?
রসনা অবশ আজি বচন রচনে;
জিহ্বাও সুখের ভারে সুখী মোর সনে।

৫

এত দিন ছিলে তুমি সংসার বাহিরে, সখে,
যথা বন ধারে তরুবর
একাকী দাঁড়ায়ে রয়,
কেহ তার সঙ্গী নয়;
বনজ পাদপ, লতা সবাই অপর,
কেহ তার কেহ নয়, অন্তরে অন্তর!

৬

কিন্তু যবে ভাগ্য তার ফিরিয়া দাঁড়ায়, সখে,
নিশাগতে প্রভাত মতন।
বন-লতা ধীরে ধীরে
অবলম্বি ধরণীরে,
জড়ায়ে সে তরুবরে করে আলিঙ্গন;
সোণার লতিকা আজি তোমাতে তেমন!

৭

সাদরে যুগল ভুজ করিয়া প্রসার, সখে,
ধর ধর এ নব রতন;
হৃদয়-আসনোপরি
সযতনে রাখ ধরি,
নতু অযতনে ভূমে করিবে লুণ্ঠন
প্রেমের প্রতিমা তব, হেমের বরণ!

৮

এ দেশ—এ বঙ্গ দেশ অতি ভয়ময়, সখে,
অভাগিনী হেথায় রমণী!
পুরুষ কঠিন চিত,
সে হেতু সদাই ভীত
অবলা সরলা নারী দিবস রজনী,
পাষাণ উরসে লতা নীরস যেমনি।

৯

সেই হেতু ভয়ে ভয়ে তোমারে সুধাই, সখে,
এ দেশীয় পুরুষ মতন,—
ভুলেও ক্ষণেক তরে,
প্রেমের পুতলী'পরে
হয়ো না হয়ো না, সখে, কঠিন কথন,
কঠিন উপলময় ভূধর যেমন!

১০

তা হ'লে তোমার ঐ কমলবদনী, সখে,
কোমলতাময় সুমূরতি
পাইবে যাতনা ভারি,
হৃদিবিদারণকারী
বাজিবে হৃদের শেল; বসি দিবারাতি
কাঁদিবে নীরবে, যেন নিদাঘে ব্রততী!

১১

নূতন যৌবনে তুমি সুখে পশিয়াছ, সখে,
(প্রেমরাজ্য!) আজি সেকারণ,
বিধাতা সদয় হয়ে,
প্রেমের আধার লয়ে
সযতনে তব করে করিল অর্পণ ;
স্বর্গীয় এ মহাদান!—কি আছে এমন?—

১২

অযুত মুকুতা মণি কনক রজত, সখে,
এর সহ তুলনা কি হয়?
বসন্ত কুসুম রাশি,
শরতের পূর্ণ শশী,
এ হেন দানের পাশে মানে পরাজয় ;
যা কিছু সুন্দর ; কিন্তু এর সম নয়!

১৩

যত কিছু প্রজাপতি মনোহর করি, সখে,
গড়েছেন জগত মাঝার ;
সেঁই বিধি নিরজনে
বসিয়া অনন্ত মনে,
মনের মতন করি—রচনার সার!—
গঠিলা রমণী-নিধি, রাখিতে সংসার।

১৪

বিধি-গুণে সেই নিধি পাইলে সময়ে, সখে,
এবে তুমি সুভাগ্য-অধীন!
ফুটিল সুখের ফুল,
দাম্পত্য-প্রণয়-মূল
অক্ষয় হইয়া দৃঢ় হৌক্ দিন দিন;
নবীন প্রণয় হৌক্ অবাধে প্রবীণ।

১৫

নিখুঁত প্রণয়-বশে নিখুঁত হৃদয়ে, সখে,
অবিরল সুরসিত হও!
প্রেমের পুতলী সনে
প্রেম-ভাষ-সম্ভাষণে,
বিশ্বজয়ী প্রেম-গুণ শতগুণে গাও!
প্রেমের অমর ভাব আঁকিয়া দেখাও।

১৬

শর্করা মিশিলে যথা পয়সের সনে, সখে,
কিবা মধুরতা ধরে তায়!
পুরুষের সনে তথা
পরিণয়-সূত্রে গাঁথা
হইলে রমণী, তাহে উথলি বেড়ায়
প্রণয়-মাধুরী। সুধা কে আর সুধায়?

১৭

এত দিনে সে মাধুরী তোমা দুই জনে, সখে,
সূত্রপাত হ'ল উঠিবার ;
হৃদয় খুলিয়া দিয়ে,
নব প্রণয়িনী লয়ে,
নব প্রেম-সুধা-হ্রদে দাও হে সাঁতার ;
প্রেমের জগতে কর প্রেমের বিস্তার।

১৮

আরো দুটো কথা বলি, অভিন্ন-হৃদয়-সখে,
প্রেম-শিক্ষা শিখ হে যতনে ,—
প্রবেশিয়া উপবনে,
সহকার তরু সনে
সুজড়িত লতিকায় দেখিও নয়নে,
দাম্পত্য-প্রণয়-শিক্ষা আছে সে দর্পণে।

১৯

প্রভাতে অরুণ রবি উঠিলে গগনে, সখে,
দে'খ তুমি চাহিয়া তখন
একবার দিনকরে,
আরবার সরোবরে
নব বিকসিত চারু নলিনী-বদন,
দাম্পত্য প্রেমের তাহে আছে দরপণ।

২০

পূর্ণিমার নিশাকালে গিয়া সর-তীরে, সখে,
ভাল ক'রে বারেক দেখিও ;
শশী পেয়ে কুমুদিনী
কত দূর আমোদিনী!
দাম্পত্য-প্রণয় তার যতনে শিখিও ;
ভোল পাছে, সেই হেতু হৃদয়ে লিখিও।

২১

একপে প্রণয়-শিক্ষা শিখিলে, প্রণয়ী সখে,
কি যে প্রেম জানিবে বিশেষ ,
চিরকাল সুখে রবে,
প্রকৃত প্রণয়ী হবে,
দুখের সংসারে সুখী হইবে অশেষ ;
পঙ্কেও কমল ফুল দেখায় সরেস।

২২

আরো দুটো কথা বলি, ওহে ও প্রাণের সখে,
যে পুরুষ বিমুখ জায়ায়,
চিরজীবনের প্রিয়া,
তারে দূরে তেয়াগিয়া,—
(মণিরে ফণীর সম) লাম্পট্য আশায়
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ভ্রমে ; কখনো তাহায়

২৩

দিও না এখন আর নিকটে আসিতে, সখে,
বিষ সম ভাবিও তাহায়;
তোমার নবীন প্রেম
কষিত অমল হেম,—
লম্পট পুরুষ তাহে কলঙ্কের প্রায়!
গোরসে গোচনা,—বিষ মিশিবে সুধায়।

২৪

ভাল কথা মনে হ'ল; মনে যেন রয়, সখে,
'বিচ্ছেদ' অরাতি নিরদয়
প্রণয়ের পাছে পাছে
অলক্ষ্যে নিয়ত আছে,
ঘেঁসিতে দিও না কাছে, মনে যেন রয়।
প্রণয়িনী ছাড়া হ'লে ঘটিবে সে ভয়।

২৫

যা কিছু বলিনু আমি, ভুল না ভুল না, সখে,
সখা তুমি, তাই হে তোমায়
বলিনু এ কটি কথা;
নতুবা কি মাথা ব্যথা
পর জনে বলিবারে? কি লাভ তাঁহায়?
অপরে পরের কথা কে ভাবে কোথায়?

২৬

শেষ কথা এই বার বলি বাম্মনে, সখে,
আজি তুমি যাঁহার কৃপায়
লভিলে অমূল্য নিধি;
নিরবধি সেই বিধি
রাখুন নীরোগে সুখে তোমা দুজনায়;
বিবাহের মুখ্য ফল ফলুক ত্বরায়।

কালের শৃঙ্গবাদন।

১

"যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগতজন;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস,
নীরবে থে'ক না—হয়ো না হতাশ;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগতজন।"

২

এত বলি কাল করাল বদনে
রাখিল সে শৃঙ্গ অতীব যতনে;
বাজিয়া উঠিল গভীর নিক্কণে,

ছুটিল নিনাদ সমীর মিলনে,
পুরিল আকাশ, কাঁপিল ভূতল,
কাঁপিয়া উঠিল হিমাদ্রি অচল;
কোটি কোটি বার প্রতিধ্বনি উঠে,
দিগদশ ব্যাপি চারিদিগে ছুটে,
চমকিত-চিত জগতবাসী।
কালের সে শৃঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর,
অযুত কুলিশ তাহার কিঙ্কর!
সহসা প্রলয়, হেন বোধ হয়,
জগত-নিবাসী আকুল-হৃদয়!
ভূধর সাগর উঠিল কাঁপিয়া,
তরু পড়ে ভূমে হৃদয় চাপিয়া;
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হয়,
আবার তরঙ্গ উঠে হয় লয়;
অফেন সাগর সফেন হইল,
তুলারাশি যেন সলিলে ভাসিল;
কেশরি-নিনাদে অপর কেশরী
উঠে লাফাইয়া হুহুঙ্কার করি;
কালশৃঙ্গ রবে গর্জ্জিল সাগর;
তা সহ সমীর ছাড়ে ভীম স্বর;
বুঝি রে প্রলয় জগতনাশী!

৩

প্রেমের আদর্শ বনের ভিতরে,—
জড়িত লতিকা তরু কলেবরে,
হায় রে, সে নাদে পৃথক হইল,
প্রণয়-বন্ধন ছিঁড়িয়া পড়িল।
সোহাগিনী লতা ভূতলে গড়ায়,
বিরহে পাদপ শাখা আছড়ায়,
অবশেষে সেও পড়িল ভূমে।
তরুলতা-ভূষা কুসুম নিকর
বৃন্তহীন হয়ে পড়ে ঝর ঝর;
দস্যু-স্বরজনে গৃহস্থ যেমন
ভয়ে জড়সড়, লুকায় রতন।
স্তনপায়ী শিশু ছাড়ে স্তনপান,
ভয়েতে জননী ব্যাকুলিত প্রাণ!
শয়িত দম্পতী সহসা জাগিল,
কুস্বপনে যেন সুনিদ্রা ভাঙ্গিল!
গ্রীবা বাঁকাইয়া দয়িত-গ্রীবায়
ছিল বিহঙ্গিনী প্রেম প্রতীক্ষায়,
সহসা শুনিয়া কাল-শৃঙ্গ-রব
চমকিত-চিত, করি কলরব,
বিহঙ্গ সহিত উড়িল ব্যোমে।

৪

"যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগতজন ;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কাব-নাদ বহুক বাতাস,
নীরবে থে'ক না—হয়ো না হুতাশ,
ছাড হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগতজন।"

৫

এত বলি কাল গভীর আওয়াজে
বাজাইল শৃঙ্গ, সুগভীর বাজে ,—
"জয় জয় কাল। অসীম অক্ষয়,
অতুল ক্ষমতা তব বিশ্বময় ;
তুলনায় কেহ তব তুল্য নয়,
তব পরাক্রম সাধ করে জয়।
কত আখণ্ডল, কত পঞ্চানন,
কত চতুর্ম্মুখ, কত নারায়ণ,
কত কত শশী, কত কত ভানু,
কত গ্রহপতি, কতই কৃশানু,
অসংখ্য জগৎ, তারা অগণন,
অসংখ্য জলধি, ভুধর, কানন ,
পশু পক্ষী কীট মানব নিচয়,

তোমার প্রতাপে হ'তেছে বিলয়!
তোমারি প্রতাপে সকলি আবার
হ'তেছে সৃজিত কত শত বার;
গড়িতে ভাঙ্গিতে—ভাঙ্গিতে গড়িতে
তব সম, বল, কে আছে জগতে?
কে ধরে ক্ষমতা তোমার মত?
জগত কিরূপ আছিল প্রথমে,
এবে বা কিরূপ তব পরাক্রমে।
ছিল যেটি কাল নয়নরঞ্জন,
কেন আজ তারে দেখিনা তেমন?
ছিল যেটি কাল অতি কদাকার,
কেন আজ সেটি শোভার আধার?
তব ইন্দ্রজালে এইরূপই হয়,
'চির দিন কভু সমান না রয়!'
এই মহামন্ত্র কোথা শিখেছিলে?
এই মহামন্ত্র কে তোমারে দিলে?
এ মন্ত্র লভিয়ে ক'রে কি ব্রত?

৬

"প্রাচীন মিসর গৌরব-আগার;
প্রাচীন পারস্য রতন-ভাণ্ডার;
পুরাতন রোম, গ্রীশ, বাবিলন
কি ছিল, হায় রে, এবে বা কেমন!

শুধু আছে নাম, সে ভাব কোথায়?
কেন হেন হ'ল? কার ক্ষমতায়?
তোমারি ক্ষমতা এই কথা কয়,
'চিরদিন কভু সমান না রয়।'
কালের ক্ষমতা অপ্রতিহত।
সোণার ভারত পার্থিব অমরা
যশে গুণে ধনে পূরেছিল ধরা,
চঞ্চল কমলা অচল হইয়া
ছিলা বিরাজিত, কমলে ভূষিয়া;
অসংখ্য-রসনা-ধরা সসাগরা
'সোণার ভারত ভূতল-অমরা'
এ কথা নিয়ত সঘনে গায়িত,
প্রতিধ্বনি উহা বহিয়া ধাইত;
দেব-কল্লোলিনী তুলিয়া লহরী
ইহাই গায়িত সুছাঁদে বিবরি;
প্রণয়িনী সহ বিহঙ্গের দল
কল-কণ্ঠে ইহা গায়িত কেবল;
শীকর-রসিত শীতল পবন
ইহাই গায়িত ছাইয়া গগন;
প্রভাতে—নিশীতে—গোধূলি সময়ে
নব নব বেশে প্রকৃতি সাজিয়ে,
গায়িত বাজায়ে যন্ত্র সপ্তস্বরা;—

'সোণার ভারত ভূতল-অমরা ;
কে বল, ভূতলে ভারত মত ?'

৭

"ভারতের কবি, প্রকৃতি-পালিত,
বাজাইয়া বীণা বিপিনে গায়িত,
কবির কল্পনা নন্দনকানন;
কবির কল্পনা অমর-ভুবন ;
স্বর্গ-মন্দাকিনী সুধা-প্রবাহিণী
কবির কল্পনা, অলীক কাহিনী ;
দেব-কল্পতরু; পারিজাত ফুল ;
চির-সুখময় স্বরগ অতুল—
কবির কল্পনা; নতুবা সে সবে
কে ভাবে প্রকৃত ? কে দেখেছে কবে ?
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত মাঝারে ;
স্থির করি দেখ নয়নের তারা ;—
'সোণার ভারত মরতে অমরা।'
পবিত্র ভূধর দেব হিমালয়
তুষার-মণ্ডিত চিরশোভাময় ;
পুণ্যতোয়ময়ী জাহ্নবী তটিনী,
পুন্যতোয়ময়ী কলিন্দ-নন্দিনী
হিমাদ্রি-সম্ভূতা, ভারতের হিয়া

অমৃতের ধারে শীতল করিয়া,
অবিরাম গতি—ধাইছে সাগরে ;
বাহু প্রসারিয়া সাগরো আদরে।
নটন-নিপুণ লহরী নিকর
উঠিছে—পড়িছে—ধ্বনি তর তর।
কুসুমিত বন, পাদপের শ্রেণী
শাখায় শাখায় বিনাইয়া বেণী,
ডগায় ধরিয়া কুসুম-রতন,
দেখ রে চাহিয়া, শোভিছে কেমন।
বীরত্বের ভূমি ভারত-ভবন,
ভারত-সন্তান বীরত্ব-জীবন ;
স্বাধীনত্ব-রবি ভারত-গগনে,
দেখ রে চাহিয়া, অযুত কিরণে
দশদিশি সদা করিছে উজ্জ্বল,
প্রতিভাত তাহে আকাশ ভূতল,
আকাশের রবি কত তেজ ধরে?
শত শত রবি এ রবি-গোচরে
মানে পরাজয়, ধরার পিছনে
লুকায় সলাজে লোহিত বদনে!
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত মাঝারে ;
স্থির করি দেখ নয়নের তারা,

'সোণার ভারত মরতে অমরা।'
কে বল, ভূতলে ভারত মত ?"
এই গীত গেয়ে, ক্ষণেকের তরে
নীরবেতে শৃঙ্গ রাখিয়া অধরে ;
বিরাম লভিলা অবিনাশী কাল,
পুন বাজাইলা—গভীর—বিশাল ;
গর্জ্জিত জলদ যথা ক্ষণতরে
নীরবিয়া পুন ডাকে ভীম স্বরে।
"সোণার ভারত হয়েছে বিলয়,
এবে রে ভারত যমের নিরয় !
অবিনাশী কাল ! তোমার শকতি,
করেছে ইহার এহেন দুর্গতি !
সেদিন যাহারে অনন্য যতনে
সাজাইয়াছিলে অতুল রতনে,
ভুবনের সুখ একীভূত করে
রেখেছিলে যার হৃদয়-কন্দরে ;
দেব-তুলি ধরি হরষিত চিতে,
রূপরাশি যার নিয়ত আঁকিতে,
তব কুট-চক্রে সে ভারতভূমি
এবে বা কিরূপে ঘুরিতেছে ভ্রমি !
অস্থিচর্ম্মসার তব পদাঘাতে,
অধীনতা-পাশ বাঁধা দুই হাতে !

অবিরল অশ্রু ঝরিছে নয়নে,
মলিনতা মাখা অমল বদনে,
তব অস্ত্রাঘাতে অক্ষত শরীর
বিক্ষত হয়েছে—বহিছে রুধির!
যে জাতির তেজে সমগ্র ভূতল
প্রতি লহমায় হইত চঞ্চল;
সেই জাতি এবে শবের মতন
পড়িয়া ভূতলে করিছে লুণ্ঠন।
সেই এক দিন এ জাতির ছিল,
তোমার ভ্রূভঙ্গি তাহা ঘুচাইল,
উন্নত শিরস হয়েছে নত।”

৮

এত বলি কাল, ক্ষণেকের তরে,
কি জানি, কি স্মরি ব্যাকুল অন্তরে
নীরবিয়া, শৃঙ্গ পুন বাজাইল,
এই কটি কথা আকাশ ছাইল;
“মাভৈর্মাভৈঃ, ভারত দুখিনি,
পোহাইবে তব দুখের যামিনী;
মাভৈর্মাভৈঃ, ভারতবাসি!
কাল-চক্র ঘোর পরিবর্ত্তনীয়,
রবি শশী সম চিরগতিময়।
মাভৈর্মাভৈঃ, আবার সুদিন

আসিবে ঘুরিয়া, হইবে বিলীন
যতেক যাতনা বিপদ রাশি।"

শুকপক্ষী।

১

ভাগ্যে আজি আসিলাম সুরধুনী-তীরে রে,
ওরে পাখি, তোরে তাই দেখিনু শাখায়।
কি হেতু নীরব হলি? গাও ফিরে ফিরে রে,
কেন ভয়? ভালবাসি আমি যে তোমায়।
জুড়া'তে তোমার গানে, কতবার এইখানে
আসিয়াছি, দেখিয়াছি শাখায় শাখায়,
কিন্তু হায়, একদিনও দেখিনি তোমায়।

২

আজি পাইয়াছি তোরে বিহঙ্গ-ভূষণ রে,
অমিয় জিনিত গলে বারেক শুনাও
সেই গান, যেই গানে পূরাও গগন রে,
যেই গানে জগতের পিপাসা মিটাও।
কোনক্রমে ছাড়িব না, এক পাও নড়িব না,
গাও গান, না গাহিলে মোর মাথা খাও,
শাখি-শাখে ব'সে পাখী একবার গাও!

৩

স্থলে জলে ধীরি ধীরি বহিছে পবন রে,
ঝুরু ঝুরু রব হয় পাতায় পাতায়,
কলরবে কল্লোলিনী করিছে গমন রে,
চঞ্চল লহরী-কোলে লহরী খেলায়;
নব কিসলয়-কোলে বিকচ কুসুম দোলে;
সমীর অধীর হয়ে চুম্বিয়া তাহায়,
উড়ায়ে সুরভি রাশি আকাশে ছড়ায়।

৪

অরুণবরণময় তরুণ অরুণ রে,
ঐ দ্যাখ্, উঁকি পাড়ে পূরব গগনে;
নয়ন-বিভায় তাঁর পল্লব তরুণ রে
সবুজে লোহিতে শোভে নবীন বরণে।
ডাল পালা ব্যবচ্ছেদে, পরিসর ভেদাভেদে,
পড়িছে ভানুর কর জাহ্নবী-জীবনে,
সে জানে এ শোভা, যেই দেখেছে নয়নে।

৫

এমন সুখের স্থলে—সুখের সময় রে,
যে আশা করিয়া আমি আসিয়াছি আজ;
সে আশা পূরাও, পাখি, হয়ো না নিদয় রে!
পর-উপকার করা দয়ালুর কাজ।
বনের বিহঙ্গবর, ছাড়িয়া মধুর স্বর

আশা তিরপিত কর, জুড়াও শ্রবণ,
তৃষা নাশ রস-ধারা করিয়া সিঞ্চন।

৬

বহু দিন মধুময় গান শুনি নাই রে,
তাই সে তোমার কাছে মিনতি আমার,
নরের সাধিত কণ্ঠে, শুনিতে না চাই রে,
কৃত্রিম সঙ্গীত, গুণ কি আছে তাহার?
স্বভাবের পাখী তুমি, তাই ভালবাসি আমি
শুনিতে তোমার গলে সুধার ঝঙ্কার;
গাও রে গায়কবর, গাও একবার।

৭

পুরুষের কণ্ঠরব বিষ বোধ হয় রে,
আমারে লাগে না ভাল, আসিয়াছি তাই
শুনিতে তোমার, শুক, স্বর মধুময় রে,
শুনাও, শুনিয়া পুন গৃহে ফিরে যাই।
যদি, পাখি, বল তুমি,—'সঙ্গীতে ভারতভূমি
অদ্বিতীয়া ধরাতলে, তুলনাই নাই'।
বাস্তবিক ছিল আগে; এখন বড়াই!

৮

রমণীর কণ্ঠ, পাখি, জানি সুধাময় রে,
কিন্তু এবে কোন্ নারী সে সুধা বিলায়?
ঘেমটা-বাইর গলে—শুনে ঘৃণা হয় রে!

যদিও রমণী কণ্ঠ—কে শুনিতে চায় ?
যে শুনিতে চায চা'ক্, সে সুধা যে খায় খা'ক্।
আমি তা চাহি না, পাখি, তুমিই আমায়
শুনাও, তোমারি গান মধুর শুনায়।

৯

এবে রে, বিহগবর, এ বঙ্গভবনে রে,
অই দ্যাখ্, ঘরে ঘরে বিবাহ পূজায়,
খেম্‌টা বাইরে লয়ে বঙ্গসুতগণে রে,
মাতিছে রসিত হয়ে সবিষ সুরায়।
মন খুলে লাল জলে, উঠিছে রমণী-গলে
গীত-ছটা। শ্রোতাগণ সাবাসে তাহায়।
নরকে ভূতের দল পেত্নিনী নাচায়।

১০

ভারতের সে সুদিন ঘুচিয়া গিয়াছে রে,
পুরনারী গীত-ধারা বরষে না আর।
উত্তরা বিরাট-সুতা এবে কেউ আছে রে,
শুনা'তে বিশুদ্ধ গান ভারত মাঝার ?
বারনারী গায় গান, লম্পটেরা ধরে তান,
মদিরার গন্ধ উঠে।—উঠে রে উদগার !
ভারত ডুবেছে এবে নরক মাঝার।

১১

তাই রে, বিহগ, তোর মনভোলা গান রে
শুনিতে এসেছি আজ ত্যজিয়া ভবন ;

গাও সুখে একবার, জুড়া'ক্ পরাণ রে,
মিটুক্ বাসনা—সুখী হউক শ্রবণ!
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ যত কবিগণ
গেয়ে গেছে কত গীত জগতমোহন।

১২

তার পর জয়দেব কবিতা-কাননে রে
'রাধাকৃষ্ণ' বুলি—চিরমিশ্রিত সুধায়!—
ঢুলি ঢুলি ঢেলেছেন বঙ্গের শ্রবণে রে,
নিদাঘ-তৃষিত কণ্ঠে অমৃতের প্রায়।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীদাস, কৃত্তিবাস,
ভারত, মুকুন্দরাম, প্রসাদ*, ঈশ্বর
গায়িলেন কত গীত বঙ্গের ভিতর।

১৩

আর এক পাখী, পাখি, কি কব তোমায় রে,
সে পাখীর নাম ছিল 'শ্রীমধুসূদন';
ডুবায়ে গিয়াছে বঙ্গ অক্ষয় সুধায় রে,
সে সুধায় বসুধায় সুখী সব জন;
কি যে মধুরিম গান, কি যে মধুরিম তান
ছাড়িত সে কলকণ্ঠী, হবে কি তেমন?
সে পাখী গিয়াছে উড়ি ছাড়িয়া কানন।

* রামপ্রসাদ সেন।

১৪

সেই পাখী—শেষ পাখী বঙ্গের কাননে রে,
গাবিতে গায়িতে গান পালা'ল যে দিন;
সে দিন হইতে সুধা পশে না শ্রবণে রে!
তেজাল বাসনা মোর হয়েছে মলিন!
আধুনিক কবি যারা, ছাতারে, বায়স তারা!
নীরস কর্কশ রবে গায় প্রতিদিন।
শ্রুতিমূলে বাজে যেন তন্ত্রহীন বীণ!

১৫

এসেছি সে হেতু তোর গান শুনিবারে রে,
তোমারি মধুর গান শ্রবণরঞ্জন।
কেন দেরি, ওরে পাখি? সুমধুর ধারে রে
নীরস মানসে রস কর বরিষণ।
প্রেয়সী বিরহে কেহ ত্যজিয়া সংসার গেহ,
আসিয়া তোমার কাছে করে আকিঞ্চন
শুনিতে তোমার গান ভুবনমোহন!

১৬

জুড়াও তাহারে তুমি সুধা বরিষণে রে,
নিদাঘে নীরস গাছে যেন জলধর
মধুর শীতলতর সলিল সিঞ্চনে রে
নবীন পল্লবময় করে কলেবর।
যতক্ষণ তুই তারে ভিজা'স্ সঙ্গীত-ধারে,

বিরহ-যাতনা তার হয় রে অন্তর,
দুঃখের জগতে তুই সুখের আকর।

১৭

কিন্তু, পাখি, বিরহের যাতনা কেমন রে,
(প্রেয়সী বিরহ !) আজো জানি না তাহায়।
বিরহ-শান্তির গানে নাহি প্রয়োজন রে,
যার যা বাসনা যায়—তাহারে সে চায়।
অতএব যে আশায় এসেছি, পূরাও তার
সঙ্গীত মাধুরী ঢালি, নিবেদি তোমায়,
তুমি বই সে সঙ্গীত কে আর শুনায় ?

১৮

জগতে স্বাধীন জীব তুমি শুকবর রে,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও,
সেই গান ভাল বাসে আমার অন্তর রে,
বারেক সে গান গেয়ে হৃদয় জুড়াও।
সে গান তুমি না হ'লে ভাল লাগে কার গলে ?
তাই বলি, বনমণি, একবার চাও,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও।

১৯

ভারত এখন, পাখি, পরের অধীনী রে,
অধীনী মায়ের কোলে, ওরে শুকবর,
অধীনো আমরা। ঐ দুখ-নিশিথিনী রে
করেছে আঁধার, হায়, হৃদয়-অম্বর !

দেখ্, পাখি, পলে পলে, নয়ন ভাসিছে জলে,
অধীনতা-হলাহলে অন্তর কাতর।
"বড় দুখী, পাখি, মোরা জগত ভিতর!

২০

আমাদের প্রতি বিধি বড়ই নিদয় রে,
পরের পাদুকা তাই শির পাতি বই।
পর-পদাঘাতে চূর্ণ হয়েছে হৃদয় রে,
না পারি সহিতে, তবু ম'রে ম'রে সই।
খেতে, শুতে, দিনে রেতে, বিষম যাতনা পেতে
আমাদের মত জাতি এ জগতে কই?
সবাই স্বাধীন, সুখী;—আমরাই নই।

২১

এ ভারত একদিন, বিহঙ্গ-রতন রে,
ভূতলে স্বরগ ছিল, কে ছিল তেমন?
পশ্চিমে দক্ষিণে পূর্ব্বে জলধি বেষ্টন রে,
উত্তরেতে হিমালয় ভূধর-রাজন;
বাঁধা ছিল আট ঘাট, দুই দিকে দুই ঘাট,
শত্রু-বল-অবরোধী প্রাচীর মতন,
তিন ধারে জলধির পরিখা-বেষ্টন।

২২

যমুনা জাহ্নবী আদি তটিনী নিচয় রে,
রজত জিনিত হার ভারত-গলায়,
সুবিশাল দেহ খানি মণি-খনিময় রে,

কবরী শোভিত নব লতিকা-মালায় ;
সুবাস কুসুম বাস, পূর্ণেন্দু মধুর হাস,
পরাজিত সব দেশ ভারত বিভায় ;
শশাঙ্ক খদ্যোত-ভাতি যেমতি নিভায়।

২৩

হায় রে, বিহঙ্গবর, বিধি-বিড়ম্বনে রে,
ভারতের, সে মুরতি মলিন হয়েছে।
নিরত পীড়িতা হয়ে বিজাতী শাসনে রে,
সে রূপ ঘুচিয়া গিয়া কঙ্কাল রয়েছে।
আজিও সাগর নাচে, আজো ফুল ফুটে গাছে,
আজিও হিমাদ্রি বটে উন্নত রয়েছে ;
কিন্তু সে অমর ভাব ঘুচিয়া গিয়েছে !

২৪

আজিও ধাইছে ঐ জাহ্নবী যমুনা রে,
দুলায়ে লহরীমালা অস্ফুট বাদনে ;
আজিও লতিকাকুল কুসুম-ভূষণা রে ;
আজিও আকর পূর্ণ বিবিধ রতনে ;
কিন্তু রে তেমনতর হৃদয় শীতলকর
দৈবীভাব নাহি আর ভারত-ভবনে !
'অধীনতা' গ্রাসিয়াছে করাল বদনে।

২৫

মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে,
কিম্বা চির অমানিশি হয়েছে বিস্তার ;

অথবা অযুত দীপ পূর্ণালোকময় রে,
নিবেছে ভারত-মুখ করিয়া আঁধার।
নিশাচরী অধীনতা ভারত কনকলতা
বিশাল বিষাল দাঁতে চর্ব্বি অনিবার,
করেছে কি দশা—হায়—অস্থিচর্ম্ম সার!

২৬

ত্যজিয়া ভারত-লক্ষ্মী ভারত-ভবন রে
অপার জলধি পারে করেছে গমন;
ত্যজিয়া চন্দ্রমা যেন সুনীল গগন রে,
দৃষ্টি-অবরোধী জলে হয়েছে মগন।
অন্ধকার চারি ধার, অন্ন বিনা হাহাকার,
পীড়নে ভারতবাসী করিছে রোদন!
ভারত-সন্তান এবে মলিন-বদন!

২৭

পাখি রে, হবে কি পুন সুদিন উদয় রে?
পুন কি ভারতে, পাখি, আনন্দ ছুটিবে?
পুন কি ভারত-দুখ হইবে বিলয় রে?
স্বাধীনতা-জয় গান পুন কি উঠিবে?
পুন কি গৌরব-রবি দেখায়ে উজ্জ্বল ছবি,
এ আঁধার বিনাশিয়া গগনে ফুটিবে?
বোধ হয়, সে সুদিন আর না ঘটিবে!

২৮

তাই রে, হতাশ হয়ে তোমার নিকটে রে
এসেছি, গাও রে গান—গাও একবার,
স্বাধীনতা এ কপালে যদিও না ঘটে রে,
তবুও সে গানে সুখ হইবে সঞ্চার।
স্বাধীনতা গান বই, কোনো গানে সুখী নই,
তাই রে, স্বাধীন পাখি, মিনতি আমার,
অধীনের কাণে কব সে গীত আসার।

সারস্বত সম্মিলন।*

১

দেবী সরস্বতী বঙ্গ-নিকেতনে
বিভূষিত হয়ে কমল-ভূষণে
বিরাজেন আজ কিসের কারণ?
কিসের কারণ বঙ্গ-সুতগণ
পূজিছে দেবীরে কুসুমদলে?
কিসের কারণ দেবীপদপাশে
বঙ্গবাসিগণ গললগ্নবাসে,
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে নিমগন,
স্তবের নিনাদে পূরিছে গগন,
'জয় মা ভারতি!' সকলে বলে?

* দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক 'কলেজ্ রিয়ুনিয়ন্' উপলক্ষে রচিত।

২

একি সেই বঙ্গ ? যে দিন যেখানে
ভারতী বসিয়া হৃদয়াসনে,
সুখে দেব-বীণা বাজায়ে যতনে
হাসিতেন সদা হরষ মনে ?
এই সেই বঙ্গ, কিন্তু, হায় হায়,
সে হৃদয় আর এখানে নাই ;
নীরস কুসুম নীরস শাখায়
ঢুলিছে বিষাদে, দেখিতে পাই।

৩

তবে কেন আজ দেবী সরস্বতী
বিরাজেন ? আজ শ্রীপঞ্চমী তিথি,
তাই ভারতীর শুভ আগমন,
তাই ভারতীর ভজন পূজন
আজি বঙ্গভূমে করিছে সবে।
পুরুষানুগত প্রথা অনুসারে
এই এক দিন বঙ্গের মাঝারে,
বাঙ্গালীর দগ্ধ হৃদয় কন্দরে
দেব-ভাব কিছু আজিই সঞ্চরে,
যার কাছে যাও, সেই যে কবে।

৪

নতুবা তা ছাড়া
নিরানন্দ-ভূমি বঙ্গের ভিতরে

যন্ত্রণার স্রোত নিয়ত বহে।
পীড়িত বাঙ্গালী হৃদয়-কন্দরে
সেই স্রোতাঘাত নিয়ত সহে।
পরাজিত জাতি বাঙ্গালীনিচয়
জেতৃজাতি-পাশে কীটের মত।
হায় রে, এ কথা কহিতে হৃদয়
পুড়ে যায়, সুধু অসুখ যত!

৫

কেন হে বিধাত, বাঙ্গালী গড়িলে?
যশ তবে? কিন্তু কুযশ রাখিলে
বল বল, বিধি, এ জগতী তলে
বাঙ্গালীর মত আছে কি দুখী?
বল হে বিধাত! বল একবার,
বাঙ্গালীর প্রতি এ কোন্ বিচার?
এই কি, বিধাত, করুণা তোমার?
বাঙ্গালীর দুখে তুমি হে সুখী?

৬

তুমিই, বিধাত, গড়েছ হৃদয়,
কাহার হৃদয় সুখের ভূমি;
বাঙ্গালী হৃদয় চির-দুখ সয়,
এই কি, বিধাত, দয়ালু তুমি?
মানবে মানবে পক্ষপাতী হয়,

দেবতাও কি হে তাহার মত ?
কেহ ভুঞ্জে সুখ , কেহ দুখ সয়,
এই কি তোমার আমব ব্রত ?

৭

দেখ পদ্মযোনি, এ মহীমণ্ডলে
বাঙ্গালীরে ভীরু কাপুরুষ বলে
কেন হে সকলে ? কি পাপের ফলে
এত অপমান সহিতে হয় ?
কি কুক্ষণে, বিধি, গড়িলে বাঙ্গালী,
বহন করা'তে কলঙ্কের ডালি
এ জাতির সৃষ্টি , নতু চিরকালি
এত বিড়ম্বনা কি হেতু সয় ?

৮

যা হ'বার হ'ল , পরে যেন আর
এ কলঙ্করাশি যা'তে না ঘটে,
সেইরূপ বিধি, বিধি হে, তোমার
অবশ্য করাই উচিত বটে।
বাঙ্গালীর পানে মুখ তুলে চাও
পিপাসা মিটাও করুণা দানে ;
কৃপায় যন্ত্রণা-অনল নিভাও,
হরষ বরষ বিরস প্রাণে।

৯

এই 'বিদ্যালয় পুন সম্মিলনে'
অনেক বাঙ্গালী এসেছে এখানে,
চাও আজি, দেব, তাহাদের পানে,
তোমা বৈ, বল কে আছে আর?
যদিও ইহারা মানসে পীড়িত,
তবুও সকলে আজি হরষিত
প্রিয় সম্মিলনে, কর আপ্যায়িত
বরষি সরস করুণা-ধার।

১০

ভাই ভাই যদি রহে ঠাঁই ঠাঁই,
তার চেয়ে দুখ কি আছে ভবে?
ভাই ভাই যদি রহে এক ঠাঁই,
তার চেয়ে সুখ কি আর হবে?
আজি এ উদ্যানে বঙ্গ-সুতগণ,
একত্রে মিলিত, কি আছে আর
এর চেয়ে সুখ? বিষাদিত মন
প্রিয়-সম্মিলনে সুখী সবার।

১১

এ হেন সুযোগে যেন এইখানে,
হে বিধাতঃ, তব দয়ার বিধানে
ভাবী কুশলের সূত্রপাত হয়;

কলঙ্কের কালি যেন ধুয়ে যায়,
যেন সবে হয় সুযশ-ভাগী,
একতা-বন্ধন, জাতীয় উন্নতি,
মনের মিলন, শুভ কাজে মতি,
পঞ্জরে পঞ্জরে স্বদেশের মায়া
থাকে যেন, যথা শরীরের ছায়া,
হৌক্ সবে স্বীয় ভাষানুরাগী।

১২

আকরে যেমতি হীরকাদি মণি
জনমে তোমার মহিমা-বলে,
সাগর যেমতি মুকুতার খনি,
পাদপ যেমতি ভূষিত ফলে,
এই 'বিদ্যালয় পুন সম্মিলনে'
তেমতি তোমার করুণা-বলে
সুভাগ্য-হীরক, সুযশ-মুকুতা,
একতা-সুফল যেন হে ফলে।

১৩

নির্ঝরের জল বিন্দু বিন্দু হয়ে
স্রোতের আকারে যথা যায় বয়ে,
বাঙ্গালীর তথা হৃদয়-নির্ঝরে
যে সব সুচিন্তা-জল-বিন্দু ঝরে,
তব গুণে যেন প্রবল বেগে

বাধা-কূল ভাঙ্গি, স্রোতের আকারে
বহে যায় এই ভূতল মাঝারে ;
সেই স্রোত-জলে অলীক কলঙ্ক,
সেই স্রোত-জলে অপযশ-পঙ্ক
ধুয়ে যায় যেন, থাকে না লেগে।

১৪

বাঙ্গালি-হৃদয়ে যে দুখ-অনল
জ্বলে দিবানিশি প্রবল হয়ে,
নিভাবে তাহারে সেই স্রোত জল
প্রতি লোম-কূপে বাহিত হয়ে।
নিভিবে আগুন, জুড়াবে হৃদয়,
শীতল হইবে তাপিত মন,
মূর্ত্তিমতী শান্তি হইবে উদয়
সেই স্রোত-জলে ধুয়ে চরণ।

১৫

দেখিব সে দিন বাঙ্গালীর যশ—
গাযিবে সকলে পূরি দিগ্‌দশ,
দেখিব সে দিন বঙ্গের তমস
হইবে বিলীন ; সুখ-তামরস
ফুটিবে সে দিন এ বঙ্গ-সরে ;
সেই দিন, বিধি, আমরা তোমারে
'আমাদের বিধি' কব বারে বারে ;

সেই দিন সবে মানসে জানিব'
'বিধি দয়াময়', অবশ্য মানিব
'বিধাতার দয়া বাঙ্গালী'পরে'।

প্রতিধ্বনি।

১

কে লো অয়ি বিজনবাসিনি?
যে কথাটি কহি আমি, সে কথাটি কেন তুমি,
জড়িত ভাষেতে কও, জড়িতভাষিণি,
কে লো অয়ি বিজনবাসিনি?

২

বিশেষ বিনতি করি, সমীরণ-সহচরি,
কহ তুমি, শূন্যময়ি, কহ লো আমায়,
তৃপ্ত কর কুতূহল, ত্যজি জন-কোলাহল,
বিরলে বিহর তুমি, কিসের আশায়?
যেখানে কেহই নাই, সেখানে তোমায় পাই,
বিশাল খিলান-গৃহে, ভূধর-গুহায়
সদাই তোমার, ধনি, ধ্বনি শোনা যায়!

৩

সরল বাঁশরী করে, সরল সবল স্বরে,
সবল কৃষক যুবা সরল অন্তরে

ঐ যে বিটপি-মূলে, কি গায়িছে মন খুলে,
তুমি সে মধুর ধ্বনি ধ্বনিছ সাদরে।
বিহগী বিহগ সনে, কূজিছে আনন্দ মনে,
গায়িছে প্রেমের গান গাছের উপরে,
ধ্বনিছ সে ধ্বনি, তুমি, হরষ অন্তরে।

৪

বল, লো পবনপ্রাণা, বল বল সুবচনা,
যদিও বদন তব দেখিনি নয়নে,
কিন্তু যে নিয়ত শুনি যে কথাটি কও তুমি,
পরের কথায় কথা তোমার বদনে।
পরের প্রত্যাশী হয়ে, পর-কথা ক'য়ে ক'য়ে,
কেন লো, অলক্ষে ভ্রম? ভেবে দেখ মনে,
কোথায় গৌরব পর-প্রত্যাশি-জীবনে?

৫

পরের উপরে ভর, করে লো সামান্য নর,
অমর-কামিনী তুমি, তুমিও তেমন?
না না, তা কি কভু হয়? তোমার রসনা কয়
যে ভাবে পরের কথা, নিঃস্বার্থ বচন।
অহৃদয় নীচমনা এ জগতে যত জনা,
বিদ্রূপকারিণী তোমা কহে অনুক্ষণ,
আমি তা নারিব মুখে আনিতে কখন।

৬

পরের দুখেতে দুখী, পরের সুখেতে সুখী
তুমি গো অমর-বালা, এ বিজন স্থলে।
কাঁদি যদি, কাঁদ তুমি, হাসি যদি, হাস তুমি,
গাই যদি, গাও তুমি কত কুতূহলে।
নাহিকো তোমার কায়া, নাহিকো তোমার ছায়া,
কেবল বচন সুধা বদন-কমলে,
বচন রূপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে।

৭

আকাশ-বাণীর মত, শূন্য হ'তে কত মত
ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা কও, গভীর-নাদিনি।
বড় আশা মনে মনে, কহ কহ, সুবদনে,
কে তুমি আকাশে ফির, আকাশ-নন্দিনি?
কত বার কত লোকে পড়ি নানা দুখ শোকে,
বিজনে আসিয়া কাঁদি ভাসায় মেদিনী,
আশ্বাস তাহারে তুমি, আশ্বাস-বাদিনি।

৮

জানিনু তোমায় আমি, 'প্রতিধ্বনি' নামে তুমি,
একাকিনী, কিন্তু হয়ে কথক-সঙ্গিনী,
মনোমত যেই স্থান, কর তথা অবস্থান
অলক্ষে, অথচ হয়ে পবন-বাহিনী।
ভাল, আজি ভাল হ'ল, ঘন ঘন বল বল,

যেই কথা বলি আমি, দুখের কাহিনী,
মোর সনে সেই কথা কহ, সুনাদিনি!

৯

কি কথা কহিব আর, কিবা আছে কহিবার?
আনন্দের কথা মোর কিছুই তো নাই।
কাঁদিবার কথা আছে, তাহাই তোমার কাছে
অশ্রুপাত সহকারে আজি ক'যে যাই।
এমনি দারুণ কথা, কহিতে দারুণ ব্যথা
হৃদযের অন্তস্তলে যদিও লো পাই,
তবুও তোমার কাছে আজি ক'য়ে যাই।

১০

মহাপাপী সাবুদ্দিন বাহুগ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখ-শশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে, ভারত সে দিন ধ'রে
স্বর্গচ্যুত হযে মগ্ন নরক ভিতরে!
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি আশাম্বর
একটি নক্ষত্র ছিল দূর দূরান্তরে,
পলাশীতে তাও মগ্ন চিরকাল তরে।

১১

প্রতিধ্বনি অমনি তখনি,
আমার হৃদয ব্যথা মিলিত দুখের কথা
(নর-জীবনের, হায়, বিষাদের খনি।)
কহিলেক জড়িতভাষিণী,—

১২

'মহাপাপী সারদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখ শশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে, ভারত সে দিন হ'তে
স্বর্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নরক ভিতরে।
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি আশাস্বর
একটি নক্ষত্র ছিল দূর দূরান্তরে,
পলাশীতে তাও মগ্ন চিরকাল তরে।'

নিয়তি।

হায় রে।
নিয়তির বা কার্য্য অবিচল,
আজ, নয় কাল ফলিবেই ফল।
কে তারে নিবারে? কাহার শকতি
ফিরাইতে পারে নিয়তির গতি?
ধন্য রে নিয়তি! শকতি তোমার,
তুমি বিশ্ব মাঝে শক্তি মূলাধার।
ঐ যে প্রচণ্ড দীপ্ত দিবাকর,
—অগ্নিময়ী মূর্ত্তি, তেজ ভয়ঙ্কর।—
রাহুরূপে তারে ক্ষণে কর গ্রাস,
ক্ষণে পুন ছাড়ি প্রবল নিশ্বাস,

নির্ঘাত জগতে সিংহনাদ ছাড়ি
সাগরে আছাড় পাদপ উপাড়ি;
নিমেষে অনা'সে কত কি বিনাশ,
অট্ট অট্ট হাসি—বিভ্রম বিলাস।—
বাজায়ে বগল দাও রসাতলে
স্বরগ মেদিনী, করাল কবলে
ধ'রে ধ'রে গিল বিশ্ব কোটি কোটি,
কত বিশ্ব ভাঙ্গ উলটি পালটি।
লো লো রসনা, করাল বদনা,
অশনি গঠিত অটুট রদনা,
ঘোর উন্মাদিনি, গম্ভীরনাদিনি,
ভয়ঙ্করী রূপা সর্ব্ব উৎসাদিনি,
রুধির পায়িনি, সমর রঙ্গিণি,
সর্ব্বসংহারিণি, চির উলঙ্গিণি,
রণ-রঙ্গ ভূমে প্রবিশ যখন,
ঘটাও তখন কি যে কুঘটন,—
এক এক বার বিকট হাসিয়া,
থমকে ঠমকে দমকে নাচিয়া
অযুত অযুত বিনাশ মানবে;
পিয়ি রক্তধারা, গর্জ্জ ভীম রবে।
কি যে বিভীষণ সে দৃশ্য তখন,
অনন্তও নারে করিতে বর্ণন।

কত পদাতিক, কত সেনাপতি,
কত হাতী ঘোড়া, কত নরপতি
তিরপিতে তব রুধির পিপাসা,
অস্ত্রে অস্ত্রে ছাড়ে জীবনের আশা
ওযি রে নিয়তি। বল বল বল,
জীবনের ব্রত এই কি কেবল?
না না না, তা নয়, ব্রত উদযাপন
কর শেষে নাশি অসংখ্য জীবন।
প্রবেশ করিয়া শান্তিময় স্থানে,
বিকট বদনে, আরক্ত নয়নে
'মহামারী' রূপে বলি 'মার মার'
কোটি কোটি জীবে কর রে সংহার।
দয়ারে ঠেলিয়া বাম পদাঘাতে,
নিষ্ঠুরতা সহ খড়্গ লয়ে হাতে
ছিন্ন ভিন্ন কর জনপদ গ্রাম,
নষ্ট কর কত মূরতি সুঠাম।
হুহুঙ্কারে তব উঠে হাহাকার,
তরঙ্গিত হয় শান্ত পারাবার,
'পালা রে—পালা রে' শব্দ চারিধারে,
'গেল রে সকলি, গেল ছারখারে।'
কত পিতা মাতা স্নেহের আধার
প্রাণাহুতি দেয় কবলে তোমার।

বালক বালিকা—কে করে গণন ?—
তোমার কবলে অরূপে জীবন।
নবীন প্রণয় অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া
কত দম্পতীরে ফেল রে গিলিয়া।
হৃদয়-কবাট তোমার দাপটে
কতক্ষণ থাকে ?—ফটাফট্ ফাটে।
নিশিত দশনে পেষিত হইয়া,
অস্থি রাশি রাশি যায় গুঁড়াইয়া।
শনির দৃষ্টিতে যেইমাত্র চাও,
দেহ হ'তে কত মস্তক উড়াও।
লোকে লোকারণ্য বিশাল নগর
তব দৃষ্টিপাতে হয় জর জর,—
জনপ্রাণীশূন্য মরুভূমি প্রায়
তব নেত্রানলে দগ্ধ হয়ে যায়।
অয়ি রে নিদয়ে। ব্রত উদ্‌যাপন
এতেই কি তোর হয় সমাপন ?
কখনই নয়—কখনই নয়,—
অকূল সাগরে ঝটিকা সময়
উগ্রচণ্ডা বেশে অট্ট অট্ট হেসে,
উন্মত্তার মত এলায়িত কেশে,
অসংখ্য তরণী ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
পাকসাটে দাও সলিলে ডুবায়ে,

শত শত প্রাণী জলে ডুবে মবে'
সহায় বিহীন, কেবা খোঁজ কবে?
অয়ি রে নিদয়ে! ব্রত উদযাপন
এতেই কি তোব হয় সমাপন?
কথনই নয—কথনই নয়,—
ও তোর পাষাণ কঠিন হৃদয়
জিঘাংসা আচাবে দ্রবে কি কথন?
বক্তে অসি-ধাব হয কি নবম?
অয়ি বে পিশাচি!—বাক্ষসি!—ডাকিনি!—
পাপবৃত্তিময়ি!—ক্রূবা!—মাযাবিনি!
পাপফল প্রদ ব্রত উদযাপন—
ক'রে পুণ্যফল লভিতে মনন?
কোন্ শাস্ত্রে লেখে?—কোন্ বিজ্ঞ বলে
পাপময় কাজে পুণ্যফল ফলে?
কোন্ পুরোহিত এ প্রবৃত্তি তোরে
দিয়েছে, নির্দ্দয়ে, বল্ সত্য ক'রে?
আসুবিক মন্ত্রে—আসুবিক ব্রতে,
রে নিরৃতি। ব্রতী হইলি কি মতে?
তোব ধর্ম্ম দেখে ঘৃণা মনে হয়,
তোর কর্ম্ম দেখে ক্রোধে হৃদি দয়।
রে সর্ব্বনাশিনি! ধর্ম্মভয় ছেড়ে,
অধর্ম্মের পথে ধাও তেড়ে তেড়ে!—

সর্ব্বনাশ-মন্ত্রে ব্রত উদযাপন
করিতে কে তোরে করিল সৃজন?
এত ক'রে তোর পূরে না বাসনা?
এত ক'রে তোর বসে না রসনা?
দেখ্ রে পিশাচি! কি জঘন্য কাজ
ক'রেছিস্, পরি পিশাচের সাজ!
দেখ্ নিশাচরি! দেখ্ রে নয়নে,
যদি দৃষ্টি থাকে—থাকিবে না কেনে?
অন্ধ যদি তুই হ'তিস্, পামরি!
শান্তি বিরাজিত দিবস শর্ব্বরী।
দেখ নিশাচরি! দেখ্ একবার
শোচনীয় দৃশ্য সমুখে আমার,—
'সোণার ভারত' ভস্মে পরিণত!
সৌভাগ্য-তপন চির অস্তগত!
করুণা, মমতা, ধর্ম্মভয় ভুলি
সমুদ্যতা দিতে ভারতেরে বলি!'
রমণী হইয়া রমণীর প্রতি
এত অত্যাচার? ধিক্ রে নিয়তি!
সরোবর-জলে দিবাকর-করে
বিকচ নলিনী আসব-অধরে,
সমীরণ ভরে হাসিয়া হাসিয়া,
হেলিয়া দুলিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া,

আপন মনেতে আপনা আপনি
সুখী হ'তেছিল, তুই যে অমনি
প্রকাশিয়া বল, ছিঁড়ি সে কমলে
ফেলিলি আছাড়ি দৃঢ় শিলাতলে!
শুখায়ে গিয়েছে, মলিন হয়েছে,
আসব সুরভি সুষমা গিয়েছে।
কি বিচারে তুই ছিড়িলি কমল,
বল রে নিয়তি, বল মোরে বল?
নিয়তি রে, ওরে স্বার্থপরায়ণা,
বল বল, তোর একি বিবেচনা,—
কামিনীকুলের কলঙ্ককারিণি,
বল একবার, বল মায়াবিনি,
'রমণী-হৃদয় দয়ামায়াময়'
সকলেই কয়, ও তোর হৃদয়
কেন হেন নয়? কেন লৌহ সম
নিয়তি-হৃদয় এত নিরমম?
দেববালা হয়ে রাক্ষসীর মত
সর্ব্বনাশ-ব্রতে হইলি নিরত?
কেন তোরে বিধি অমরতা দিল?
নশ্বরের মত কেন না সৃজিল?
তোর গ্রাসে হয় সকলি বিনাশ;
কিন্তু, নিশাচরি, তোরে করে গ্রাস—

কেউ কি এমন কোনখানে নাই?
তোর মৃত্যু বিধি কেন লিখে নাই?
তো হ'তে ভারত নরকে ডুবেছে,
সুখ-কর্পূরের সুরভি উবেছে,
পর-অধীনতা দুর্গন্ধ বিষম
ভারত-ভূমিরে করে জ্বালাতন,
অনার্য্য-পরশে আর্য্য-নিকেতন
তোরি তরে হ'ল নরকে পতন!

গীতচতুষ্টয়।*

১ম গীত।

মেঘনাদের উক্তি।

খাম্বাজ—চৌতাল।

কনক ভূষণ ভূষিত সুন্দর
লঙ্কাপুর সুর-মনোহর;
হায় রে, তারে হীনবল নর
মরুভূ করিছে বানর সঙ্গে!

---

* গত দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক 'কলেজ রিয়ুনিয়ন' উপলক্ষে 'ট্যাব লিউ বিভাণ্ট' অর্থাৎ সজীব প্রতিমূর্ত্তি-প্রদর্শনাভিনয়ে গীত হইয়াছিল।

এখনি যাইবে সমরে পশিব,
অচিরে বানব নব নাশিব ;
কেশরী হয়ে কি শৃগালে ডরিব ?
　কর্ব্বুর বল নাহি কি অঙ্গে ?

রক্ষকুল ক্ষয় রমণীর তরে,
ছি ছি, তবে আমি এখনো কি ক'রে
ভ্রমি উপবনে বামা-কর ধ'রে,
　মজিয়ে মাতিয়ে প্রণয়-রঙ্গে ?

এক নারী হ'তে শত শত নারী
পতি-সুত-শোকে ফেলে আঁখি-বারি,
হায়! আমি তায় কিছু না বিচারি,
　রমণীরি সনে পূজি অনঙ্গে!

এখনি ত্যজিয়ে রমণী সঙ্গ,
এখনি ভুলিয়ে প্রণয় রঙ্গ,
এখনি ঢাকিয়ে কবচে অঙ্গ,
　পশিব সমরে চড়ি তুরঙ্গে ?

ত্রিভুবন কাঁপে হুঙ্কারে যার,
মানব কি ছার নিকটে তার ;
নিমেষে কাটিয়ে শির সবার
　ভাসাব জলধি-নীল-তরঙ্গে।

২য় গীত।

কন্দর্পের প্রতি ভগবতী।

সুরঠ-খাম্বাজ—একতালা।

কেন রতিপতি, এত ভীতমতি, ছাড় আশুগতি
কুসুম-বাণ।

কর মোরে প্রীত, কর সুর-হিত, ভাঙ্গি ফুল-শরে
শিবের ধ্যান।

যোগেশের যোগ ভাঙ্গি একবার,
ভস্মীভূত বটে হয়েছিলে, মার!
এবে আমি আছি, সে ভয়ে তোমার
ব্যাকুল করিতে হবে না প্রাণ।

যেই পঞ্চবাণে ভুবন কাঁপাও,
সেই পঞ্চবাণ চাপেতে চাপাও,
পঞ্চদশ আঁখি পঞ্চমুখ হরে
জাগাও, অভয় করি রে দান;—

আদেশে আমার ঋতুরাজ হাসে;
মলয় সমীর বহে চারি পাশে,
কোকিল কোকিলা কুহু কুহু ভাষে;
এই বেলা দাও ধনুকে টান।

৩য় গীত।

সরমার ক্রোড়ে সীতা মূর্চ্ছিতা।

(কবি-উক্তি)

সুরঠ—আড়া-ঠেকা।

রক্ষপুর-পঙ্ক-সরে মলিনী হেম-নলিনী।
রাহুগ্রস্ত শশী সীতা সরমা-কোল-শায়িনী!

হারাইয়ে পতিধন,
আজি সতী অচেতন,
মুদিয়ে যুগল আঁখি,
নীরব বীণা-নাদিনী।

শুখায়ে গিয়েছে কায়;
চিকুর লুটিছে পায়,
নিশ্বাস মৃদুল বয়,
হায় রে কপাল!—

মুদিত নয়ন দিয়ে
অশ্রু যায় প্রবাহিয়ে;
ধুক ধুক করে হিয়ে;
মূর্চ্ছিতা রাম-মোহিনী।

[illegible]র্থ গীত।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদ বধ।

(কবি-উক্তি)

পরজ—ঝাঁপতাল।

সুরপতি ইন্দ্র ভীত যার বলে।
হুঙ্কারে যার ধরা থরহরি টলে।
যাহার নিশিত শর
ছিন্ন করে চরাচর,
আজি সেই বীরবর
মরে রে অকালে।
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা,
বামাকুলে নিরুপমা,
প্রমীলা বিধবা হ'ল
কুভাগ্য ফলে ;—
হায়, একি কুঘটনা,
বিধির কি বিড়ম্বনা ;
রক্ষোবধূ অনাথিনী
ভাসে অক্ষি-জলে।
যত দিন আয়ু যার,
কে তারে করে সংহার ?
কিন্তু তৃণাঘাতে মরে
সময় হলে ;—

প্রমাণ তার, দেখ রে,
বালক লক্ষ্মণ-করে
"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি
গেলা অস্তাচলে।"

খুল্লনা।*

স্থান—অরণ্য।

সময়—বসন্ত প্রভাত।

১

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)—
পোড়া বিধি রে!
পাষাণ সমান করে, কেন মোরে নারী ক'রে
সৃজিলি জগতীতলে, কি বাসনা করিয়ে?
গড়িবারে পার ব'লে, তারি পরিচয় দিলে
অভাগিনী খুল্লনারে কাঁদাবারে সৃজিয়ে?
হায় রে, নিদয় বিধি, এই মনে ছিল যদি,
কেন তবে সেই কালে—সৃজনের সময়ে
আঁকিয়ে লেখনী তোর, লিখনি কপালে মোর
'অকাল-মরণ' হায়, নিরদয় হৃদয়ে?
তা হ'লে যতেক দুখ কবে যে'ত ফুরায়ে!
আছে তোর ভাল শেখা অকাল-মরণ লেখা,

---

* ইনি ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী ও শ্রীমন্ত সওদাগরের মাতা। কবিকঙ্কণ চণ্ডী দ্রষ্টব্য।

নবজাত কত শিশু ভূমিষ্ঠের সময়ে,
গর্ভ ছাড়ি মাটী ছুঁয়ে, ক্ষণে বিশ্ব পানে চেয়ে
দেহ রাখি চলি যায়, জননীবে কাঁদায়ে!
যথা প্রতিপদ-শশী অতি ক্ষীণতর হাসি
ক্ষণেক হাসিয়ে, হায়, পুন যায় মিশায়ে,
বিশাল ধরণীতল অন্ধকাবে ডুবায়ে।

২

পোড়া বিধি রে!
কেন তবে শিশুকালে, চরণ চাপায়ে গলে
বিনাশ করনি মোরে? ঘুচে যে'ত যাতনা।
নারী জনমের জ্বালা করিত না ঝালাপালা,
প্রতিক্ষণে হা হুতাশ করিতেও হ'ত না।
পোড়া বক্ষ প্রতি পলে ভাসিত না অক্ষি-জলে,
ভাবা'ত কি মোরে আর ফলহীনা বাসনা?
বিজনে বসায়ে মোরে, বৃথায় ব্যাকুল স্বরে
কাঁদিত কি বিনাইয়ে রসহীনা রসনা?
ঘুচে যে'ত সতীনের দুর্ব্বচন-বেদনা।
সপত্নী-গঞ্জনা হ'তে, কিবা আছে এ জগতে
ঘোর কালকূটময়, ওরে বিধি, বল না?
কালভুজঙ্গীর মত দংশিবারে অবিরত
অভাগীরে, তব করে সৃষ্ট হ'ল লহনা?
তাই বলি, শিশুকালে চরণ চাপায়ে গলে

কেন মোরে বধ নাই? ঘুচে যে'ত যন্ত্রণা।
সতীনের জ্বালা হ'তে প্রাণ পে'ত খুল্লনা।

৩

পোড়া বিধি রে!
ক্ষুধিতা বাঘিনী যথা, বিষ মাখা যার কথা,
অনায়াসে তুমি তথা অরপিলে আমারে।
গাঁ গাঁ ক'রে কথা কয়, শুনে বড ভয় হয়,
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে।
উঠিতে বসিতে মোরে, কতই পীড়ন করে,
নিজে দোষ করি, মোরে বিনা দোষে প্রহারে।
কে আছ? কহিব কারে? প্রাণনাথ দেশান্তরে,
অভাগীর দুখ-কথা কে কহিবে তাঁহারে?
পতি বই 'নিজ' বলি কে ভাবিবে আমারে?
ওরে নিরদয় বিধি, হৃদয়েশ যে অবধি
প্রবাসে গেছেন চলি; সে অবধি কাহারে
আমারে সদয় হ'তে দেখি নাই নয়নেতে,
তুমিও বিষম শত্রু মহীতল মাঝারে
তাই বলি অবিরত, শত্রু হয়ে, শত্রু মত
দেখায়ে ব্যভার বধ এ দুখিনী বালারে;
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে।

৪

পোড়া বিধি রে!
তোরি কুবিচারে, হায়, এবে আমি অসহায়,

একা কাঁদি ঘোর বনে কাঙ্গালীর মতন!
এমনি বিচার তোর, ধনপতি পতি মোর,
আমি কিন্তু ভিখারিণী, সার মাত্র রোদন।
মুহূর্ত্তেকে পতি যার দান করে ধনভার,
আজি যে রমণী তাঁর নাহি পায় অশন,
রে নির্দ্দয়, দেখ্ চেয়ে, কত দিন নাহি খেয়ে,
শরীর অবশ, হায়, নাহি চলে চরণ।
বাঁচি যে এখনি, যদি দেখা দেয় মরণ।
বেদে নাকি আছে লেখা,—'বিধাতাই অন্নদাতা,
বিধাতারি অন্নজলে বাঁচে এই ভুবন?'
এ যদি রে সত্য হয়, তবে সে ত বেদ নয়,
অবিলম্বে ছিঁড়ে তারে জলে কর ক্ষেপণ।
হিন্দু বটি, কিন্তু তবু, সে বেদ না মানি কভু,
কসাই বিধির গুণ সে বেদের জীবন।
এখনি অনল-মুখে কর তারে অর্পণ।

৫

পোড়া বিধি রে!
তুই বড় পক্ষপাতী, কারে তুষ দিবা রাতি,
চিরকাল কারে কর দুখার্ণবে মগন;
কারে দাও সিংহাসন, কার ভাগ্যে নির্ব্বাসন,
কেহ শোয় স্বর্ণ খাটে, ভূমে কারো শয়ন!
ক্ষীর ছানা কারো পাতে, কেহ মরে শুষ্ক ভাতে,

কেহ কায়ো কাঁধে চড়ে, কেহ করে বহন।
কেহ কথা কয় সুখে, কেহ রে বিষন্ন মুখে
দিবানিশি অশ্রুজলে ভূমে করে লুণ্ঠন।
তুমিই বেদেব বিধি দুখ-শোক-ভঞ্জন ?
তুমিই বে দব বিধি সর্ব্ববাদী মতে যদি,
আমাবে নির্দ্দয় কেন ? আছে কিছু কাবণ ?
কি কাবণ ?—কিছু নাই, সেই হেতু ভাবি তাই,
হায, পোড়া বিধি, তোর এ বিচাব কেমন ?
অবলা সবলা আমি, না জানি ব্যতীত স্বামী,
পতিব চরণযুগ সদা কবি চিন্তন।
এই কি আমার দোষ—কপালের লিখন ?

৬

এ যদি বে দোষ হয, নারী-ধর্ম্ম কারে কয় ?
পুণ্য-কর্ম্ম কারে বলে, বল দেখি আমারে ?
নূতন বিবাহ হ'ল, দিনেক না সুখে গেল ;
প্রবাসী হলেন পতি , আমি ভাসি পাথারে।
সতিনী বিষম অরি, তার অত্যাচারে মরি ;
এই কি আমার দোষ বিধি তব বিচারে ?
বিধাতা, ক'র না রোষ, এ যদি আমার দোষ ;
কে, বল, কহিবে তবে দোষশূন্য তোমারে ?
দোষের আকর তুমি এ বিশ্বের মাঝারে।
তুই রে পরম দোষী তুই ত আঁটকুড়ে পশি

কপালে লিখিলি দুখ, কি জানি—কি বিচারে।
তাই বলি, মোর মতে, সুবিশাল ত্রিজগতে
কে বল কহিবে তবে দোষ শূন্য তোমারে ?
যদিন বাঁচিবে রব যাবে পাব তারে কব,—
'পরম নির্দ্দয় বিধি তাঁহারই সংসারে।
যে যা বলে এ কথায়—বলুক্ সে আমারে।

৭

(অধোমুখে সাশ্রুনয়নে)—
হায় লো লহনা সতা, তুই লো বিষের লতা,
বিষের অন্তর তোর, বিষময় হৃদয়,
নাহি মোর অপরাধ তবু লো সাধিস্ বাদ,
অভাগীরে দুখিনীরে কেন হ'লি নিদয় ?
সোদরা ভগিনী মত ভাবি তোরে অবিরত,
অভেদাত্ম বলি তোরে সদা ভাবি মানসে,
কিন্তু হায়, তা বিফল ভালবেসে অশ্রুজল
গড়াইছে এবে, আহা, অভাগীর উরসে!
হীরক-মণ্ডিত কোষে অভাগীর ভাগ্য-দোষে
রয়েছে শাণিত অসি, কাটিবারে আমারে;
আগে জানিতাম যদি থাকিতাম নিরবধি
অনূঢ়া কুমারী হয়ে জনকের আগারে।
তা হ'লে এ দুখভার, তা হ'লে এ অশ্রুধার,
তা হ'লে এ হা হা হুতাশ কিছুই না থাকিত

সতা সহ ঘর করা—স্বকরে সাপিনী ধরা—
　আজন্ম জীয়ন্তে মরা—কিছুই না ঘটিত।

৮

কোটি কোটি জন্মান্তরে যে রমণী পাপ করে,
　মুখরা প্রখরা সতা ভাগ্যে তার ঘটে লো,
সতিনী যাহার সাথী, গঞ্জনা-জ্বলন্ত বাতি
　দগ্ধে তারে দিবারাতি, দুখ-শেল ফোটে লো।
সতিনী যাহার আছে, কভু কি তাহার কাছে—
　এ বিশাল ধরা-ধাম আরামের হয় লো?
দিবসেতে অন্ধকার; অন্ধকারে যমাগার,
　সুখের জিনিষ মাত্র চিরদুখময় লো!
যে রমণী পুণ্যবতী, বিধি যারে স্নেহী অতি,
　সতিনী বিহীনা সতী এ জগতে সেই লো;
ভূমে তার স্বর্গবাস নির্ব্বিবাদে বারমাস;
　জীবন্তে নরকবাস ভাগ্যে তার নেই লো।
এ হেন রমণী যদি কপালে মিলায় বিধি,
　প্রণিপাত ক'রে তারে যোড়করে কব লো;
কি হেন পুণ্যের ফলে জনমিল ধরাতলে,
　সে পুণ্য অরজি আমি, তার সম হব লো।
　যে মন্ত্রে সে সতাহীনা সেই মন্ত্র লব লো।

৯

(অঞ্চল হইতে পত্র খুলিয়া)—

স্ত্রীশিক্ষায় বিষ বই, সুধা লাভ হয় কই?

তুই লো লহনা তার নিদর্শন দেখালি!
এত লেখা পড়া শিখে, শেষে জাল-চিঠি লিখে,
অকূল-সাগর-জলে দুখিনীরে ভাসালি।
এখনো আমার কাছে তোর সেই পত্র আছে,
লীলাবতী সনে, হায়, এ ঘটনা ঘটালি,
স্বামীর স্বাক্ষর মত লেখনীতে নিরগত
করিয়ে তাঁহার নাম, অভাগীরে মজালি।
এই পত্র অনুসারে অজাকুল চরাবারে,
নিরাহারে ভ্রমি আমি সুনিবিড় কাননে,
এই পত্র অনুসারে, সদা ভাসি অশ্রুধারে,
নিরাহারে মরি, দেহ ঢাকি ছিন্ন বসনে।
সহসা স্বরগ হ'তে নরক-বিষের স্রোতে
একেবারে প'ড়েছি লো, এ পত্রের কারণে।
তোর এই পত্রে ধিক্, তোকে ধিক্ ততোধিক্,
ধিক্ তোর লেখনীরে, ধিক্ তোর জীবনে।

১০

বুঝি লো দারুণ বিধি তোরে ক'রে প্রতিনিধি,
আমার অদৃষ্ট-ফল এই পত্রে লেখালে?
দগ্ধিবারে অভাগীরে, তোরে দিয়ে লেখনীরে,
খুল্লনার বনবাস বিধি তোরে শেখালে?
যদিও বিশেষ আমি জানি যে আমার স্বামী
এই বিষময় পত্রে করে নাই স্বাক্ষর;

কিন্তু হায়, ভাগ্য দোষে, লহনা লো, তোর রোষে,
অনিচ্ছায় স্বীকারিনু স্বামীরি এ অক্ষর।
কিছু দোষ নাহি মম তবে পতি নিরমম
কেন লো হইবে মোরে? স্বামীগত খুল্লনা,
তারে পতি কি কারণে এ দারুণ কুলিখনে
বনবাসে পাঠা'বেন, ভুগিবারে যন্ত্রণা?
এ সকল তোরি ছল, স্ত্রীশিক্ষার বিষফল
ফলিল মানসে তোর, লাভে হ'তে দুখিনী
বনবাস-দুখে প'ড়ে হতাশ আগুনে পোড়ে,
খুল্লনার সর্ব্বনাশ—লহনাই সুখিনী।

১১

(বৃক্ষশাখায় কোকিলের প্রতি)—
রে কোকিল, কেন আর কুহু রবে বারম্বার
বিরহিণী খুল্লনার দহিতেছ অন্তর?
কে তোরে পাঠা'ল হেথা, খেতে অভাগীর মাথা,
কে শিখা'ল এ কুরব করিবারে জর্জ্জর?
একে আমি কাঙ্গালিনী, বহুদিন বিরহিণী,
সতা তাহে ভুজঙ্গিনী বর্ষে সদা গরল,
তুইও পুন অহর্নিশ, কুহু-বিষ উগারিস,
ঘরে বনে সমভাব—কুভাগ্যের কুফল।
বিষম বসন্তোদয়, নিরখি পরাণ দয়;
বিষময় মলয়জ সমীরণ বহিছে,

এ সময়ে ওরে পিক্, (ধিক্ তোরে শত ধিক্)
তোরও গরলের ধ্বনি হৃদি মন দহিছে।
কালাকাল নাহি জ্ঞান, সদাই জ্বালাও প্রাণ,
বিহঙ্গকুলের কালি তুই, ওরে কোকিল।
বাহিরে ভিতরে তোর চিরকালি কালি ঘোর,
কালের সমান ক'রে কে রে তোরে গঠিল ?

১২

যদিও বায়স কাল, তবুও তো হ'তে ভাল,
চিরকাল রব তার একভাবে থাকে রে,
তোর মত স্বার্থপর নহে রে বায়সবর,
অরি মিত্র কিছু নয়, ভাল বলি তাকে রে।
তুই বড় নিদারুণ, বিরহাগ্নি শতগুণ
জ্বালায়ে করিস্ খুন বিরহিণী নারীরে,
তোর মত ওঁচা পাখী কলঙ্কিত করে শাখী,
সকলি দেখিতে পারি, এ তো নাহি পারি রে।
কালাকাল নাহি জ্ঞান, পরের জ্বালাও প্রাণ,
কিন্তু নিজ প্রাণ তুষ কোকিলার সনে রে,
বিষম বসন্তকালে বিরহ কাহারে বলে,
সে ভাবের একটুও নাহি তোর মনে রে।
কোকিলারে লয়ে সুখে আছ শাখে মুখে মুখে;
সে সুখে সাধিব বাদ, ক্ষণকাল রহ রে,

মাথার চিকুর ছিঁড়ে, দৃঢ়তর ফাঁস গ'ড়ে,
ধরিব প্রিয়ারে তোর—ঘটা'ব বিরহ রে।

১৩

এ বসন্তে দূরে স্বামী, যে বিরহে জ্বলি আমি,
বিরহ যে কি যাতন, এখনি বুঝিবি রে,
এ সুখ স্বপন হবে, কুহুরব নাহি রবে,
অশ্রুজলে মুহুর্মুহু হতাশে ডুবিবি রে।
রাঙ্গা আঁখি হবে রাঙ্গা, স্বর হবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
দুখে কাল দেহ তোর আরো কাল হবে রে,
বসন্তে হইবে বিশ, পাকা ফল হবে বিষ,
মলয়ের সমীরণ দেহে নাহি সবে রে।
তোর কুহু কুহু ধ্বনি, বজ্র সম যারে গণি
এবে আমি, সেই ধ্বনি আর নাহি রবে রে,
তা হ'লে কতকখানি (মনে হেন অনুমানি)
বিরহ-যাতনা মোর হৃদয় না সবে রে।
আমারে যেমন তুই, আমিও তেমন হই,
কালের মতন কাজ, এই দ্যাখ্, করি রে,
কাঁদ্ তুই হা হতাশে, সুদৃঢ় চিকুর ফাঁসে
কোকিলারে আমি তোর, এই দ্যাখ্, ধরি রে।

১৪

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—

ওরে পিক, এতক্ষণে বুঝেছি বুঝেছি মনে,
দারুণ সতিনী মোর নিশাচরী লহনা

বনেও জ্বালাতে মোরে, বুঝি পিকরূপ ধ'রে,
কুরব কুহুর রবে দেয় মোরে গঞ্জনা ?
ভাগ্য-দোষে ভাগ্যে নাই এমন কিঞ্চিৎ ঠাঁই,
যেখানে হৃদও গিয়ে হ্রাস করি যন্ত্রণা,
সতাশত্রু আগে পাছে অভাগীর কাছে আছে,
এতে কি পরাণ বাঁচে ? বিধাতার বঞ্চনা।
কি ব্রত করিলে পরে সুখরা সতিনী মরে,
পরাণ দিয়েও যদি পূরে এই কামনা,
তাও করিবারে পারি, কিন্তু সহিবারে নারি
যন্ত্রণার অবতার সতিনীর তাড়না।
কি ব্রত করিলে পরে এ বঙ্গের ঘরে ঘরে
সতিনী বিহীনা হয় বাঙ্গালীর ললনা ?
তাও পারি করিবারে, তা হইলে জন্মান্তরে
কুমুখী সতার মুখ দেখিবে না খুল্লনা।

কোন প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি।

১

তমোময় খনিতলে তমোনাশী মণি জ্বলে
যেমতি, হে প্রিয়তম!
অসুখ-আঁধারময় হৃদয়ে আমার
তুমি মণি সেইরূপ, তোমারে পাইয়া

ঘুচিযাছে হৃদিগত ঘোর অন্ধকার,
দুখের জগতে সুখ যায় প্রবাহিয়া।

২

'প্রিয়তম' এই ক'টি সুঅক্ষর পরিপাটী
রসনা যখন মম করি উচ্চারণ,
সম্বোধে তোমারে, ভাই, কি যে এক সুখ পাই,
হৃদয়ে সে ভাব নাই করিতে বর্ণন।
কাছে থাক যতক্ষণ, সুখে কর নিমগন,
না থাক যখন কাছে, তখনো কেমন
সুখ অনুভব করি, হৃদয-ফলকে হেরি
তব রসায়ন-চিত্র* মানস-মোহন।

৩

নিশিত কণ্টকময় শাখে যথা ফুটে রয
সুচারু গোলাপ ফুল—সৌরভ-আধার;
তেমতি দয়ালু বিধি তোমা হেন বন্ধু-নিধি
সৃজিলেন দুখময় সংসার মাঝার।
ওহে শৈশবের সখা, সরল সখিত্ব মাখা
সরল হৃদয তব, তোমার মতন
প্রকৃত বান্ধবরব হাজারে খুঁজিলে পর
মিলে কি, না মিলে, তুমি মহার্ঘ রতন।

* ফটোগ্রাফ্ (Photograph)

সময়ে অনেক সখা এ জগতে দেয় দেখা,
অসময় হ'লে, হায়, হয় অদর্শন ,
যত দিন মধু থাকে, অলি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
নির্ম্মধু হইলে ফুল, আসে কি কখন ?
তুমি হৃদয়ের সখা, নও হে তেমন।

৪

সুখের সময়ে সুখী, দুখের সময়ে দুখী
বিপদে আশ্বাসভাষী তুমি, প্রিয়তম।
মুখসে বদন ঢাকা, জিহ্বায় অমৃত মাখা,
পেটে বিষ বন্ধু সম নহ নিরমম।
এক বৃন্তে যথা দুটি কুসুম থাকয়ে ফুটি,
এ সংসারে সেইরূপ আমরা দুজন।
বিধির করুণা-বলে যদিন ধরণীতলে
র'ব দোঁহে—আশা করি—রহিব এমন।
পার হয়ে ভব-নদী, পরলোক পাই যদি,
সেখানেও দুজনের হইবে মিলন ;
তুমি যথা আমি তথা, আমি যথা তুমি তথা,
কায়া ছায়া, ছায়া কায়া ছাড়া কি কখন্ ?

সম্পূর্ণ।